CMYK

চমক ভরা
ধনতেরস
৩ থেকে ১৪ নভেম্বর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 6 November, 2020 ■ আগরতলা, ৬ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২০ কার্ত্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বীরগঞ্জে ধৃত তিন এনএলএফটি জঙ্গি সহযোগী রিমান্ডে

আগরতলা, ৫ নভেম্বর (হি.স.)।। চাঁদার নোটিশ দেওয়ার অভিযোগে ত্রিপুরায় নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন এনএলএফটি-র তিন সহযোগীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাঁদের পাঁচদিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। আদালত ধৃতদের তিনদিনের পুলিশ রিমান্ডের নির্দেশ দিয়েছে। সম্প্রতি ত্রিপুরায় জঙ্গিদের চাঁদার নোটিশকে কেন্দ্র করে জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

এ-বিষয়ে গোমতি জেলার বীরগঞ্জ থানার ওসি সুব্রত বর্মন জানিয়েছেন, গত ২২ অক্টোবর স্থানীয় বাজার সম্পাদককে এনএলএফটি জঙ্গিরা চাঁদার নোটিশ পাঠিয়েছিল। তিনি এ-বিষয়ে থানায় অভিযোগ করেছিলেন। সুব্রতবাবু সাথে যোগ করেন, একইভাবে অমরপুর মহকুমায় চেলাগাং, মাগুরা এবং ডলুমা গ্রামে চাঁদার নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তাই, চাঁদার নোটিশ পাওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে বীরগঞ্জ থানা থেকে ১৫ কিমি দূরত্বে অবস্থিত লাকড়ি দোকান এলাকায় অভিযান চালিয়ে অমৃত জমাতিয়াকে নামের এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বীরগঞ্জ থানার ওসি-র কথায়, অমৃতের কাছ থেকে চাঁদার নোটিশ পাঠাতে এবং জঙ্গিদের সাথে যোগাযোগ রাখতে ব্যবহৃত মোবাইল উদ্ধার হয়েছে।

সুব্রতবাবু বলেন, ধৃত জঙ্গি সহযোগী অমৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ আরও দুজনের হদিশ পেয়েছে। তারাও অমৃতকে চাঁদার নোটিশ পাঠাতে সাহায্য করেছে। তিনি বলেন, নিতাইহরি জমাতিয়া এবং মঙ্গল কিশোর জমাতিয়াকে ডালাক গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাঁচদিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে ওই তিনজনকেই আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ, বলেন তিনি।

সিসি ক্যামেরার দৌলতে দুই বাইক চোর গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় বাইক চুরির ঘটনা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশের তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। এইসব সিসি ক্যামেরা দিয়ে চোরদের শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

সম্প্রতি রাজধানী আগরতলা শহর এলাকা থেকে যেসব বাইক চুরি হয়েছে সেইসব বাইকের নম্বর অনুযায়ী চোরদের পাকা করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।এধরনের প্রয়াস নিয়ে দুই চোরকে রামনগর এলাক থেকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে সদরের এসডিপিও চিরঞ্জিত চক্রবর্তী জানান তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম আপাতত প্রকাশ করা হবে না। আরও তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। এই চক্রে আরো বেশ কয়েকজন জড়িত রয়েছে বলেও জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান শহর এলাকায় যেসব সিসিটিভি লাগানো হয়েছে সেগুলির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিম জেলায় অপরাধ হ্রাস পেয়েছে, দাবি পুলিশ সুপারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে বলে দাবি করেছেন পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার মানিক দাস। বৃহস্পতিবার আগরতলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলা পুলিশ সুপার জানান বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং সংবাদমাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে যে অভিযোগ আনা হয়ে তা সঠিক নয়।আগরতলা শহর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অপরাধপ্রবণতা রাস পড়ার জন্য পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। তাতে ইতিমধ্যেই সাফল্য মিলেছে বলেও তিনি দাবি করেছেন।

বিগত বেশ কয়েক মাসের তথ্য তুলে ধরে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার জানান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অপরাধ প্রবণতা অনেক অনেকটা রাস পেয়েছে।অপরাধপ্রবণতা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব না হলেও অপরাধপ্রবণতা যাতে কমানো যায় সেজন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।সোশ্যাল মিডিয়ার সংবাদে বিভ্রান্ত না হতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার। জেলা পুলিশ সুপার আরও বলেন পুলিশ জনগণের কল্যাণে কাজ করতে সব সময় বদ্ধপরিকর। জনগনের সেবায় নিয়োজিত থাকায় পুলিশের কাজ।তবে তিনি একথা স্বীকার করেন শুধুমাত্র পুলিশের একার চেষ্টায় অপরাধপ্রবণতা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব নয়।পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার পেছনে সাধারণ জনগণের ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।রাজধানী আগরতলা শহর সর্বত্র অপরাধপ্রবণতা রাজপথে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে জেলা পুলিশ সুপার সার্বিক সহযোগিতার আহ্বান করেছেন।উল্লেখ্য রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর সহ পশ্চিম জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া সংক্রান্তঃ সংবাদ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হওয়ার পর পুলিশ সুপার নড়েচড়ে বসেছেন। গত কিছুদিন ধরে পুলিশের তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে।শহর এলাকার বিভিন্ন স্থানে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে।এইসব সিসি ক্যামেরার ফুটেজ নিয়মিত নজরদারি রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অপরাধীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। তাতে সাফল্য মিলবে বলে দাবি করা হয়েছে।পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার মানিকবাবু অপরাধ প্রবণতা রয়েছে বলে দাবি করলেও আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় প্রায় প্রতিরাতেই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।শহরের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকায় সাধারণ মানুষ রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত। শহর ও শহরতলীর এলাকার মানুষজন অপরাধপ্রবণতা শূন্যের কোটায় নিয়ে আসার জন্য প্রশাসনের প্রতি দাবি জানিয়েছেন।

নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার আমবাসায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। ছড়ার জল থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনা আমবাসা থানাধীন ৯ মাইল এলাকার ধন সিং রোয়াজা পাড়ায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত দুদিন ধরে নিখোঁজ ছিল এলাকার বাসিন্দা মঙ্গখরাই ত্রিপুরা। বৃহস্পতিবার সকালে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয় ছড়ার জল থেকে। জানা যায় তিনি একটি ঘরে একাই থাকতেন। পরিবার বলতে কেউই ছিল না। এইদিন সকালে মঙ্গখরাই ত্রিপুরার বড় ভাইয়ের ছেলে খোঁজাখুঁজি করার পর একটি ছড়াতে তার দেহ দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় আমবাসা থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ধলাই জেলা হাসপাতালে পাঠায়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে আমবাসা থানার পুলিশ।

শিলচর-করিমগঞ্জ-ধর্মনগর-ভৈরবী লোকাল ট্রেন চালানোর দাবি উঠল

শিলচর, ৫ নভেম্বর (হি.স.)।। শিলচর-করিমগঞ্জ, শিলচর-ধর্মনগর এবং হাইলাকান্দি হয়ে শিলচর-ভৈরবী লকাল ট্রেন চালানোর দাবি জানিয়েছে শিলচর-লামডিং ব্রডগজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি। এ ব্যাপারে সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজারের (ওপেন লাইন) উদ্দেশ্যে শিলচর রেলস্টেশনের সুপারিনটেনডেন্টের কাছে বৃহস্পতিবার এক স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে।

কমিটির প্রতিনিধিরা জানান, ওই সব লোকাল ট্রেনগুলো বন্ধ থাকার জন্য সাধারণ মানুষের চলাচল করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। অসম সরকারের এএসটিসি বাস, ট্র্যাভেলার, ক্রুইজার ইত্যাদির যাত্রীভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত না নিলেও প্রতিটি রুটে পরিবহণ সংস্থাগুলো নিজেদের মর্জিমতো যাত্রীভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে। অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। লকডাউন কার্যত উঠে যাওয়ার ফলে জনগণের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আইপিএফটির মন্ত্রী ও বিধায়কদের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে বৈঠক করেন আইপিএফটি'র মন্ত্রী ও বিধায়করা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মহাকরণে আইপিএফটি'র মন্ত্রী এনসি দেববর্মা, মেবার কুমার জমাতিয়া, বিধায়ক বৃশকেতু দেববর্মা, ধীরেন্দ্র দেববর্মা, প্রশান্ত দেববর্মা, সিন্ধু চন্দ্র জমাতিয়া ও ধনঞ্জয় ত্রিপুরা দেখা করেন। আইপিএফটি'র মন্ত্রী বিধায়কদের সাথে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি এবং আসন্ন এডিসি নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

প্রসঙ্গত, এডিসি নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই আইপিএফটির এক প্রতিনিধি দল দিল্লীতে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বদের সাথে আলোচনা করে এসেছেন। এরপর বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক অনেকটাই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রাজ্যের চারশ স্কুলে শুরু হচ্ছে 'সক্ষম ত্রিপুরা'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। রাজ্যের ৪০০টি স্কুলে সরকার 'সক্ষম ত্রিপুরা' প্রকল্প কার্যকর করতে চলেছে। এজন্য ১০০জন বিশেষ প্রশিক্ষক নিযুক্ত করা হবে। প্রকল্পে ব্যয় হবে ৩২২ লক্ষ টাকা।

মঙ্গলবার মহাকরণে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এ কথা জানান। ৪টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্যারান্ডো, রিহেবিলিটেশন সোসাইটি ফর ডিজেবলড, মনফোর্ট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, চম্পকনগর এবং মনফোর্ট স্কুল মধুবন। মূলত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর ব্যাপক বিকাশে এই প্রকল্প।

নিম্নমানের কাজ, পূর্ত দপ্তরের অফিস ঘেরাও রাইমাভ্যালীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৫ নভেম্বর।। নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদে গন্ডাছড়া পূর্ত দপ্তরের অফিস ঘেরাও করল রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস এবং যুব কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকার বিভিন্ন রোডে রাস্তা তৈরির কাজ নিম্নমানের হচ্ছে এবং এতে করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাথ করা হচ্ছে এই অভিযোগে পূর্ত দপ্তরের অফিস ঘেরাও করে। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি লক্ষ লক্ষ টাকা ঘোটালার সাথে জড়িত দপ্তরের এসডিও এবং ইঞ্জিনিয়ারকে অবিলম্বে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রশাসনের অভিযান জারি তবু নিয়ন্ত্রণে নেই দ্রব্যমূল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে সদর মহকুমা প্রশাসনের এনফোর্সমেন্ট বাহিনীর অভিযান অব্যাহত রয়েছে।বৃহস্পতিবার ডিসিএম আসিস বিশ্বাসের নেতৃত্বে এনফর্সমেন্ট বাহিনী দুর্গা চৌমুহনী বাজারে অভিযান চালায়। বাজারের বিভিন্ন সবজি দোকানে গিয়ে তারা বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

জানা গেছে সবজির দাম মাত্রাতিরিক্ত। আলু পেঁয়াজের দাম আকাশছোঁয়া।অতিরিক্ত দাম নেওয়ার দায়ে দুর্গা চৌমুহনী বাজারে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীকে শোকজ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।বাজারে নিয়মমাফিক এ ধরনের অভিযান চালানো হবে।সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে সাধারণ মানুষ সংকটে পড়েছেন।

ব্যবসায়ীরা যাতে নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য নিতে না পারেন সে বিষয়ে তদারকি করতেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচন ঃ প্রস্তুতি শুরু কংগ্রেসের

আগরতলা, ৫ নভেম্বর (হি.স.)।। এডিসি ভোটের লক্ষ্যে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিয়েছে কংগ্রেস। আজ বৃহস্পিতবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেসের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সভায় কংগ্রেসের জনজাতি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুরায় নয়টি জেলায় কংগ্রেসের জনজাতি নেতৃবৃন্দ এডিসি ভোট নিয়ে রণকৌশল নির্ধারণে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এডিসি ভোটে শাসক দল বিজেপি এবং সিপিএমের চূড়ান্ত ভরাডুবি হবে দাবি করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা।

তিনি বলেন, ত্রিপুরাবাসী টানা ২৫ বছর সিপিএম-কে দেখেছেন। গত তিরিশ মাস ধরে বিজেপি-কে দেখে অভিজ্ঞতায় ভরপুর হয়ে গেছেন রাজ্যবাসী। তাঁর কথায়, এডিসি পরিচালনায় সিপিএম এবং শাসক জোট শরিক আইপিএফটি পরীক্ষিত। তাই, মানুষ তাঁদের প্রত্যাখ্যান করবেন, আমরা নিশ্চিত। বীরজিৎ সিনহা বলেন, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্যই ত্রিপুরার জনজাতি অংশের মানুষ এডিসি পেয়েছে। জনজাতিদের কল্যাণেই ইন্দিরা গান্ধী এডিসি-র সূচনা করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে বামেদের অপশাসনে এডিসি এলাকায় কোনও উন্নয়ন হয়নি।

তেমনি ত্রিপুরায় বিজেপি-র শাসনে মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছে। ফলে, বিকল্প শুধুই কংগ্রেস, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি। প্রাক্তন বিধায়কের দাবি, সমস্ত জেলা কংগ্রেসের জনজাতি নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে এডিসি ভোটের লক্ষ্যে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাতে ধারণা করা হচ্ছে, কংগ্রেস এডিসি নির্বাচনে জয়ী হবেই।

পিছিয়েছে করিমগঞ্জ থেকে বাংলাদেশে নদীপথে পণ্য আমদানি-রফতানির সূচনা

গুয়াহাটি, ৫ নভেম্বর (হি.স.)।। আগামী ৮ নভেম্বর করিমগঞ্জ থেকে বাংলাদেশে নদীপথে পণ্য আমদানি-রফতানির সূচনায় পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠান পিছিয়ে গেছে। অনিবার্য কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওইদিন নয়াদিল্লি থেকে দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ স্টিমার ঘাটে বাংলাদেশে নদীপথে পণ্য পরিবহণের সূচনা করবেন না। অসম অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ দফতরের অধিকর্তা গৌতম দাস এই খবর দিয়েছেন। তবে নতুন সূচি এখনও স্থির হয়নি। ফলে কবে নাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে নদীপথে বাংলাদেশে পণ্য পরিবহণের সূচনা হবে সে সম্পর্কে তিনি এখনই কিছুই বলতে পারছেন না।

ভারত-বাংলাদেশ সম্প্রীতির আদান-প্রদানের এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের অপেক্ষায় প্রহর গুণছিলেন অসম সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলবাসী। আগামী ৮ নভেম্বর বাংলাদেশ থেকে সিমেন্ট বোঝাই ভেসেল এসে পৌছানোর কথা ছিল অসমের করিমগঞ্জ স্টিমার ঘাটে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সে ওই পণ্য গ্রহণ করবেন বলে সূচি নির্ধারিত হয়েছিল। পাশাপাশি ভারত থেকে বাংলাদেশে পণ্য রফতানির সূচনা করবেন তিনি, এমনটাই স্থির হয়েছিল।

সে মোতাবেক নদীপথে পরীক্ষামূলকভাবে পাথর রফতানি হওয়ার কথা ছিল ওইদিন। কিন্তু এখন ওই অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে পাঁচটি খালি ভেসেল সম্ভবত আগামীকাল করিমগঞ্জ স্টিমার ঘাটে এসে পৌঁছবে। ফলে, কোনও প্রকার আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলকভাবে নদীপথে পণ্য রওয়ানা দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশে পাথর রফতানিও করা হবে।

এছাড়া আরও দুটি পরিষেবার সূচনা করার সূচি নির্ধারিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু তা আপাতত চালু হচ্ছে না বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে, শীঘ্রই নতুন সূচি তৈরি হবে বলে সূত্রের খবর।

কৃষিক্ষেত্রে ত্রিপুরার ভবিষ্যত উজ্জ্বল, তাই সাফল্যের অংশীদার হতে চাইছে ইজরায়েল ঃ রাষ্ট্রদূত ড. রন

রাজ্যকে বদলাতে এই পদক্ষেপ যুগান্তকারী হিসেবে প্রমাণিত হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৫ নভেম্বর (হি.স.)।। কৃষি ক্ষেত্রে ত্রিপুরার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাতে স্পষ্ট, কৃষিক্ষেত্রে ত্রিপুরার ভবিষ্যত উজ্জ্বল। তাই ইজরায়েল ওই সাফল্যের অংশীদার হতে চাইছে। ত্রিপুরা সফরে এসে বৃহস্পতিবার আগরতলায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-কথা জানালেন নয়াদিল্লিস্থিত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত ড় রন মালকা। তাঁর কথায়, ভারত ও ইজরায়েল একত্রিত হয়ে এ-দেশে প্রচুর প্রকল্প চালাচ্ছে। সফলতার সাথে ওই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন হচ্ছে। তাই ভারতে এখন পর্যন্ত ইজরায়েল ২৯টি সেন্টার অব এক্সিলেন্স খুলেছে। ত্রিপুরাতেও খুব শীঘ্রই সেন্টার অব এক্সসিলেন্স খোলা হবে, আশ্বাস দেন তিনি।

ড় রন মালকা জানিয়েছেন, ভারতের সাথে কাজ করার জন্য ইজরায়েল খুবই আগ্রহী। কারণ, উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় ভারত শীর্ষস্থানে রয়েছে। তাঁর কথায়, প্রযুক্তি এবং অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানে এ-দেশে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হবে। তিনি বলেন, কৃষি যে-কোনও দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। ফলে কৃষিক্ষেত্রে সর্বাধিক জোর দিতেই হবে।

এদিন তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ইজরায়েলের উপস্থিতির হার বৃদ্ধির সমস্ত প্রয়াস নেওয়া হবে। তাতে এই অঞ্চল আরও সমৃদ্ধ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, ভারতে ২৯টি সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্থাপন করেছে ইজরায়েল। সাফল্যের সাথে ওই কেন্দ্রগুলি কাজ করে চলেছে। তাঁর দাবি, ১৪৭ হাজার কৃষককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে ইজরায়েল। তাতে তাঁদের কৃষিকাজে পদ্ধতিগত প্রাইবার্টন আনা সম্ভব হয়েছে।

ড় মালকা আশ্বাস দেন, ত্রিপুরায় একটি সেন্টার অব এক্সিলেন্স চালু করবে ইজরায়েল। কারণ, এই রাজ্যে সমৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তি এবং অভিজ্ঞতা ত্রিপুরার সাথে ভাগ করে নেওয়া হবে। কারণ, ত্রিপুরার সাফল্যের সাথে ইজরায়েল অংশীদার হতে চাইছে, বলেন তিনি।

এদিকে, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্থাপনে ত্রিপুরাকে সহযোগিতা করবে ইজরায়েল। ত্রিপুরা সফরে এসে নয়াদিল্লিস্থিত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত ড় রন মালকা এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ইজরায়েলের পৃথিবী বিখ্যাত প্রযুক্তি ত্রিপুরাকে কৃষি ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর করে তুলতে সহায়ক হবে।

ত্রিপুরায় এসে ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত ড় রন মলকা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং ত্রিপুরা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেছেন। মূলত, কৃষি বিষয়ক আলোচনা করেছেন তিনি। কারণ, বিশ্বে কৃষিক্ষেত্রে ইজরায়েলের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। ত্রিপুরাও চাইছে কৃষি ক্ষেত্রে রাজ্য স্বয়ম্ভর হয়ে উঠুক। ফলে, ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন টুইট করে জানিয়েছেন, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নে ইজরায়েলের সাথে চুক্তি নিয়ে ড় রন মলকার সাথে আলোচনা হয়েছে। ইজরায়েল উদ্যানতত্ত্ব, জল ব্যবস্থাপনা, কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে ত্রিপুরার সাথে অংশীদারিত্ব করবে। ত্রিপুরাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনলাইন পরীক্ষার দাবীতে আবারও ডিএলএড পড়ুয়াদের বিক্ষোভ শিক্ষা ভবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। ফের অন লাইনে পরীক্ষার দাবিতে বৃহস্পতিবার শিক্ষা ভবনে গিয়ে ৭ টি কলেজের ডি এল এইড পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা বিক্ষোভ ও ধর্না সংগঠিত করে। তাদের বক্তব্য এস সি ই আর টি-পরিচালিত ডি এল এইড-এর ছাত্র ছাত্রীদের ১০ দিন আগে জানিয়ে দেওয়া হয় তাদের পরীক্ষা হবে অফ লাইনে। অন্যান্য কলেজ গুলিতে অন লাইনে পরীক্ষা নেওয়া হলেও তাদের ক্ষেত্রে এই দ্বি চারিতা কেন।

এই প্রশ্ন তুলে দফায় দফায় শিক্ষা ভবনে গিয়ে অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করে অন লাইনে পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানায় ছাত্র ছাত্রীরা। তাদের আরো বক্তব্য সকলের পক্ষে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অভয়নগরে জলাশয়ে উদ্ধার অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার অভয়নগরে পশু হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার জলাশয় থেকে গত রাতে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা যায় রাত একটা নাগাদ স্থানীয় লোকজন পশু হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার জলাশয় এক ব্যক্তিকে পড়ে যেতে দেখেন।

সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোকজন রা অভয়নগর পুলিশ আউট পোস্ট এবং দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।অভয়নগর পশু হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার জলাশয় থেকে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা রাতে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে। দেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জলাশয় থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হলেও তাকে শনাক্ত করা যায়নি।

রাতে জলাশয় থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে হয়তো অত্যধিক মদ্যপান করে যাওয়ার সময় পা ফসকে জলাশয়ে পড়ে গেছে ওই ব্যক্তি। এর ফলে তার মৃত্যু হয়েছে। তবে এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু নাকি কোন হত্যাকাণ্ড তা নিয়েও নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৩১ ◘ ৬ নভেম্বর ২০২০ইং ◘ ২০ কার্ত্তিক ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

গণতান্ত্রিক

ভারত বর্ষ একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এই দেশের প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত। সকলের সমান অধিকার সংবিধানে বর্ণিত।কিন্তু রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রীতিমতো প্রশ্ন চিহ্নে।দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা এবং বাক-স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলিয়াছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। এক সমালোচনার উত্তরে তাঁহার এই মন্তব্য। সমালোচনার প্রতিপাদ্য ছিল: ভারতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি দুর্বল বলিয়াই নরেন্দ্র মোদীর সরকার ক্রমাগত একতরফা সিদ্ধান্ত চাপাইয়া দিতে পারিতেছে। রাহুল গান্ধী এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁহার মতে, বিরোধীরা দুর্বল নহে, এই সরকার বিরোধীদের কাজ করিবার সুযোগ হরণ করিয়াছে। একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পরিসরের যে স্বাধীনতা থাকে, বিরোধী রাজনীতিকরাও তাহার মধ্যেই কাজ করিতে পারেন, সরকারের ভুলভ্রান্তির সমালোচনা এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া জনমত সংগঠন করেন এবং সরকারকে আত্মসংশোধনে বাধ্য করেন। সেই পরিসরটিই মোদীর ভারতে ভয়ানক ভাবে সঙ্কুচিত, সরকার তথা শাসক দলের বিরোধী মত জানাইবার স্বাধীনতাই নাই, বিরোধীরা তাঁহাদের কাজ করিবেন কী করিয়া?নরেন্দ্র মোদীর সরকার এবং বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যের প্রশাসন যে ভাবে কার্যত সমস্ত দিক হইতে সমস্ত পরিসরে গণতন্ত্রের পরিকাঠামো এবং পরিবেশ ধ্বংস করিবার কাজটি চালাইয়া যাইতেছে তাহা আজ আক্ষরিক অর্থেই পৃথিবীর কাহারও জানিতে বাকি নাই। এক দিকে সর্বত্র অনুগত ও বশংবদ লোকজনকে ক্ষমতার আসনে বসাইয়া দেওয়া এবং অন্য দিকে যে কোনও বিরোধী স্বরকে ছলে বলে কৌশলে দমন করিতে তৎপর হওয়া দুই উপায়ই যথেচ্ছ অনুসরণ করিতেছেন এই শাসকরা, স্বাধীন চিন্তার ও ভিন্নমত প্রকাশের অবকাশ কমিতে কমিতে দ্রুত বিলুপ্তির পথে। বিরোধী রাজনীতিকদের দমন করিবার জন্য সিবিআই-সহ প্রশাসনিক অস্ত্রগুলিকে সর্বতো ভাবে ব্যবহার করিবার অভিযোগও গত ছয় বৎসরে কত বার কত উপলক্ষে উঠিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু শাসকের উপর সর্বতো ভাবে চাপ সৃষ্টি করিয়া গণতান্ত্রিক পরিবেশ আদায়ের সংগ্রামও বিরোধী রাজনীতির একটি বড় দায়। বস্তুত, বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এতখানি অগণতান্ত্রিক বলিয়াই বিরোধীদের দায়িত্ব অনেক বেশি। সমালোচনার দায়িত্ব, জনসংযোগের দায়িত্ব, সংগঠনের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব তাঁহারা অনেকেই যথেষ্ট পালন করিতেছেন না। বস্তুত, রাহুল গান্ধী গান্ধী নিজের সাম্প্রতিক তৎপরতাকেই একটি মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করিতে পারেন। কৃষি বিল এবং হাথরস দুইটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া যে প্রতিবাদ দেখা গিয়াছে, তিনি তাহাতে প্রবল ভূমিকা পালন করিয়াছেন, তাঁহার দলের কর্মকাণ্ডেও সেই উদ্দীপনা কিছুটা সঞ্চারিত হইয়াছে। তুলনায় অনেক বিরোধী দলের ভূমিকাই নিতান্ত নিষ্প্রভ। বিশেষত হাথরসের অস্বাভাবিক ঘটনার পরেও উত্তরপ্রদেশের দুই প্রধান বিরোধী দলের নিষ্ক্রিয়তা কেবল লজ্জাকর নহে, গণতন্ত্রের পক্ষে গভীর উদ্বেগের কারণ। বিরোধী রাজনীতিকে কাজ করিতে না দিবার অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া বিরোধী প্রতিস্পর্ধা কী ভাবে নিজেকে সংগঠিত করিতে পারে, তাহার বহু দৃষ্টান্ত ভারতবাসী দেখিয়াছে। নরেন্দ্র মোদী গণতান্ত্রিক বিরোধিতার পরিসর উপহার দিবেন না। জড়তা, ঔদাসীন্য এবং সর্বোপরি ভয়কে জয় করিয়া সেই পরিসর আদায় করিতে হইবে। তাহাই এখন বিরোধী রাজনীতিকদের প্রথম এবং প্রধান কাজ। একথা অনস্বীকার্য যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।কিন্তু বিরোধী দলগুলি যদি সরকার পক্ষের যথার্থ গঠনমূলক সমালোচনা করিতে ব্যর্থ হয় তাহলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুর্বল হইতে বাধ্য। বর্তমানে দেশে এই দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইতেছে। বিরোধী দলগুলি যথার্থ ভূমিকা পালন করিতেছে না। সেই দুর্বলতাকে কাজে লাগাইয়া বিরোধী শক্তিকে আরো দুর্বল করিবার নিরন্তর প্রয়াস শুরু হইয়াছে।বিরোধী দলগুলি অক্ষ বদ্ধ ভাবে সঠিক দায়িত্ব পালন না করলে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও দুর্বল হইয়া পড়িবে।স্বাধীন সার্বভৌম ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতবর্ষের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে সরকারপক্ষের যেমন দায়িত্ব পালন করিতে হইবে ঠিক তেমনি বিরোধী দলগুলোকে সঠিক দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

হাঁটতে হাঁটতে হাঁটুর ব্যথা সারানো সম্ভব

গৌতম কুমার ভদ্র

সাধারণ মানুষের মধ্যে হাঁটুর সমস্যা আজ অনে বেড়ে গেছে। কিন্তু হাঁটুর ব্যথা হয় কেন? এর জন্য গঠনগত ত্রুটিও একটা বড় ধরনের কারণ। প্রথমেই আসি, আমরা অধিকাংশ জনই সূর্যের আলো শরীরে লাগাই না। এড়িয়ে চলা করি। রোদ গরম থেকে এসে এসিতে বসে পড়ে আয়েস অনুভব করি। এতে শরীরের সংযোগস্থলগুলির পেশি দুর্বল হয়ে যায়। আর যে পেশি বেশিভাবে কাজ করে যমন হাঁটু তখন দেহের ভার নিতে ক্রমশ অক্ষম হয়ে পনে। ক্রমাগত এরকম হতে হতে শেষ পর্যন্ত হাঁটুর ব্যথা আরম্ভ হয়। দ্বিতীয়ত, যে মানুষয ত বেশি হাঁটু সঞ্চালন করবেন অথবা কাজ করেবন তাঁর হাড় তত বেশি শক্ত হবে। যার ফলে দেখা যায় দিন মজুরের কাজ যারা করেন তাদের হাড় অনেক বেশি শক্ত। পক্ষান্তরে যাঁরা বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন তাদের হাড় অনেকটাই দুর্বল। ফলে হাঁটুর ব্যথা দেখা দেয়।

স্নেহ জাতীয় পদার্থ যেমন ফ্রিজে রাখলে জমে যায়। এ ব্যাপারটা হল অনেকটা সেই রকম। সাধারণত এই জাতীয় পদার্থকে গরম করলে তরল হবেই। পাশাপাশি এই ধরনের খাদ্যও পৌষ্টিক তন্ত্রে মধ্যে জমে যায়। যা মলের সঙ্গে শরীরের বাইরে চলে যায়। হাঁটুর সমস্যার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এর প্রথম লক্ষণ হল যদি অনেকক্ষণ বসে থাকার পর উঠতে গেলে হাঁটু ধরে উঠতে হয় বা হাঁটুতে ব্যথা অনুভব করেন তা হলে বুঝতে হবে যে অসুবিধার কারণ আছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে গিয়েও অনেক সময় সমস্যা হতে পারে।

হাঁটু কিন্তু শরীরের ওজন ধারণ করে। তাই কারও তাই কারণ যদি শরীরের ওজন বেশি হয় তার হ্রাস অবশ্যই করতে হবে। তা না হলে ব্যথা ক্রমশই বাড়তে থাকবে। সেই জন্য হাঁটা, স্কিপিং বা নিয়মিত ব্যায়াম করা প্রয়োজন।

নারী, পুরুষ বেদে কি এই ব্যাখ্যার লক্ষণ আলাদা? বস্তুত চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ব্যথার

খুব একটা প্রকার ভেদ নেই। এরপর থেকেই পার্থক্য দেখা দিতে থাকে। সাধারণত ওই বয়সের পর মহিলাদের ইস্টোজেন নামক হরমোন যা কিনা হাড়ের গঠনের জন্য খুবই জরুরি। তা কিন্তু আর নির্গত হয় না। ফলে হাড় দ্রুত দুর্বল হতে থাকে। সেই সময় তাদের এই অসুবিধাগুলি বেশি দেখা যায়। আবার ষাট বছরের পর লিঙ্গ ভেদে কিন্তু এই ব্যথার লক্ষনের কোনও পরিবর্ত দেখা যায় না। এই রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা প্রয়োজন হাড়ের ওফর কোনও অবস্থাতেই বেশি চাপ সৃষ্টি করা চলবে না। শরীরের ওজন যেন বেড় না যায় সে দিকে বিশেভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ডায়াবেটিস থাকলে তাকে নিয়ন্ত্রণ রাখা খুব জরুরি। থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে সেদিকে নজর রাখতে হবে। পাশাপাশি উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। আর হাড়ের ওপর চাপ কমাতে পেশীশক্তি বাড়ানো খুব প্রয়োজন। ব্যথা নিয়মিত থাকলে পেশী শক্তি খুব প্রয়োজন। ব্যথা নিয়মিত থাকলে পেশী দুর্বল হতে থাকে। আর পেশী যত দুর্বল হতে থাকবে ততই হাড়ের ওপর চাপ বাড়বে। পলে দুটো হাড়ের মধ্যে যে করেটিলেজ থাকে তা কিন্তু ধীরে ধীরের ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই করেটিলেজের নির্দিষ্ট একটা পুরুত্ব তাকে। চল্লিশের পর থেকে এক ভাঙনের শুরু আর উৎপন্নের পরিমাণ কমতে থাকে। তখন হাড় দুটি একটির সঙ্গে অন্যটি ঘষা খায়। আর তখনই ব্যথা অনুভূত হয়। কারও কারও আবার ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে জলও জমে যায়। যাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় বলা হয় ইফিউসন। অনেককে দেখা যায় প্রায় হাঁটাচলাই করতে পারছেন না। আসলে হাড়ের ওপর প্রচণ্ড চাপের জন্যই এই অবস্তা দেখা দেয়। পাশাপাশি মাসলও দুর্ভল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় রোগীকে শুইয়ে রাখা প্রয়োজন। লাগানো উচিত লম্বানি ব্রেস। যার ফলে হাঁটু ভাঁজ করা বা নড়াচড়া করা যায় না। এতে হাঁটুর মধ্যে ঘষা লাগা কমে যায়। অনেকেই এক থেকে দু বছর পর্যন্ত নি ক্যাপ ব্যবহার করেন। যা কোনও অবস্থাতেই করা উচিত নয়। যন্ত্রণার সময়ই একমাত্র ব্যবহার করা উচিত। তাও দু'তিন সপ্তাহের বেশি নয়। হাঁটুকে সুরক্ষিত রাখতে নিয়মিত হাঁটা একান্ত জরুরি। সকালে এবং প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা। বেশিক্ষণ যারা বসেকাজ করেন তাঁদেরমাধে চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করে নেওয়া প্রয়োজন। বেশিক্ষণ এসিতে বসে থাকাও ঠিক নয়। হাঁটুর ব্যথা কমাতে হলে ভাঁধাকপি ভালো করেন শিলে বেটে হাঁটুর ওপর লাগিয়ে সাদা কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখলেও ব্যথা কমে যাবে। নিয়মিত করলে নিশ্চিত উপকার পাওয়া যাবে। হাঁটুর ব্যথা মানেই কিন্তু বাত নয়। অতএব, না জেনে এলোমেলো ওষুধ ব্যবহার না করাই ভালো।

ডিম, মাছ, মাংস যতটা সম্ভব কম খাওয়া উচিত। রসুন, আদা, পেঁয়াজ একেবারেই নয়। যতটা সম্ভব শাক সব্জি খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। দুধ চা খাওয়ার বদলে কালো চা পান করলে উপকার পাওয়া যায়। মধুর সঙ্গে গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়মিত দু বেলা খেলে ব্যথার পরিমাণ কমবে। এক্ষেত্রে মুসুর জাল ছাড়া অন্য কোনও ডাল চলবে না। জল ঢালা ভাত অথবা পান্ত কখনই নয়। ক্যালশিয়াম জাতীয় খাবার এই রোগের পক্ষে যথায়ত। নিয়মিত নিয়মগুলি মেনে চললে ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ রোগী স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবেন। তবে অত্যাধিক হাঁটু যারা ব্যবহার করেন যেমন খেলোয়াড়, ওয়েট লিফটার, ছুতোর মিস্ত্রি তাঁদের কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে। হাঁটু কিন্তু অনেকটাই মেশিনের মতো। নির্দিষ্ট সময়ের পর ক্ষয় হতে থাকে। তাই সময় থাকতে থাকতেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কট্টরপন্থী ইসলামিক মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দিক উদারবাদী ও রাষ্ট্রভক্ত মুসলমানরা : আর কে সিনহা

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি. স.): ফ্রান্স ও ইটালির জেহাদি কট্টরপন্থীদের কাজ দেখে পুরো বিশ্ব হতবাক। এরা অযথা হত্যালীলা করা থেকে কোনমতেই পিছুপা হচ্ছে না। এরা বোমাবাজি ও খুনখারাপি সমানে করে চলেছে। বিশ্বজোড়া করোনা পরিস্থিতির মধ্যে সভ্যতাকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল এইসব কট্টরপন্থীদের সমানের সমর্থন যুগিয়ে চলেছে মুসলমান সমাজের একাংশ। এমনকি বিশ্ব এবং ভারতের মুসলমানদের একাংশ এদের সমর্থন করে চলেছে। তবে আশার আলো এই যে জাবেদ আখতার, শাবানা আজমি, নাসিরউদ্দিন শাহের মতন কয়েকজন মুসলমান ফ্রান্সে হামলার নিন্দা করেছে। এরা মনুব্বর রানা সারিখের মত কয়েকজন মুসলমান ধর্মগুরু এবং রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা দেওয়া বয়ানের নিন্দা করেছে এবং খারিজ করে দিয়েছে।

সংবেদনশীল প্রশ্নে নীরবতা

এখনও পর্যন্ত দেশের প্রভাবশালী মুসলিম লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা মুসলমানদের সঙ্গে জড়িত সংবেদনশীল প্রশ্নে নীরব। এমন পরিস্থিতিতে জাভেদ আখতার, শাবানা আজমি ও নাসিরউদ্দিন শাহকে সামনে এসে মতামত ব্যক্ত করাকে স্বাগত জানাই। এই সময়টাতে আমির খান, শাহরুখ খান, সালমান খান এবং অন্যান্য প্রভাবশালী শিল্পীদের উচিত কট্টরপন্থীদের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হওয়া এবং সভ্য মুসলমানদের একত্রিত করা। এই সকল শিল্পীদের উচিত অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা করা। ভিয়েনায় হামলাকারি বন্দুকবাজরা ছিলেন ইসলামিক স্টেটের সমর্থক। ভিয়েনায় বন্দুকধারীরা ছয়টি স্থানে গুলি চালিয়ে অনেক নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলে এবং কয়েক ডজনকে আহত করে। এই হামলার নিন্দা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মুসলমানদের এগিয়ে আসা উচিত। চুপ করে বসে থাকার সময় এটা নয়। মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের একমাত্র সমস্যা হ'ল তারা তাদের সম্প্রদায়ের কট্টর পন্থী মৌলবাদী এবং গুন্ডাদের ভয় পায়। তাদের সাথে লড়াই করার জন্য কখনই এগিয়ে আসবেন না। লোকেরা কেন তাদের এত ভয় পায় তা জানি না। তাই এই গুন্ডারা আতঙ্ক সৃষ্টি করে। নিজের ধর্মের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখাটা জরুরি এবং তা প্রয়োজনীয়। কিন্তু রাষ্ট্রহিতের স্বার্থে আপস করা উচিত নয়। রাষ্ট্রহিত সর্বোপরি।

জেহাদিরা চিনকে ভয় পায়

চিনে মুসলমানদের সঙ্গে কি হয়েছে হয়েছে সে বিষয়ে কোনো কট্টরপন্থী মৌলবাদী কাঠমোল্লারা কোন কথা বলে না। সেখানে কোনও ঘাড় কাটার বা গুলি করে দেওয়ার মতন ঘটনা ঘটে না। সবাই জানে চিনে মুসলমানদের উপর ভীষণ অত্যাচার হচ্ছে। সে দেশের মুসলিম প্রধান রাজ্য শিনজিয়ানে মুসলমানদের উপর চরম নিপীড়ন চালাচ্ছে চিন। সেখানকার বসবাসকারী মুসলমানদের এমন খাবার খেতে হচ্ছে যা তাদের ধর্মবিরুদ্ধ। ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে তাদের ধর্মচ্যুত করার জন্য এমন কাজ করা হচ্ছে। গোটা

ইসলামিক দুনিয়া এই নৃশংসতা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে। কোথাও কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। ইসলামিক দেশগুলির একটি সংস্থা অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কর্পোরেশন (ওআইসি) চিনে মুসলমানদের উপর নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোনও বয়ান জারি করেনি। পাকিস্তানও পুরোপুরি নীরব। পাকিস্তান কখনও চিনের বিরুদ্ধে কিছু বলবে না। চিনের চাকরে পরিণত হয়েছে পাকিস্তান। একই অবস্থা সৌদি আরব এবং ইরানের। শিনজিয়াং প্রদেশের মুসলমানদের পুনঃ শিক্ষা শিবিরে নিয়ে গিয়ে বামপন্থী মতাদর্শে শিক্ষিত করা হচ্ছে। এই শিবিরগুলিতে দশ লক্ষেরও বেশি চিনা মুসলমান রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এখানে তাদের জোর করে তাদের ইসলামের নিন্দা করতে বলা হয়। তাদের ভয় দেখানো হয়। এমন খাবার খেতে দেওয়া হয় যা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। চিনা মুসলমানরা যাতে বামপন্থী মতাদর্শ গ্রহণ করে নেয় তার জন্যই এমন কাজ করা হচ্ছে। ইসলাম শিক্ষা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। মনে রাখবেন যে আমাদের দেশের বামপন্থী এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাও কখনও চিনের বিরুদ্ধে কথা বলেন না। এইসকল নামক হারাম লোকেরা ভারতে থেকে দেশের শিকড়কে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে চলেছে। তবে এরা কখনও কট্টরপন্থী মুসলিম মৌলবাদী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী ও কাঠমোল্লাদের বিরুদ্ধে এবং ছিনের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি। এমনকি তারা ভারতে তিন তালাক আইন এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। ভারতে মুসলমান মহিলাদের অবস্থা যে খারাপ এরা কখনো তা মেনে নিতে পারেননি।

বুনিয়াদি প্রশ্ন কেন এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে ফ্রান্সের হত্যাকারীদের পক্ষে মুম্বই, ভোপাল এবং সাহারানপুরে মিছিল করা মুসলমানরা কখনো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব, এমনকি নিজের এলাকায় নতুন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল খোলার দাবিতে রাস্তায় কখনও নামবে না। কেউ কি বলতে পারে এরা তাদের নিজেদের প্রাথমিক প্রশ্নগুলি নিয়ে তবে রাস্তায় নামবে? মুদ্রাস্ফীতি, নিরক্ষরতা বা বেকারত্বের মত প্রশ্ন এখন কি তাদের কাছে গৌণ হয়ে উঠেছে? দেশের মুসলমানরা কি কখনও কৃষক, দলিত, আদিবাসী বা সমাজের অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর স্বার্থে এগিয়ে এসেছেন? কখনই না। তবে তারা ফ্রান্সে বা অস্ট্রিয়ায় নিরীহ মানুষকে হত্যা করে এমন খুনিদের জন্য রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। কাশ্মীরে ইসলামিক মৌলবাদীদের হাতে হিন্দু পণ্ডিতদের নিধন হওয়ার ঘটনায় এরা কখনো নিন্দা করেনি। এরা নিজেদের সর্বদা ভিকটিম বলে চালাতে চায়। এরা কেবল মাত্র নিজেদের অধিকার নিয়ে ভাবিত। এবার দেখুন যে মুনব্বর রানাকে এই দেশ হৃদয় থেকে ভালবাসা দিয়েছে সে এখন মানসিক ভারসাম্যহীনের মতন কথা বলে চলেছে। বুদ্ধিজীবী মুসলমানদের উচিত তার বিরুদ্ধে সরব হওয়া। রানা প্রমাণ করেছেন যে তিনি উন্মাদ, অসহিষ্ণু ও কট্টর। তিনি কট্টর, সাম্প্রদায়িক, সামন্তবাদী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয়ে নীরব। মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের একটা সমস্যা হচ্ছে যে তারা সন্ত্রাসবাদ নিয়ে বরাবর নীরবতা পালন করে চলেছে। সেই কারণে গোটা মুসলমান সম্প্রদায় কাঠগড়ায় উঠে পড়ে। বর্তমান সময় ভারত সহ গোটা বিশ্বে দেখা যায় যে বিভিন্ন সময় সই সংগ্রহ অভিযান চালায় বুদ্ধিজীবী, বামপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষবর্গরা। এখন দেখার বিষয় তারা জেহাদী সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলে। ভারতে বসবাসকারী সিংহভাগ মুসলমানই চায় যে সহনাগরিক হিন্দুরা ধর্মনিরপেক্ষতার ধামা ধরে নাস্তিকতার পর্যায়ে পৌঁছে যাক। কিন্তু মুসলমানরা নিজেদের কট্টরপন্থা থেকে পি পা হবে না। এটি বিকৃত এবং নিচ মানসিকতার পরিচয়। দেশের সাধারণ নাগরিক গোটা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে। ভারতের মুসলমানদের উচিত নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকা কট্টরপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাওয়া। তাদের পরাস্ত করা। এই সংগ্রামে দেশবাসী তাদের পাশে রয়েছে। সেই যুদ্ধজয়ের পরে তাদের রাষ্ট্রবাদী সম্মাননা দেওয়া হবে।

অমিত শাহর কাছে নালিশ, ২৩ দিন বাদে দেহ মিলল মদন ঘড়াইয়ের

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : স্বামী মদন ঘড়াইয়ের মরদেহ না পাওয়া নিয়ে তাঁর স্ত্রী বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কাছে নালিশ করেছিলেন। কয়েক ঘন্টার মধ্যে মিলে গেল সেই দেহ। অথচ, গত ২৩ দিন ধরে এই দেহ পেতে হরেক দাবি, আন্দোলন, মামলা হয়েছে। তবু, কোনও লাভ হয়নি।

নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে আগস্ট মাসে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে মদন ঘড়ুইকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিজেপির দাবি, ১৩ অক্টোবর তার মৃত্যু হয় পুলিশ হেফাজতেই। অন্যদিকে, পুলিশের বক্তব্য, জেল হেফাজতে ছিলেন মদন ঘড়ুই। এই ঘটনায় ময়দানে নামে বিজেপি। তাঁর ময়না তদন্ত যথাযথ হয়নি বলে অভিযোগ করে বিজেপি। আদালত পুনরায় ময়না তদন্তের নির্দেশ দিলেও প্রশাসনের তরফে হেলদোল দেখা দিচ্ছিল না বলে অভিযোগ।

মৃতদেহ না দেওয়ার প্রতিবাদে গত ২৮ অক্টোবর রেড রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভে সামিল হন বিজেপি-র বেশ কিছু কর্মী-সমর্থক। এতে ছিলেন মদন ঘড়াইয়ের স্ত্রীও। তিনি জানান এই ঘটনায় যারা দোষী তাদের অবিলম্বে শাস্তি হোক। মদনবাবুর পরিবারের পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করা হয়।

বিজেপি-র তরফে দলীয় কর্মীর মৃত্যু নিয়ে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিজেপি-র দুই নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় ও অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, পুলিশ, সিআইডি দিয়ে সঠিক তদন্ত হবে না। তাঁদের দাবি অনুযায়ী ঘড়াই পরিবারও এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি করেন। পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে তাঁরা ফের রাজ্যপালের কাছে যাওয়ার কথাও বলেন।এত সব করেও মদন ঘড়াইয়ের দেহ মেলেনি। আরজিকর হাসপাতালে পড়ে ছিল সেটি। গত মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় মরদেহ দ্বিতীয়বার ময়না তদন্তের পর বৃহস্পতিবারের মধ্যে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার। বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, ৩ জন চিকিৎসকের উপস্থিতিতে হবে ময়নাতদন্ত। গোটা প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি করতে হবে। ময়নাতদন্তের টেবিলে উপস্থিত থাকতে পারবেন পরিবার মনোনীত ২ জন। ১০ নভেম্বরের মধ্যে দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাইকোর্টে জমা দিতে হবে রাজ্যকে। তার পরই হবে পরবর্তী শুনানি। ডিভিশন বেঞ্চেই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। এর পর এদিন সকালে অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করেন মদন ঘড়াইয়ের স্ত্রী। কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্রশাসনের তরফে ময়না তদন্ত করে ছেড়ে দেওয়া হয় মরদেহ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার শিক্ষা দপ্তরের সামনে এবিভিপি ছাত্র সংগঠন ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

মহামারীর মধ্যেও আর্থিক স্থিতিশীলতা দেখিয়েছে ভারত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি. স.): করোনা পরিস্থিতির মধ্যে ভারত সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মহামারীর মধ্যেও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে ভারত বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৃহস্পতিবার গ্লোবাল ইনভেস্টর রাউন্ড টেবিল সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, চলতি বছরে মহামারীর বিরুদ্ধে ভারত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছে। ভারতের জাতীয় চরিত্রের সাক্ষী থেকেছে গোটা বিশ্ব। ভারতের প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে অবগত হয়েছে সারা পৃথিবী। ভারতের দায়িত্ববোধ, জাতীয় সংহতি, উদ্ভাবনের উচ্ছ্বাস, সমবেদনা ও সহমর্মিতা বোধের সাক্ষী থেকেছে গোটা বিশ্ব। মহামারীর মধ্যেও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে ভারত। এই ঘুরে দাঁড়ানোর পেছনে প্রশাসনিক কাঠামোর শক্তি, নীতির স্থিতিশীলতা, জনগণের সমর্থন কাজ করেছে। প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী থাকার কারণে ৮০০ মিলিয়ন জনগণকে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়েছে। ৪২০ মিলিয়ন মানুষকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। ৮০ মিলিয়ন মানুষকে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

মাস্ক এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে করোনার বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে ভারত। নীতির স্থিতিশীলতা বজায় থাকার কারণে ভারত বিনিয়োগকারীদের জন্য আদর্শ স্থানে পরিণত হয়েছে। পূর্ব পরিকল্পিত ভাবনা-চিন্তা করে আত্মনির্ভর ভারতের দিকে এগিয়ে চলেছে ভারত। দেশীয় বণিকদের সক্ষমতা এবং শ্রমিক শ্রেণীর দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে রণকৌশল গড়ে তুলে আত্মনির্ভরতা দিকে এগিয়ে চলেছে দেশ। আগামী দিনে ভারত উৎপাদন শিল্পের পাওয়ার হাউসে পরিণত হবে।

কালিয়াগঞ্জে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ বিজেপির

কালিয়াগঞ্জ, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে রায়গঞ্জ বালুরঘাট রাজ্য সড়ক অবরোধ করে। কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

জানা গেছে, কালিয়াগঞ্জ থানার ধনকৈল গ্রাম পঞ্চায়েতের নসিরহাটের মহাজনপাড়ার বাসিন্দা উজ্জ্বল সরকার বুধবার রাতে বাড়িতে বসে মদ্যপান করে বলে অভিযোগ। তারপরই উজ্জ্বলের স্ত্রী জয়ন্তী দাস সরকারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃত জয়ন্তীদেবীর এক বছরে সন্তান রয়েছে। জয়ন্তীর বাপের বাড়ির লোকদের কাছে এই খবর পৌঁছতেই তাঁরা দলবল নিয়ে উজ্জ্বলের বাড়িতে পৌঁছন। জয়ন্তীর আত্মীয়দের অভিযোগ, উজ্জ্বল তার বন্ধুদের সঙ্গে বাড়িতে বসে মদ্যপান করত। নেশায় বেহুঁশ হয়ে পড়ার পর তার স্ত্রী জয়ন্তীকে ধর্ষণ করত। সে দিনও সে ও তার বন্ধুরা মিলে একই কাজ করে। লজ্জায় জয়ন্তী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে বলে অভিযোগ। এই অভিযোগের ভিত্তিতে জয়ন্তীর পরিবারের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উজ্জ্বল এবং তার মা হিমা সরকারকে ব্যাপক মারধোর করে। বাড়িঘর ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়। কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহত দু'জনকেও চিকিৎসার জন্য রায়গঞ্জ গভঃ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে এদিন বিজেপির পক্ষ থেকে কালিয়াগঞ্জ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে। কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। মৃতার স্বামী জানিয়েছে, স্ত্রী'র অস্বাভাবিক মদ্যপান করার প্রতিবাদ করাতেই সে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

জিএমসিএইচে চিকিৎসাধীন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিলেন সনোয়াল

গুয়াহাটি, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (জিএমসিএইচ)-এ চিকিৎসাধীন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তরুণ গগৈয়ের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষীকেশ গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে জিএমসিএইচে যান সর্বানন্দ। সেখানে অসুস্থ তরুণ গগৈয়ের চিকিৎসায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলে তাঁর আশু আরোগ্য কামনা করেছেন।

হাসপাতালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল বলেন, 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ আমার কাছে পিতৃতুল্য। এক পুত্র হিসেবে আজ হাসপাতালে এসে তাঁর স্বাস্থ্যের খবর নিয়েছি। সিনিয়র চিকিৎসকরা তাঁকে নিরীক্ষণে রেখেছেন। তিনি ক্রমশ সুস্থ হচ্ছেন বলে ডাক্তাররা বলেছেন।' তিনি আরও জানান, গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তারদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

শিলচরে যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ১৫০ তম জন্মদিবস উদযাপিত

শিলচর (অসম), ৫ নভেম্বর (হি.স.) : ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ১৫০ তম জন্মদিবস বৃহস্পতিবার শিলচরে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে আজ সকাল সাড়ে আটটায় শিলচরের নেতাজি সুভাষ অ্যাভিনিউ ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের সংযোগস্থলে স্থাপিত দেশবন্ধুর প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শিলচর পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা কাছাড়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত সাত্তায়ন, সাংসদ রাজদীপ রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি রক্ষা কমিটি শিলচরের সাধারণ সম্পাদক সাধন পুরকায়স্থ, নীহার পুরকায়স্থ, বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দেব, নবদ্বীপ দাস, মৃদুল সাহা, কামিল আহমদ, আজমল হুসেন চৌধুরী, দেবরাজ পাল, সাগর গুপ্ত, গৌতম গুপ্ত, শতদল আচার্য, ছাত্র সংগঠন আকসা-র উপদেষ্টা রুপম, লায়ন্স ক্লাব শিলচর রয়্যালের শংকর চক্রবর্তী, লায়ন্স ক্লাব শিলচর সিটি-র তুহিনা শর্মা, সঞ্চিতা আচার্য প্রমুখ নন্দীপুরকায়স্থ সহ বিশিষ্টজনেরা।

এদিনের অনুষ্ঠানস্থলে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত সাত্তায়ন, সাধন পুরকায়স্থ, শ্যামলকান্তি দেব, বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায় প্রমুখ। সাধনবাবু জানান, দেশবন্ধু ১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯২৫ সালের ১৬ জুন পরলোক গমন করেন তিনি। দেশবন্ধু সুষ্ঠু ও শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে জীবনে বিভিন্ন সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে ত্যাগের নজির সৃষ্টি করেছেন। এই মহান নেতার ত্যাগ অনুসরণ করে দেশের সার্বিক বিকাশে আত্মনিয়োগ করার জন্য নবপ্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বক্তারা।

অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে উদ্ধব-সোনিয়ার কুশপুতুল দাহ করিমগঞ্জ বিজেওয়াইএম-এর

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ নভেম্বর (হি.স.) : গোটা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে সংগতি রেখে রিপাবলিক টিভি-র প্রধান সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ঝড় উঠেছে করিমগঞ্জ জেলায়ও। এ ঘটনাকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের ওপর চরম আঘাত এবং জরুরি অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বলে বিভিন্ন মহলের দাবি।

রিপাবলিক টিভি-র প্রধান সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার করিমগঞ্জ জেলা সমিতির উদ্যোগে এক প্রতিবাদী মিছিল বের করা হয়। দলের জেলা কার্যালয় থেকে প্রতিবাদী মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করেন যুব মোর্চার কর্মীরা। প্রত্যেকের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড। মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস-শিবসেনা জোট সরকার মুর্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে শহর কাঁপিয়ে তুলেন যুব মোর্চার কার্যকর্তারা। মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে ও কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর নামে মুর্দাবাদ ধ্বনি দিয়েছেন প্রতিবাদকারীরা। মিছিল শেষে শহরের শম্ভু সাগর পার্ক সংলগ্ন জাতীয় সড়কের ওপর মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে ও কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে যুব মোর্চা।

অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতারের ঘটনাকে গণতন্ত্রের লজ্জা বলে মন্তব্য করেছেন যুব মোর্চার জেলা সভাপতি অমিত পাল। তিনি বলেন, কংগ্রেস ও তার সঙ্গী শিবসেনা গণতন্ত্রকে লজ্জানত করেছে। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো কাজ করছে উদ্ধব ঠাকরের পুলিশ। এমন পরিস্থিতিতে মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানান অমিত পাল। আজকের প্রতিবাদী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পাপ্পু কুরি, প্রদেশ কমিটির সদস্য শুভ্রপ্রকাশ দেব, শহর মণ্ডল সভাপতি দিবাকর কাপালি, সরোজ চৌধুরী, দেবাংশু গুপ্ত, দেবব্রত দাস প্রমুখ।

গারোপাহাড় স্বশাসিত জেলা পরিষদে রাজ্যপালের শাসন, মেঘালয় বিধানসভায় সম্মতি

শিলং, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : গারোপাহাড় স্বশাসিত জেলা পরিষদে রাজ্যপালের শাসনে মেঘালয় বিধানসভা সম্মতি দিয়েছে। ছয় মাসের জন্য ওই পরিষদে রাজ্যপালের শাসন কায়েম হবে। করোনা অতিমারির দরুন এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

মেঘালয় বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনে আজ বৃহস্পতিবার জেলা পরিষদ বিষয়ক মন্ত্রী লহকমেন রিমবুই গারোপাহাড় স্বশাসিত জেলা পরিষদে রাজ্যপালের শাসনের প্রস্তাব আনেন। মূলত করোনা-প্রকোপের দরুন নির্বাচন সম্ভব হচ্ছে না। ফলে, মেয়াদ সমাপ্ত হয়ে যাওয়ায় আইন অনুযায়ী রাজ্যপালের হাতে পরিষদের প্রশাসনিক দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। গত ১৮ অক্টোবর পরিষদের মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে। সে মোতাবেক ১৯ অক্টোবর থেকেই রাজ্যপালের শাসন লাগু হয়ে গেছে। ছয় মাসের জন্য রাজ্যপাল গারোপাহাড় স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাবেন। তবে, প্রথা অনুযায়ী রাজ্যপাল প্রশাসক নিযুক্ত করেই যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যম পরিচালনা করবেন।

পশ্চিমবঙ্গে কমছে সংক্রমন বাড়ছে সুস্থতা

কলকাতা, ৫নভেম্বর (হি. স.): রাজ্য ক্রমশই নিম্নমুখী হচ্ছে করোনা সূচক। তবে পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত ব্যক্তির বৃদ্ধির হার চিন্তা বাড়াচ্ছে। রাজ্যে গত ২৪ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯৪৮ জন। এদিকে রাজ্যে ফের একবার রেকর্ড সংখ্যক মানুষ সুস্থ হয়েছেন বৃহস্পতিবার। গত ২৪ঘন্টায় করোনামুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪১৮৭জন। এদিন স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৮৯.০৫শতাংশ।

অন্যদিকে রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৪জনের। এদিকে ফের বেড়েছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৮.২৩শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। এদিন স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৫হাজার ৯৫৩জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩লাখ ৯৩হাজার ৫২৪জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৩লাখ ৫০হাজার ৪৪৯জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৭১২২জনের।

এদিকে, গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতা শহরে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৫৫জন। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫হাজার ৬৯০টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৭২৫জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৭৬হাজার ৩১৭জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে শহরে ১৫জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ২২৭৪জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৭০৯৯জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত

ছয়ের পাতায়

জেনে নিন এটাই আমার শেষ নির্বাচন : নীতীশ

কুমারপাটনা, ৫ নভেম্বর (হি. স.): নিজের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বড় ঘোষণা করলেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বৃহস্পতিবার পূর্ণিয়া জেলার ধমদাহায় নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নীতীশ জানিয়েছেন যে বিহারের চলতি বিধানসভা নির্বাচনই তার জীবনের শেষ নির্বাচন।

৭ নভেম্বর শনিবার, বিহারে তৃতীয় তথা শেষ দফার নির্বাচন। ভাগ্য নির্ধারণ হবে রাজ্যের ১২জন বিদায়ী মন্ত্রী, বিধানসভার অধ্যক্ষ সহ একাধিক ডাকসাইটের নেতাদের। এরই মাঝে মুখ্যমন্ত্রীর এমন ঘোষণার পরে রাজনৈতিক তরজার পারদ ঊর্ধমুখী হয়ে উঠেছে। রাজ্যের বিদায়ী ক্ষমতাসীন জোট এবং বিরোধী পক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর এই বড় ঘোষণার পৃথক মানে বের করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে নীতীশের নিজের দল জেডিইউ তরফ থেকে কোন বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

এদিনের জনসভায় নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, জঙ্গলরাজের আমলে বিহারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। হাসপাতালের চিকিৎসক ছিল না। এমনকি ওষুধ পাওয়া যেত না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে। মানুষের সমস্যার কথা বিবেচনা করেই কাজ করে চলেছে সরকার। গ্রামগুলিকে সড়কপথের সংযুক্ত করা হয়েছে। কন্যা সন্তানদের স্কুলে যাবার জন্য সাইকেল এবং পোশাক দেওয়া হয়েছে। প্রতিটা বাড়িতে পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ক্ষমতায় এসে তিনি নিজে যে বিহারবাসীর জন্য ক্রমাগত কাজ করে গিয়েছেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি নিজে। রাজ্যের প্রতিটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে গড়ে প্রতি মাসে ১০ হাজার মানুষের চিকিৎসা হয়। সেখানে চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মী পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। এমনকি ওষুধের সরবরাহ পর্যাপ্ত। নির্বাচনীয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আবেগঘন কণ্ঠে এদিন নীতীশ বলে ওঠেন, " জেনে নিন আজ নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিন। পরশুদিন ভোটগ্রহণ। আর এটা আমার শেষ নির্বাচন। শেষ ভাল যার সব ভালো তার।" এদিনের জনসভায় রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি তার সরকারের আমলে হয়েছে বলে দাবি করেছেন। পাশাপাশি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়েও আশ্বস্ত করেছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এই বিদায়ী সরকারের ৩১ জন মন্ত্রীদের মধ্যে ২৬ জন বিধানসভার সদস্য ছিলেন। তার মধ্যে ২৪ জন এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পাণ্ডে, তথ্যমন্ত্রী নীরজ কুমার, আবাসনমন্ত্রী অশোক চৌধুরী বিধান পরিষদের সদস্য। রাজ্যের শেষ দফার ভোট গ্রহণে ৭৮টি আসনের জন্য নির্বাচন হবে। এর বেশিরভাগ আসনেই উত্তর-পূর্ব বিহারের সীমাঞ্চলে অবস্থিত। যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বসবাস বেশি। তাই ভোট প্রচারে শেষ দিনে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে অভয় দিতে শোনা গেল নীতীশের কণ্ঠে। কারণ এই অঞ্চল থেকেই সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ সবথেকে বেশি একটা সময় দানা বেঁধেছিল। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে বিজেপির ভোট ব্যাংক যেরকম রাজ্যের উচ্চবর্ণের লোকেরা।

ঠিক তেমনি সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংক হচ্ছে আরজেডি এবং কংগ্রেসের। ফলে নিজেদের দিকে ভোট টানতে মরিয়া প্রচার করেছেন নীতীশ কুমার।

একটা সময় ছিল যখন বলা হত সিঙ্গারায় যতদিন আলু থাকবে। ততদিন বিহারে লালু প্রসাদ যাদব থাকবেন।

অর্থাৎ রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল হিসেবে আরজেডি নিজের শক্তি বরাবর দেখিয়ে এসেছে। সেইখান থেকে বিকাশ পুরুষ হিসেবে জঙ্গল রাজকে উপড়ে ফেলে ক্ষমতায় আসীন হন নীতীশ কুমার। দেশবাসীর কাছে বিহারের ভাবমূর্তি পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন নীতীশ।

বাজি বিক্রেতাদের লাইসেন্স দেবে না কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি.স.): এই বছর করোনা আবহে আর কোনও বাজি বিক্রেতাকে লাইসেন্স দেবে না কলকাতা পুরসভা। বৃহস্পতিবার সাফ জানিয়ে দিলেন কলকাতা পুরপ্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম। প্রসঙ্গত, এই বিষয়ে রাজ্য সরকারও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের তরফে এই বছরে বাজি বিক্রি ও ফাটানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। শুধু কালী পুজো নয় বরং জগদ্ধাত্রী পুজো এবং ছট পুজতেও বাজি ফাটানো যাবে না বলে জানিয়েছে আদালত। এরপরেই কলকাতা পুরসভার তরফেও লাইসেন্স দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'কলকাতা পুরসভা এবছর শহরে বাজি বিক্রির জন্য কোনো ব্যবসায়ীকে স্থায়ী বা অস্থায়ী লাইসেন্স দেবে না'।

অন্যদিকে, শহরে একের পর এক আবাসনের বাসিন্দারা করোনা সংক্রমিত হওয়ায় কলকাতা পুরপ্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম আবাসন ও সোসাইটির কর্মকর্তাদের করোনা নিয়ে আর বেশি করে সচেতনতা প্রচার করার পরামর্শ দিয়েছেন। কলকাতায় আজ এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে তিনি বলেন, আবাসনের লিফট ব্যবহারের আগে লিফট ভাল করে জীবাণুমুক্ত করে নেওয়া, একটি লিফটে দুজনের বেশি বাসিন্দা না ওঠা, গোটা আবাসন চত্বর নিয়মিত জীবাণুমুক্তকরার কাজ করতে পারলে ও এই বিষয়ে বাসিন্দাদের সচেতন করতে পারলে আবাসনগুলিতে সংক্রমণ এড়ান অনেকটাই সম্ভব হবে।

তিনি আরও বলেন, কলকোতা পুরসভা ইতিমধ্যেই মাইক্রো-প্ল্যানিং এর মাধ্যমে, কো-মর্বিডিটি সমীক্ষা করে ও লাগাতার প্রচার করে শহরের বস্তিগুলিতে করোনা সংক্রমণ কমাতে সফল হয়েছে।

এদিকে, শহরে দূষণ কমাতে সকালে ও বিকেলে ব্যস্ত সময়ে যাতে প্রয়োজন ছাড়া কেউ ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের না হন সেই বিষয়ে পুরসভা প্রচার করবে বলে ফিরহাদ হাকিম জানান।

করোনা থেকে ১৩০ কোটি দেশবাসীকে বাঁচিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী : জগতপ্রকাশ নাড্ডা

পাটনা, ৫ নভেম্বর (হি. স.): সময়মতো সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৩০ কোটি দেশবাসীকে করোনা র হাত থেকে রক্ষা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলে দাবি করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।বৃহস্পতিবার বিহারে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জগত প্রকাশ জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধীরে ধীরে ভোটের ফল প্রকাশিত হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতি সঠিকভাবে মোকাবিলা না করার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দায়ী করেছে জনগণ। কিন্তু সময়মতো সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৩০ কোটি দেশবাসীকে করোনার হাত থেকে রক্ষা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একদিকে কয়েকজন রয়েছেন যারা উন্নয়ন, শিক্ষার উন্নতিকারণ, কলেজ, সড়ক নির্মাণ, উন্নত আইন-শৃংখলার স্বপক্ষে রয়েছেন। অন্যদিকে যারা রয়েছেন তারা আইনকে ক্রমাগত লঙ্ঘন করে চলেছেন। উন্নয়নের ধারা তারা অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। তাই বিহারবাসীকে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ৭ নভেম্বর, শনিবার বিহারে তৃতীয় তথা শেষ দফার বিধানসভা নির্বাচন। পূর্ব ভারতের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যটিকে দখল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে কংগ্রেস-আরজেডি মহাজোট। অন্যদিকে বিজেপি - জেডিইউ নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোট ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া।

দিল্লির করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ হর্ষবর্ধনের

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন বৃহস্পতিবার দিল্লির উপরাজ্যপাল অনিল বৈজাল, দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। দিল্লির করোনা পরিস্থিতির সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের তুলনা টেনে হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন, গোটা দেশে যেখানে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৯২ শতাংশ সেখানে দিল্লিতে এই হার ৮৯ শতাংশ। মৃত্যুর হার যেখানে অবশিষ্ট ভারতে ১.৪৯ শতাংশ সেখানে দিল্লিতে ১.৭১ শতাংশ। দিল্লির উত্তর, মধ্য, উত্তর-পূর্ব, পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব জেলায় আক্রান্তের হার বেশি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বৈঠকে উপস্থিত উপরাজ্যপাল অনিল বৈজাল জানিয়েছেন, উৎসবের মরসুম এবং অন্তর রাজ্য পরিবহণ ব্যবস্থা চালু করলে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে পারে প্রশাসনকে সেই বিষয়ে আগাম অবগত করিয়েছিল বিশেষজ্ঞরা। জনমানসে তথ্যসমৃদ্ধ প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা করোনার বিরুদ্ধে গড়ে তোলা যাবে। সত্যেন্দ্র জৈন বৈঠকের জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যেসব হাসপাতাল রয়েছে যেমন দিল্লির এইমস, লোকনায়ক জয়প্রকাশ হাসপাতাল সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা হাসপাতালগুলিতে আইসিইউর শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের অধিকর্তা ডা: সুজিত সিং দিল্লির বিভিন্ন জেলায় করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে উপস্থিত সকলকে অবগত করান। আধা রাজ্য দিল্লির বিভিন্ন হাসপাতলে করোনার কারণে মৃত্যুর বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা দেন। উৎসব এবং শীতকালে সতর্ক থাকতে হবে। করোনা চিকিৎসার পরিকাঠামো আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে।

করোনা আবহে আতশবাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ হল দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি. স.): বায়ু দূষণের সঙ্গে বেড়ে চলা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা জেরে উদ্বিগ্ন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ফলে বৃহস্পতিবার টুইট করে দীপাবলির দিন আতশবাজি পোড়ানো ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন তিনি।

এদিন নিজের টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, মুখ্য সচিব, জেলাশাসক, স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের

ছয়ের পাতায়

সুভাষপল্লীতে বাইকে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি,৫ নভেম্বর (হি. স.) : শিলিগুড়ির সুভাষপল্লীতে হাতিমোড়ের কাছে একটি বাড়ির নীচতলায় বাইকে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকেলে।

জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে পুরনিগমের অন্তর্গত ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লী এলাকায় একটি বাড়ির নীচতলায় থেকে হঠাৎই ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয়রা।এরপরই ঘটনার খবর দেওয়া হয় দমকলে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন।দেখা যায় বাড়ির নীচতলায় থাকা একটি বাইকে আগুন লেগেছে।দমকল কর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।যদিও ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

করোনাকালে সন্তান পালন নিয়ে জোলির চিঠি নিখুঁত নয়, সন্তানেরা চায় আপনি অকপট হবেন

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি হলিউডের খ্যাতনামা অভিনেত্রী। একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসহ নানা পুরস্কার পেয়েছেন। আবার রুপালি পর্দার গণ্ডির বাইরে এসে নিজেকে তিনি মানবতার সেবায় যুক্ত করেছেন। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে তিনি রোহিঙ্গা শিশুদের প্রতি সমমর্মিতা জানাতে বাংলাদেশেও এসেছিলেন। নতুন করোনাভাইরাসের মহামারির এ সময়ে বিশ্বের লক্ষকোটি শিশু এখন ঘরবন্দী। তাদের এবং লক্ষকোটি মা-বাবার জন্য সময়টা কঠিন, দুর্বিষহ। এই কঠিন সময়ে বিশ্বের বাবা-মায়েদের কাছে জোলি একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠিটি ছাপা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাপ্তাহিক পত্রিকা টাইম ম্যাগাজিন-এ। নিজের মা হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা থেকে জোলি যা লিখেছেন, তা বাবা-মায়েদের নতুন দিশা দেখাতে পারে।

আমি আপনাদের কথা ভাবছি। আমি কল্পনা করতে পারি, দিনগুলো পার করার জন্য আপনারা প্রত্যেকে কী কঠিন চেষ্টা করছেন। আপনার ভালোবাসার ধনদের এ সময়টা পাড়ি দেওয়ার পথ দেখাতে আপনারা কতটা উদ্‌গ্রীব, তা আমি বুঝি।

আপনাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আমি বুঝি। বুঝি, কীভাবে আপনারা দিন পেরোনোর নানা পরিকল্পনা করছেন। ভেতরে-ভেতরে কখনো যখন আপনারা ভেঙে পড়তে নিচ্ছেন, তখনো তাদের জন্য কীভাবে আপনারা হাসিমুখে

থাকছেন, তা আমি বুঝি। আমি যৌবনে খুব ধীরস্থির ছিলাম না। আসলে আমি কখনো ভাবিনি যে কারও মা হব। যখন মা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম, সেই সময়ের কথা আমার মনে আছে। ভালোবাসাটা কঠিন কিছু ছিল না। কারও প্রতি এবং নিজের জীবনের চেয়ে বড় কোনো কিছুর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাটা কঠিন কিছু ছিল না।

কঠিন যেটা ছিল, সেটা হচ্ছে এটা জানা যে সবকিছু যেন ঠিকঠাক থাকে, তা এখন থেকে আমাকেই নিশ্চিত করতে হবে। সবকিছু সামাল দিতে হবে এবং সচল ও কার্যকর রাখতে হবে। খাওয়াদাওয়া, স্কুল আর চিকিৎসা থেকে শুরু করে যা কিছু সামনে আসবে, সবকিছু। আর আমার ধৈর্য অটুট রাখতে হবে।

আমি বুঝলাম, আমি নিরন্তর দিবাস্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়েছি, বরং যখন যা কিছু করছি বা ভাবছি, নিমেষে তা ছেড়ে উঠে কোনো একটা চাহিদা মেটানোর জন্য আমি সর্বক্ষণ তৈরি থাকছি। এই নতুন গুণটি আমাকে আয়ত্ত করতে হয়েছে।তাই এখন বিশ্বজোড়া এই মহামারির মধ্যে আমি ঘরবন্দী সন্তানদের সব মা ও বাবার কথা ভাবছি। সেই বাবা—মায়েরা, যাঁরা সবাই সবকিছু ঠিকমতো করতে পারবেন বলে আশা করছেন। আশা করছেন, তাঁরা সব প্রয়োজন মেটাতে পারবেন এবং শান্ত ও আশাজাগানিয়া হয়ে থাকতে পারবেন। ইতিবাচক থাকতে পারবেন। এমনটা যে অসম্ভব, সেই বোধ আমাকে সাহায্য করেছে।এটা বড় চমৎকার একটা অনুধাবন যে সন্তানেরা আপনাদের নিখুঁত দেখতে চায় না। তারা শুধু চায়, আপনারা অকপট হবেন, সত্য আচরণ করবেন। আর আপনাদের যথাসাধ্য ভালোটুকু করবেন। আসলে আপনাদের দুর্বল জায়গাগুলোতে নিজেদের সবল করে তোলার যত বেশি সুযোগ তারা পায়, ততই তারা শক্তপোক্ত হয়ে গড়ে ওঠে।তারা আপনাদের ভালোবাসে। তারা আপনার সহায় হতে চায়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বিষয়টা একযোগে একটা দল গড়ার। এক দিক থেকে দেখলে তারাও কিন্তু আপনাদের বড় করে তুলছে। আপনারা একসঙ্গে বেড়ে উঠছেন।

হিমালয়ে গিয়েও শুনেছিলেন তুমি টাইটানিকের রোজ

অস্কার, এমি ও গ্র্যামিজয়ী হলিউড তারকা কেট উইন্সলেট ১৯৯৭ সালে তাঁর অভিনীত টাইটানিক ছবির অবিশ্বাস্য সফলতায় খুশি হয়েছিলেন, হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সবখানে টাইটানিক ছেয়ে যাওয়ায় তাঁর নাকি অপ্রস্তুত অস্বস্তিও হয়েছিল। এক ছবিতেই শোরগোল ফেলে দেওয়া তুমুল জনপ্রিয়তার ধাক্কা সামাল দিতে সময় লেগেছিল কেটের। ক্যানডিস ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৪৪ বছর বয়সী কেট সম্প্রতি ২১ বছরের পুরোনো এক অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এভাবে: টাইটানিক-এ ছেয়ে গেল পুরো বিশ্ব। এর বছর দুয়েক পর আমি জলোচ্ছ্বাসের মতো আসা তারকাখ্যাতি থেকে ছুটি নিয়ে ছুটলাম ভারতে। হিমালয়ে হাঁটছিলাম। আমার পেছনে একটা লোক লাঠি নিয়ে এলেন। তাঁর বয়স ৮৫। এক চোখ অন্ধ। আমাকে দেখে বললেন, এই, তুমি টাইটানিক-এর সেই রোজ না? আমার চোখে পানি চলে এল। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরলাম। বললাম, হ্যাঁ, আমিই সেই।"

কেট জানান, তিনি সব সময়ই বড় পর্দার অভিনেত্রী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই তুমুল তারকাখ্যাতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎই বিশ্বের সবাই তাঁকে নিয়ে আলাপ করা শুরু করল, অনেক কিছু লেখা শুরু হলো, যার বেশির ভাগই অসত্য।

ভাগাভাগিতেই জীবনের আসল সুখ

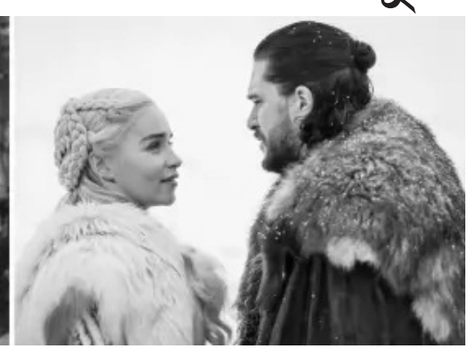

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও।" এ কথাটা মনে হয় পৌঁছে গিয়েছিল মার্কিন তরুণ খ্রিস্টোফারের কানে। ধনী পরিবারের মেধাবী ছেলেটা পড়াশোনা শেষ করে একদিন বাড়ি থেকে বের হয়ে যান, সুখের সন্ধানে। কাউকে কিচ্ছুটি বলেন না, সঙ্গে একটা ডলারও নেন না, বরং যা জমা করেছিলেন, তা দাতব্য সংস্থাকে দিয়ে যান।বাড়ি থেকে বহুদূরের পরিত্যক্ত এক বাসে ঠাঁই নেন খ্রিস্টোফার। যাত্রাপথের বিভিন্ন মানুষ আর অভিজ্ঞতা তাঁকে শেখায়, জীবনে সুখের জন্য টাকা নয়, ভালোবাসাটাই মূল। ধনী পরিবারে বেড়ে উঠলেও ভালোবাসার বড় আকাল ছিল সেখানে। ছিল শুধু অশ্রদ্ধা, অসম্মান আর সংঘাত। সুখের সন্ধান পেয়ে যার পরনাই খুশি তিনি। মনস্থির করেন বাড়ি ফিরে যাওয়ার। সবার সঙ্গে ভালোবাসা ভাগাভাগি করে নেওয়ার।

কিন্তু ভাগ্য সহায় হয় না। আসার সময় যে নদী বরফে শক্ত হয়ে ছিল, তা খরস্রোতা পানিতে ভরে যায়। আটকা পড়ে যান খ্রিস্টোফার। খেয়ে ফেলেন এক বিষাক্ত ফল। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তিনি লিখে যান, 'সবকিছু ভাগাভাগি করে নেওয়াতেই জীবনের আসল সুখ।' খ্রিস্টোফারের একেবারে বিপরীত আর্থসামাজিক অবস্থায় বাস কিশোর উইলিয়ামের। আফ্রিকার দরিদ্র দেশ মালাবির প্রত্যন্ত এক গ্রামে থাকে সে। তার পরিবারে টাকা নেই, তবে ভালোবাসা আছে। দারিদ্র্যের কঠিন দিনগুলো একসঙ্গে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা আছে। বন্যা আর খরায় ফসল হয় না। খেয়েপরে বেঁচে থাকাটা যখন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তখন বেতন দিতে না পেরে পড়াশোনাটাই বন্ধ হয়ে যায় উইলিয়ামের। কিন্তু এই কিশোর চায়, পরিবারকে কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দিতে। অভাবে পড়া মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে পটিয়ে লাইব্রেরিতে বসে বই ঘেঁটে ঘেঁটে বের করে ফেলে উইন্ডমিল বানানোর কৌশল।

উইন্ডমিলের ছোট্ট একটা নমুনা বানায় উইলিয়াম। বাবাকে দেখিয়ে বলে, 'তোমার জন্য আমি পানি এনে দিতে পারব! অভাব-দারিদ্র্যে দিশেহারা বাবা ছেলের কথা কানে তোলেন না। এরপর ছেলে যখন সত্যিকারের উইন্ডমিল বানানোর জন্য বাবার সাইকেলটা চেয়ে বসে, বাবা রেগে আগুন হয়ে যান। মা পাশে দাঁড়ান। স্থানীয় সব উপকরণ দিয়ে উইলিয়াম সত্যিকারের উইন্ডমিল বানিয়ে ফেলে। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পায় পানি। যে পানিতে ধূসর মাটি হয়ে যায় চাষযোগ্য। সবুজে ভরে ওঠে চার পাশের ফসলের জমি। কিশোরের এই প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়ে মালাবির গ্রাম থেকে গ্রামে। এমনকি আশপাশের দেশেও।ভারতের দরিদ্র ও রক্ষণশীল সমাজে বড় হওয়া যুবক লক্ষ্মী চৌহানের কাছে সুখ একটু অন্য রকম। স্ত্রীকে তিনি বড্ড ভালোবাসেন। স্ত্রীকে নিয়ে সুখে থাকতে চান। কিন্তু মাসের কয়টা দিন মাসিক নিয়ে স্ত্রীকে অনেক কষ্ট সইতে হয়। এই সময়টায় সুখ না হোক, একটু স্বস্তি দিতে কাঠখড় পুড়িয়ে প্যাড বানান তিনি। অল্প দামের, যেন সব নারীই ব্যবহার করতে পারেন। কুসংস্কার আর অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতি পেছনে ফেলে তাঁরা সুরক্ষিত থাকতে পারেন।পুরুষ হয়ে নারীর সুখ-স্বস্তি, তা—ও আবার মাসিক বা প্যাডের মতো অনুচ্চারিত বিষয় নিয়ে কাজ করায় লক্ষ্মী চৌহানকে লোকের কটু কথা শুনতে হয়। হাসিঠাট্টা চলে হরহামেশা। কিন্তু কিছুই দমাতে পারে না তাঁকে। মানুষের উপকারে আসা আবিষ্কার হিসেবে স্বীকৃতি মেলে তাঁর। পেয়ে যান রাষ্ট্রীয় সম্মাননাও।লক্ষ্মী চাইলেই তাঁর মেশিন ও কৌশলটা বড় কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে বেচে দিতে পারতেন। বিনিময়ে অনেক টাকা পেতেন। আরাম-আয়েশে দিন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা করেননি। তিনি চান, গ্রামে গ্রামে দরিদ্র নারীরা এই প্রযুক্তি দিয়ে নিজেরাই প্যাড বানিয়ে বিক্রি করুক। এতে নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বীও হলো, আবার স্বাস্থ্যের দিক থেকেও সুরক্ষিত থাকল। এই ভাগাভাগিতেই তাঁর সুখ।

ইনটু দ্য ওয়াইল্ড-এর খ্রিস্টোফার, দ্য বয় হু হার্নেসড দ্য উইন্ড-এর উইলিয়াম আর প্যাডম্যান-এর লক্ষ্মী সত্যিকারের ঘটনা নিয়ে বানানো তিনটি সিনেমার চরিত্র। তারা অনায়াসে মানুষের চিরাচরিত সুখের সংজ্ঞাটা বদলে দিতে পারে। এমন দুর্যোগের দিনে তো সেই সম্ভাবনা আরও প্রবল।

ডাক্তার কেন মুখ লুকাবে?

সেদিন সকালে একজন পরিচিত ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হচ্ছিল, যিনি এই করোনাকালে সামনের সারি থেকে রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। কথা শুনে বোঝাই যাচ্ছিল তিনি খুবই আপসেট হয়ে আছেন। অনেকক্ষণ আলাপের পর তিনি এর কারণ জানালেন। তাঁর করোনা টেস্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁর পরিবারের বাইরে প্রতিবেশী কাউকে জানাননি তাঁর আক্রান্ত হওয়ার কথা। তিনি একা একটি ঘরে আইসোলেশনে আছেন। ঘরের বাতি নিভিয়ে রাখেন, ফিসফিস করে ফোনে কথা বলেন যেন তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটি টের না পায় যে তাঁদের বাবা বাসায় আছে। টের পেলে তাঁদের কাছে আসা থেকে আটকে রাখা অনেক কষ্টের হবে।

আলাপের শেষে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন কাউকে এই সংবাদটি না জানাই। না জানানোর কারণটিও বললেন আমাকে। সামাজিকভাবে হেনস্তা হওয়ার ভয়। পত্রিকার খবর বলছে, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একজন ডাক্তার তাঁর পরিবারের ১৭ জন সদস্যসহ করোনা পজিটিভ হওয়ায় এলাকার লোকজন বাড়িতে ঢিল ছুড়েছে এবং বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

আমি ভাবতে বসেছি, করোনায় আক্রান্ত ডাক্তার কেন মুখ লুকাবেন!

১. বারবার ঘরে থাকতে বলার পরেও যিনি অকারণে বাইরে গিয়েছেন, মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য ছুটে গিয়েছেন, জানাজায় শামিল হয়েছেন, বাজারের ভিড়-জনসমাগমে গিয়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং সর্বোপরি রোগের উপসর্গ লুকিয়ে, তথ্য গোপন করে ডাক্তারকে ঝুঁকিতে ফেলেছেন, তাঁর উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

২. নিজেরা সুরক্ষিত স্থানে বসে থেকে সরকারি যে কর্তৃপক্ষ, যে প্রতিষ্ঠান মানহীন মাস্ক সরবরাহ করেছে; ফটোসেশন করার জন্য, সংবাদমাধ্যমে কাভারেজ পাওয়ার জন্য যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রেইনকোট কোয়ালিটির পিপিই সরবরাহ করে ডাক্তারদের মিথ্যা নিরাপত্তা দিয়ে করোনার মুখে ঠেলে দিয়েছেন, তাঁদের উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

৩. যেসব কি-বোর্ড যোদ্ধা 'পিপিই'—এর দরকার কী?' 'পিপিই আর কিছু না, ডাক্তারদের কাজ না করার বাহানা' বলে বলে ডাক্তারদের ওপর সামাজিক চাপ তৈরি করেছেন সুরক্ষা ছাড়াই সেবা দিয়ে যেতে এবং আক্রান্ত হতে, তাঁদেরই তো উচিত লজ্জিত হওয়া।

৪. চিকিৎসকেরা যখন পিপিইর অভাবে চরম ঝুঁকি নিয়ে রোগী দেখছেন, তখন যাঁরা ক্ষমতার জোরে পিপিইগুলো অপ্রয়োজনীয়ভাবে পরে ফটোসেশন করেছেন, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৫. দায়িত্বপূর্ণ চেয়ারে বসে থাকে যাঁরা আশ্বস্ত করার নামে বারবার 'প্রস্তুত আছি' রেকর্ড বাজিয়ে গেছেন, গ্যারান্টি দিয়ে বলেছেন করোনা কখনো বাংলাদেশে আসবে না, বেশি তাপমাত্রায় করোনা বাঁচে না, যাঁদের দেওয়া ভুল তথ্য চিকিৎসা দেওয়া ডাক্তারদের সতর্ক হওয়া থেকে বিরত রেখেছে, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৬. যে হাসপাতাল প্রশাসন কোভিড রোগীকে আলাদা করার জন্য হাসপাতালে ট্রিয়াজ তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মাধ্যমে কর্মরত অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর পাশাপাশি ডাক্তারকে অপ্রস্তুত অবস্থায় রোগীদের সামনে ফেলেছেন, সেই হাসপাতাল প্রশাসনের উচিত লজ্জিত হওয়া।

৭. করোনা ঠেকাতে 'টেস্ট টেস্ট টেস্ট'—এর যেখানে বিকল্প নেই, সেখানে টেস্ট করার সুযোগ সারা দেশে ছড়িয়ে না দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আটকে রাখার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত যাঁরা নিয়েছিলেন, লজ্জিত হওয়ার কথা তাঁদের।

৮. রোগ ছড়ানো বন্ধ করতে সঠিক সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, বিদেশ থেকে আসা ফ্লাইট, যানবাহন চলাচল ইত্যাদি বন্ধ করার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে যাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন, মুখ লুকানোর কথা তাঁদের।

৯. বিশ্বের কোনো দেশেরই যে রোগ থেকে চিকিৎসার মাধ্যমে লোকজনকে সারিয়ে তোলার সামর্থ্য নেই, সেই কোভিড—১৯—কে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ঠেকানোর চেষ্টা না করে যেসব নীতিনির্ধারক সমস্ত চাপ সামর্থ্যহীন হাসপাতালের দিকে ঠেলেছেন, ডাক্তারদের শুধু অসহায়ই করে তুলেছেন, তাঁদের উচিত এই সময়ে মুখ লুকানো।

১০. ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা যেসব যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ 'কোয়ারেন্টিন', 'আইসোলেশন', 'সামাজিক দূরত্ব'—এর মতো দুর্বোধ্য শব্দমালা ব্যবহার করে কোভিড বিষয়ে সাধারণ মানুষকে আরও অপ্রস্তুত, সিদ্ধান্তহীন করেছেন, পরোক্ষভাবে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন এবং প্রকারান্তরে হাসপাতালে চিকিৎসককে চাপে ফেলেছেন, মুখ লুকানোর দলে তো তাঁদের থাকা উচিত।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, যাঁদের কথা বললাম, তাঁরা কেউই মুখ লুকিয়ে নেই। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে চিকিৎসকদের ভুল ধরে বেড়াচ্ছেন, সেজেগুজে নিয়মিত টেলিভিশনে মুখ দেখাচ্ছেন, পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছেন। লজ্জার লেশমাত্র নেই তাঁদের কারও চেহারায়।

কোভিড—১৯—এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবায় সামনের সারিতে থাকা চিকিৎসক, আপনি তো হাসপাতালগুলোয় সীমাহীন লুটপাটের অংশীদার নন। হাসপাতালের অব্যবস্থাপনার দায় কোনোভাবেই আপনার ঘাড়ে পড়ে না। কোভিড—১৯ রোগীর সেবা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হলে আপনি কেন মুখ লুকাবেন?

নেটফ্লিক্সের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় হিট 'এক্সট্র্যাকশন'

নেটফ্লিক্সের ইতিহাসে এর আগে এক সপ্তাহে কোনো ছবি এতবার দেখা হয়নি! 'ডেইলি মেইলের' প্রতিবেদন অনুসারে, সাত দিনে 'এক্সট্র্যাকশন' পৌঁছে গেছে ৯ কোটি পরিবারের কাছে। আর নেটফ্লিক্সের কোনো চলচ্চিত্রের জন্য এক সপ্তাহে এখন পর্যন্ত এটিই সবচেয়ে বড় সংখ্যা।

ধারণা করা হচ্ছে, সময়ের সঙ্গে এই ছবি আরও বড় ব্লকবাস্টার হিট করবে।এই ছবির প্রধান অভিনেতা 'থর'খ্যাত ক্রিস হেমসওর্থ ইনস্টাগ্রামে ভক্তদের, প্রযোজক রুশো ভাইদের ও পরিচালক স্যাম হারগেভকে একের পর এক ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্ট করছেন, ভিডিও দিচ্ছেন।

৩৬ বছর বয়সী এই 'টেইলর রেক' ইনস্টাগ্রামে লেখেন, 'কী দারুণ ব্যাপার। "এক্সট্র্যাকশন" নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে বড় ব্লকবাস্টার প্রিমিয়ার। এই ৯ কোটি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। ছবিটি থেকে যে সাড়া

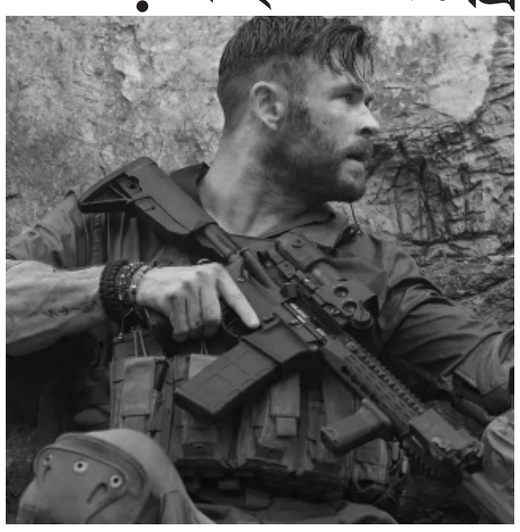

পেলাম, তাতে আমি ধন্য। আপনি যদি এখনো ছবিটি দেখে না থাকেন, তবে এখনই দেখুন।'

এরপর একটি ভিডিওবার্তায় বলেছেন, 'অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস গড়ে "এক্সট্র্যাকশন" এখন নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে বড় হিট ছবি। আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই।

সবাইকে ধন্যবাদ। আমি আপনাদের ভালোবাসি।' অন্যদিকে এই সিনেমার আরেক ভারতীয় অভিনেতা ক্রিস হেমসওর্থের পোস্ট শেয়ার করে ছোট করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। 'এক্সট্র্যাকশন' মুক্তির আগেই নানা কারণে আলোচনায় ছিল। ২৪ এপ্রিল নেটফ্লিক্সে মুক্তির পর তুমুল আলোচনা ও সমালোচনার জন্ম দেয়, ক্রিসের ভাষায়, 'ওয়ার্লটক'। ভুল উচ্চারণের বাংলা ভাষা, ঢাকা ও বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ভুলভাবে উপস্থাপন, কোনো বাংলাদেশি অভিনয়শিল্পী না থাকা, ঢাকার ব্যাকড্রপে বানানো হলেও ঢাকায় শুটিং প্রায় হয়নি বললেই চলে, আজগুবি গল্পএসব নানা কারণে বাংলাদেশি দর্শক কর্তৃক ব্যাপক সমালোচিত হয় 'এক্সট্র্যাকশন'। অন্যদিকে, নেটফ্লিক্সে এই মুহূর্তে যে সিরিজটি সবচেয়ে বেশি স্ট্রিমিং হচ্ছে তার নাম 'নেভার হ্যাভ আই এভার'।

এই সিরিজের মূল চরিত্র একজন ভারতীয়-মার্কিন কিশোরী।

মা হবেন জিজি, বাবা জায়ান

মার্কিন সুপার মডেল জিজি হাদিদ মা হতে চলেছেন। কদিন ধরেই কানাঘুষা চলছিল। সম্প্রতি জিমি ফ্যালনের 'দ্য টুনাইট শো'তে নিজের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর নিশ্চিত করেন তিনি। দ্য হলিউড রিপোর্টারও নিশ্চিত করেছে এই খবর। ২৫ বছর বয়সী জিজির সন্তানের বাবা হতে চলেছেন প্রেমিক ২৭ বছর বয়সী ব্রিটিশ সংগীতশিল্পী জায়ান মালিক। পাঁচ বছর ধরে প্রেম করছেন এই জুটি। শুরুতে লুকোচুরি খেললেও জিজির ওয়ালপেপারে জায়ানের ছবি ভাইরাল হয়। পরে অবশ্য উভয়েই স্বীকার করেন এই মন দেওয়া—নেওয়ার কথা। হাদিদ ফ্যালনকে বলেন, 'আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের ভালোবাসার রংধনু

উঠতে যাচ্ছে। সবার ভালোবাসা আর সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। সবকিছু ছাপিয়ে এখন আমি কেবল এই মুহূর্তটা উপভোগ করতে চাই। ঘরে থাকার জন্য এটা চমৎকার সময়।'

২০১৫ সাল থেকে প্রেম করেন হাদিদ আর ওয়ান ডিরেকশন ব্যান্ডের সদস্য জায়ান।

যদিও ২০১৮ সালে ঘোষণা দিয়ে তাঁরা আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তবে গত বছর ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে জানান, সেসব মিটমাট করে আবার প্রেম করছেন তাঁরা। কিছুদিন আগেই এপ্রিলের ২৩ তারিখে ২৫তম জন্মদিনে জিজি হাদিদ প্রেমিক জায়ান ও ছোট বোন বেলা হাদিদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। সেই বুমেরাং ভিডিও-ও পোস্ট করেছেন টু আর ফাইভ আকৃতির বেলুন হাতে নিয়ে।

এর আগে ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে কক্সবাজারের জামতলি রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘুরে যান জিজি হাদিদ। ইউনিসেফের আমন্ত্রণে তিনি এই সফর করেন। কক্সবাজার থেকে জামতলি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যাওয়ার পথে তিনি বেশ কিছু ছবি তুলে ইনস্টাগ্রামে পোস্টও করেন।

২০১৫ সালে ২১ বছর বয়সী জিজির জীবনে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে দু-দুবার। প্রথমে মার্কিন গায়ক ও অভিনেতা জো জোনাসের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়। এরপর জিজির সম্পর্ক হয় অস্ট্রেলীয় সংগীতশিল্পী কডি সিম্পসনের সঙ্গে। কিন্তু সে সম্পর্কটিরও ইতি ঘটে সেই বছরেই। একই বছরে নতুন করে সম্পর্কে জড়ান জায়ান মালিকের সঙ্গে। ৫ ফুট সাড়ে ১০ ইঞ্চি উচ্চতার জিজি হাদিদ আড়াই বছর বয়স থেকেই শুরু করেন মডেলিং

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ডিএলএড ছাত্র সংগঠন ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

৮ নভেম্বর বিদ্যাভারতী পূর্বোত্তর ক্ষেত্রের বার্ষিক সাধারণ সভা

গুয়াহাটি, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : আগামী ৮ নভেম্বর রবিবার বিদ্যা ভারতী পূর্বোত্তর ক্ষেত্রের ২০২০ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করার প্রস্তুতি নিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক সভা আরও আগে অনুষ্ঠিত করার কথা ছিল। কিন্তু অতিমারি কোভিড-১৯ সৃষ্ট পরিস্থিতির দরুন প্রতিষ্ঠান পূর্বোত্তর ক্ষেত্রের বার্ষিক অধিবেশন পিছিয়ে দিয়েছিল।

চন্দ্রপুরের হাজংবড়ির বিদ্যা ভারতী বহুমুখী প্রকল্পের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠেয় সভায় বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিদ্যা ভারতী অখিল ভারতীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক গোবিন্দচন্দ্র মহন্ত। শিশু শিক্ষা সমিতির বার্ষিক এই অধিবেশন সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে প্রাণজিৎ পূজারি ৯৪৩৫১ ৮৯৩৪০, ভূষণ গোস্বামী ৮১৩৩৯ ৮৬৪০৬ অথবা গুণীন দাসের ৮৯৭৪৫ ৩৬৮৪১ নম্বরের মুঠোফোনে যোগাযোগ করতে সমিতির তরফ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

শিশু শিক্ষা সমিতি অসমের অনুষ্ঠেয় বার্ষিক সভায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের অসম, মেঘালয়, মণিপুর ইত্যাদি বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানে সকলেই নিজের নিজের প্রস্তাব তুলে ধরবেন বলে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সারা দেশে নিজের নিজের মাতৃভাষার মাধ্যমে মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাশাপাশি অসমেও বিদ্যা ভারতীর শিশু শিক্ষা সমিতি ছাত্রছাত্রীদের বৌদ্ধিক, মানসিক, শারীরিক বিকাশের দিক থেকে নবজাগরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সমিতি এখন পর্যন্ত ৫৫৬-এরও বেশি নিকেতনে মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক মানসিক বিকাশের অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

বিহারবাসীকে খোলা চিঠি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের বৃহস্পতিবার ছিল শেষ দিন। ৭ নভেম্বর শনিবার রাজ্যের শেষ দফার ভোটগ্রহণ। তার আগে বিহারবাসীর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উন্নয়নের ধারা অপ্রতিরোধ্য গতিতে বজায় রাখতে নীতীশ কুমারের ক্ষমতায় ফিরে আসাটা জরুরি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

খোলা চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, বিহারে যা উন্নয়ন হয়েছে এখন পর্যন্ত তাতে আমি সন্তুষ্ট। অপ্রতিরোধ্য উন্নয়নমুখী নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নীতীশ কুমার সরকারের ক্ষমতায় থাকার নিশ্চয়তা একান্ত জরুরী। এটা আমাদের সকলের কাছে গর্বের বিষয় বিহার নির্বাচনের মূল লক্ষ্যটা ছিল উন্নয়ন। বিগত সময়ে রাজ্যে এনডিএ সরকার যে উন্নয়নমুখী কাজ করেছে তার রিপোর্ট কার্ড পেশ করা হয়েছে। এমনকি সরকারের দূরদর্শী ভাবনাও জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বিহারের প্রকৃত উন্নয়ন যে এনডিএ সরকার করতে পারে সে বিষয়ে আস্থাশীল রাজ্যের জনগণ। ২০০৫ সালের পর থেকে বিহারে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে। উন্নয়নের ধারা শুরু হয়েছে। ভালো পরিকাঠামো, আইনের শাসন, সামাজিক ও আর্থিক সমৃদ্ধি বিহারে কেবলমাত্র এনডিএ সরকারই দিতে পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে,এর আগে বুধবার নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছিলেন বিহারের তরুণ তরুণীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং নতুন পরিসর তৈরির করার ক্ষেত্রে এনডিএ সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রসঙ্গত, শেষ দফার ভোটগ্রহণে ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৭৮ জন প্রার্থীর। এর মধ্যে ১২ জন মন্ত্রীও রয়েছে। রয়েছেন রাজ্যের বিদায়ী বিধানসভার অধ্যক্ষ। বিহার নির্বাচনে বেকারত্ব এবং কর্মসংস্থান নির্ণায়ক যে হতে চলেছে তা ভালোভাবেই টের পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

ভারতীয় নাগরিকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার প্রশ্নই ওঠে না : ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি. স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে আশ্বাসবাণী শোনা গেল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধানের গলায়। বৃহস্পতিবার তিনি জানিয়েছেন কোন ভারতীয় নাগরিককে দেশের বাইরে করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু গোটা বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে বেশিরভাগ রাষ্ট্র নিজেদের নাগরিক এবং বিদেশী নাগরিকদের পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে চলেছে। ভারতে বিদেশী নাগরিকদের পরিচয় জানার প্রক্রিয়া শুরু গিয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে এদিন বিহারের কিষাণগঞ্জ এর নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একরাশ বাণী শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। এই জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি জানিয়েছিলেন যে কারা ভ্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে চলেছে? কারা বাজে কথা বলছে? কারো ক্ষমতা নেই দেশের বাইরে কাউকে ছুঁড়ে ফেলার। সবাই ভারতের। সকলে ভারতীয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এই অঞ্চলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসমাবেশ এবং প্রতিবাদ হয়েছিল।

বিশাখাপত্তনমে স্টিল প্লান্টে অগ্নিকাণ্ড, টারবাইন অয়েল লিকেজে বিপত্তি

বিশাখাপত্তনম, ৫ নভেম্বর (হি.স.): টারবাইন অয়েল লিকেজের কারণে মারাত্মক বিপত্তি, ভয়াবহ আগুন লাগল অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে স্টিল প্লান্টে। বৃহস্পতিবার ১.২-মেগাওয়াট ইলেকট্রিক মোটরে টারবাইন অয়েল লিকেজের কারণে স্টিল প্লান্টে আগুন ধরে যায়। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার ১.২-মেগাওয়াট ইলেকট্রিক মোটরে টারবাইন অয়েল লিকেজ হয়। ফলে স্টিল প্লান্টে আগুন ধরে যায়। আগুন মুহূর্তের মধ্যেই ভয়াবহ রূপ নেয়।

ডিজইনফেক্টেড টানেল নিষিদ্ধ করার আদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি. স.): করোনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে ডিজইনফেক্টেড টানেল ব্যবহার করা হচ্ছে তা বন্ধের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে নির্দেশ জারি করার জন্য কেন্দ্রকে বলেছে আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের কাছে সরকার স্বীকার করে নিয়েছে যে সাধারণ মানুষের ওপর রাসায়নিক তরল ফেলার ফলে জনগণের শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতি হচ্ছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার আদালতকে জানিয়েছিল করোনা মোকাবিলা করতে ডিজেইনফেক্টেড টানেলের ব্যবহার সঠিক নয়। কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা আদালতকে জানিয়েছিল, করোনা রোধে যে রাসায়নিক সাধারণ মানুষের শরীর লক্ষ্য করে ছোড়া হয় ডিজেইনফেক্টেড টানেলে তাতে করে শরীর এবং মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতি হয়। তখন সুপ্রিম কোর্ট বলে যদি এটি মানুষের ক্ষতি করে তাহলে এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন। তখন তুষার মেহেতা আদালতকে জানিয়েছিলেন এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হবে। ডিজেইনফেক্টেড টানেলে নিষিদ্ধ করার পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করেছিলেন গুরসিমরত সিং নারুলা নামে এক ছাত্র। পিটিশনের জানানো হয়েছিল যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহ একাধিক গণ স্বাস্থ্য সংস্থা এর পার্শ প্রতিক্রিয়া নিয়ে সর্তক থাকতে বলেছে। পিটিশনে আরও জানানো হয়েছিল করোনা কালে ডিজেইনফেক্টেডের অন্যান্য পদার্থের বিজ্ঞাপনের বন্যা বয়ে গিয়েছিল।

হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের বাড়ির দেওয়ালে পোস্টারের বিরুদ্ধে পিটিশন দায়ের সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি. স.): হোম আইসোলেশনে থাকা করোনা রোগীদের বাড়ির দেওয়ালে পোস্টার টাঙানোর বিরুদ্ধে দায়ের করা পিটিশনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে নোটিশ জারি করেছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রকে জবাব দিতে হবে এই নোটিশের। পিটিশনে সুপ্রিম কোর্টকে বলা হয়েছে যে বেশিরভাগ রাজ্যই এমন কাজ করে চলেছে। সম্মানের সঙ্গে জীবনধারণ এবং ব্যক্তিগত অধিকার হরণ করা হচ্ছে। হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের বাড়ির বাইরে পোস্টার দিয়ে তাদের ব্যক্তিগত সম্মান হরণ করা হচ্ছে। এই সকল রোগীরা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে সেই নিশ্চয়তা প্রশাসনকে দিতে হবে। অযথা রোগীদের নিয়ে পাড়ার মোড়ে বা জনমানসে চর্চা করা ঠিক নয়। এছাড়াও অনেকে প্রকাশ্যে করোনা পরীক্ষা করাতে ভয় পাচ্ছে এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে তারা সামাজিক বহিষ্কারের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে।

শেষ দফার ভোট গ্রহণে ভাগ্য নির্ধারণ হবে রাজ্যের ১২ জন মন্ত্রীর

পাটনা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : বিহার বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোট গ্রহণে রাজ্যের ১২ মন্ত্রীর ভাগ্য নির্ধারিত হতে চলেছে। এছাড়াও রাজ্যে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজয় কুমার চৌধুরী, বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদ আব্দুলবারী সিদ্দিকী, সিপিআই নেতা রামনরেশ পান্ডে, প্রাক্তন মন্ত্রী রমই রাম, মুকেশ সহনি, প্রাক্তন সাংসদ অশ্বমেধ দেবীর মতন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ভাগ্য পরীক্ষা হতে চলেছে ৭ নভেম্বর, শনিবার দিন।

তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণে রাজ্যের যে ১২ জন মন্ত্রী ভাগ্য নির্ধারণ হবে তার মধ্যে ৮ জন জেডিইউ এবং বাকি ৪ জন বিজেপির বলে জানা গিয়েছে। এই আটজন জেডিইউ মন্ত্রীরা হলেন বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব, নরেন্দ্র নারায়ণ যাদব, রমেশ ঋষিদেব, ফিরোজ আহমেদ, লক্ষ্মীশ্বর রায়, বীমা ভারতী, সদন সহানি, মহেশ্বর হাজারী। বিজেপির যে সকল মন্ত্রীদের ভাগ্য পরীক্ষা হবে তারা হলেন প্রমোদ কুমার, সুরেশ শর্মা, বিনোদ নারায়ণ ঝা, কৃষ্ণকুমার ঋষি।

উল্লেখ করা যেতে পারে এই বিদায়ী সরকারের ৩১ জন মন্ত্রীদের মধ্যে ২৬ জন বিধানসভার সদস্য ছিলেন। তার মধ্যে ২৪ জন এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডে, তথ্যমন্ত্রী নীরজ কুমার, আবাসনমন্ত্রী অশোক চৌধুরী বিধান পরিষদের সদস্য।

শেষ দফার ভোট গ্রহণে ভাগ্য নির্ধারণ হবে রাজ্যের ১২ জন মন্ত্রীর

পাটনা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : বিহার বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোট গ্রহণে রাজ্যের ১২ মন্ত্রীর ভাগ্য নির্ধারিত হতে চলেছে। এছাড়াও রাজ্যে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজয় কুমার চৌধুরী, বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদ আব্দুলবারী সিদ্দিকী, সিপিআই নেতা রামনরেশ পান্ডে, প্রাক্তন মন্ত্রী রমই রাম, মুকেশ সহনি, প্রাক্তন সাংসদ অশ্বমেধ দেবীর মতন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ভাগ্য পরীক্ষা হতে চলেছে ৭ নভেম্বর, শনিবার দিন।

তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণে রাজ্যের যে ১২ জন মন্ত্রী ভাগ্য নির্ধারণ হবে তার মধ্যে ৮ জন জেডিইউ এবং বাকি ৪ জন বিজেপির বলে জানা গিয়েছে। এই আটজন জেডিইউ মন্ত্রীরা হলেন বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব, নরেন্দ্র নারায়ণ যাদব, রমেশ ঋষিদেব, ফিরোজ আহমেদ, লক্ষ্মীশ্বর রায়, বীমা ভারতী, সদন সহানি, মহেশ্বর হাজারী। বিজেপির যে সকল মন্ত্রীদের ভাগ্য পরীক্ষা হবে তারা হলেন প্রমোদ কুমার, সুরেশ শর্মা, বিনোদ নারায়ণ ঝা, কৃষ্ণকুমার ঋষি।

উল্লেখ করা যেতে পারে এই বিদায়ী সরকারের ৩১ জন মন্ত্রীদের মধ্যে ২৬ জন বিধানসভার সদস্য ছিলেন। তার মধ্যে ২৪ জন এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডে, তথ্যমন্ত্রী নীরজ কুমার, আবাসনমন্ত্রী অশোক চৌধুরী বিধান পরিষদের সদস্য।

ডিজইনফেক্টেড টানেল নিষিদ্ধ করার আদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি. স.): করোনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে ডিজইনফেক্টেড টানেল ব্যবহার করা হচ্ছে তা বন্ধের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে নির্দেশ জারি করার জন্য কেন্দ্রকে বলেছে আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের কাছে সরকার স্বীকার করে নিয়েছে যে সাধারণ মানুষের ওপর রাসায়নিক তরল ফেলার ফলে জনগণের শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতি হচ্ছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার আদালতকে জানিয়েছিল করোনা মোকাবিলা করতে ডিজেইনফেক্টেড টানেলের ব্যবহার সঠিক নয়। কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা আদালতকে জানিয়েছিল, করোনা রোধে যে রাসায়নিক সাধারণ মানুষের শরীর লক্ষ্য করে ছোড়া হয় ডিজেইনফেক্টেড টানেলে তাতে করে শরীর এবং মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতি হয়। তখন সুপ্রিম কোর্ট বলে যদি এটি মানুষের ক্ষতি করে তাহলে এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন। তখন তুষার মেহেতা আদালতকে জানিয়েছিলেন এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হবে। ডিজেইনফেক্টেড টানেলে নিষিদ্ধ করার পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করেছিলেন গুরসিমরত সিং নারুলা নামে এক ছাত্র। পিটিশনের জানানো হয়েছিল যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহ একাধিক গণ স্বাস্থ্য সংস্থা এর পার্শ প্রতিক্রিয়া নিয়ে সর্তক থাকতে বলেছে। পিটিশনে আরও জানানো হয়েছিল করোনা কালে ডিজেইনফেক্টেডের অন্যান্য পদার্থের বিজ্ঞাপনের বন্যা বয়ে গিয়েছিল।

বিহারবাসীকে খোলা চিঠি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের বৃহস্পতিবার ছিল শেষ দিন। ৭ নভেম্বর শনিবার রাজ্যের শেষ দফার ভোটগ্রহণ। তার আগে বিহারবাসীর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উন্নয়নের ধারা অপ্রতিরোধ্য গতিতে বজায় রাখতে নীতীশ কুমারের ক্ষমতায় ফিরে আসাটা জরুরি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

খোলা চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, বিহারে যা উন্নয়ন হয়েছে এখন পর্যন্ত তাতে আমি সন্তুষ্ট। অপ্রতিরোধ্য উন্নয়নমুখী নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নীতীশ কুমার সরকারের ক্ষমতায় থাকার নিশ্চয়তা একান্ত জরুরী। এটা আমাদের সকলের কাছে গর্বের বিষয় বিহার নির্বাচনের মূল লক্ষ্যটা ছিল উন্নয়ন। বিগত সময়ে রাজ্যে এনডিএ সরকার যে উন্নয়নমুখী কাজ করেছে তার রিপোর্ট কার্ড পেশ করা হয়েছে। এমনকি সরকারের দূরদর্শী ভাবনাও জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বিহারের প্রকৃত উন্নয়ন যে এনডিএ সরকার করতে পারে সে বিষয়ে আস্থাশীল রাজ্যের জনগণ। ২০০৫ সালের পর থেকে বিহারে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে। উন্নয়নের ধারা শুরু হয়েছে। ভালো পরিকাঠামো, আইনের শাসন, সামাজিক ও আর্থিক সমৃদ্ধি বিহারে কেবলমাত্র এনডিএ সরকারই দিতে পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে,এর আগে বুধবার নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছিলেন বিহারের তরুণ তরুণীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং নতুন পরিসর তৈরির করার ক্ষেত্রে এনডিএ সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রসঙ্গত, শেষ দফার ভোটগ্রহণে ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৭৮ জন প্রার্থীর। এর মধ্যে ১২ জন মন্ত্রীও রয়েছে। রয়েছেন রাজ্যের বিদায়ী বিধানসভার অধ্যক্ষ। বিহার নির্বাচনে বেকারত্ব এবং কর্মসংস্থান নির্ণায়ক যে হতে চলেছে তা ভালোভাবেই টের পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

উত্তরবঙ্গের উপাচার্যদের কাছে কড়া বার্তা রাজ্যপালের

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : আগামী সোমবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের বৈঠকে ডাকলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। বৃহস্পতিবার এ নিয়ে তাঁর টুইট নজর কড়েছে অনেকের। টুইটে রাজ্যপাল লিখেছেন, তিনি উত্তরবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ কৃষি, রায়গঞ্জ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সহ উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রারদের সঙ্গে দেখা করবেন। ৯ নভেম্বর দার্জিলিংয়ের রাজভবনে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথাও উল্লেখ করেন। উপাচার্যদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নিয়ে আসার কথাও লেখেন। ৮ নভেম্বরের মধ্যে বৈঠকে উপস্থিতির কথাও জানাতে হবে বলেও আরেকটি টুইটে উল্লেখ করেন তিনি।এর আগে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের একাধিক ক্ষেত্রে বৈঠকে ডেকেছিলেন রাজ্যপাল। কিন্তু উপাচার্যরা সাড়া দেননি। এ নিয়ে একাধিকবার টুইটে এবং মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে ক্ষোভ জানিয়েছেন ধনকর। সরকারি নিয়মে বলা আছে আচার্য সরাসরি উপাচার্যদের বৈঠকে ডাকতে পারবেন না। তাঁকে সরকারের সঙ্গে কথা বলে বৈঠক করতে হবে। কিন্তু নিয়মে কোথাও বলা নেই রাজ্যপাল উপচার্যদের বৈঠকে ডাকতে পারবেন না। প্রবীণ আইনজ্ঞ জগদীশ ধনকর সেই পথেই হাঁটলেন। আগামী ৯ নভেম্বর দার্জিলিং-এর রাজভবনে উত্তরবঙ্গের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

ইতিমধ্যে রাজভবন থেকে উত্তরবঙ্গের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে বৈঠকের আমন্ত্রণপত্র পাঠানো শুরু হয়ে গেছে। এর আগে রাজ্যপাল যতবার উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠক করতে চেয়েছেন সেখানে কর্মসূচিতে উল্লেখ থাকত রাজ্য শিক্ষাব্যবস্থা কথা। এবার কিন্তু রাজভবন সূত্রে জানানো হয়েছে, উপাচার্যদের সঙ্গে রাজ্যপালের সাক্ষাত নেহাত সৌজন্যমূলক। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে একাধিকবার রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা জানিয়েছেন রাজ্যপাল। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গড়হাজিরার কারণে ভেস্তে গিয়েছে বৈঠক। রাজ্যের দ্বারা উপাচার্যরা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত বলেও অভিযোগে সরব হয়েছেন রাজ্যপাল। পালটা যদিও রাজ্যের তরফে সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করা হয়েছে। তারই মাঝে এবার উত্তরবঙ্গে উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। তবে এই বৈঠকে সকলে উপস্থিত হন কিনা, সেটাই দেখার।

৫ লাখ ৪৪ হাজার পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ দেওয়া হয়েছে, দাবি মমতার

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স): লকডাউনে কাজ হারানো পরিচয় শ্রমিকদের বিপুল পরিমাণে কর্মসংস্থান হয়েছে বাংলায়। বৃহস্পতিবার নবান্নে এমনটাই দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি রাজ্যে ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক কাজ দেওয়া হয়েছে এবং সাড়ে ৩ লক্ষের বেশি শ্রমিক নতুন করে জব কার্ড পেয়েছেন বলে এদিন দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন নবান্নে এক প্রশাসনিক বৈঠক রাজ্যে কর্মসংস্থানের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কথায়, 'করণা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজ্যে কর্মসংস্থানের পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। কিন্তু বাংলা তার মাঝেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।' পরে এদিন দাবি করে তিনি বলেন রাজ্যের প্রায় ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার পরিযায়ী শ্রমিককে কাজ দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরো বলেন, মাটির সৃষ্টি প্রকল্পে গত মে মাসে জেলায় ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে ইতিমধ্যেই সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। গত ৫ মাসে তারা জমিতে বিভিন্ন ধরনের সবজি ফলিয়েছেন যা সরকারি বিপণি গুলিতে পৌঁছে গিয়েছে।

তবে বেশ কিছু শ্রমিক কাজ হারিয়ে ফের দিন রাজ্যে ফিরে যাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের জন্য এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা বাইরের রাজ্য কাজ করতে না যান। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্পে পরিযায়ী শ্রমিকদের আরো উন্নত ভাবে কাজে লাগাতে হবে বলে মনে করেছেন তিনি। যদিও সর্বত্র আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তার কথায়, 'বহু জেলায় শ্রমিকরা নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ না পেয়ে পুরনো কাজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছেন।' তাই আরও পরিকল্পিতভাবে কাজের সংস্থান করে এই রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক দের কে ধরে রাখার ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে রাজ্য সরকার বলেই এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগামী সপ্তাহ থেকে চলতে পারে লোকাল ট্রেন: সূত্র

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি স): করোনা আবহের শুরু থেকেই বন্ধ লোকাল ট্রেন। বর্তমানে স্টাফ স্পেশাল ট্রেন চললেও বন্ধ রয়েছে লোকাল ট্রেন। কবে চলবে লোকাল ট্রেন সেই নিয়ে বৃহস্পতিবার রাজ্য বৈঠক চলছে নবান্নে। আগামী সপ্তাহ থেকে চলতে পারে লোকাল ট্রেন এমনটাই খবর রেল রাজ্য বৈঠক সূত্রে।

নবান্নের রেল রাজ্য বৈঠক সূত্রে আরও খবর, "আগামী সপ্তাহ থেকে চলতে পারে লোকাল ট্রেন। সম্ভবত বুধবার থেকে চলবে লোকাল ট্রেন। নতুন টাইমটেবিল নয়, পুরনো টাইমটেবিল অদলবদল করেই চলবে ট্রেন। যত বেশি সংখ্যক ট্রেন চালানোর চেষ্টা। স্টেশনে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করলে বাড়বে ট্রেনের সংখ্যা। নবান্নে রেল রাজ্য বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে খবর সূত্রের। এখনও চলছে বৈঠক। বৈঠক শেষ হলেই জানা যাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

করোনা আবহে আতশবাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ হল দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি. স.): বায়ু দূষণের সঙ্গে বেড়ে চলা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা জেরে উদ্বিগ্ন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ফলে বৃহস্পতিবার টুইট করে দীপাবলির দিন আতশবাজি পোড়ানো ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন তিনি।এদিন নিজের টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, মুখ্য সচিব, জেলাশাসক, স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে যে উৎসবের মরসুম এবং বায়ু দূষণের জেরে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে দিল্লিতে। ফলে পুনরায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। অক্সিজেন সিলিন্ডারের যোগান থেকে শুরু করে আইসিইউ শয্যার পরিমাণ বৃদ্ধি করা কাজ শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন। উল্লেখ করা যেতে পারে,দিল্লিতে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৬ হাজার ৮৪২। এই নিয়ে টানা দুদিন আক্রান্তের সংখ্যা ছয় হাজার পেরিয়ে গেল। বুধবার নতুন করে আক্রান্ত হয়েছিল ৬ হাজার ৭২৫।

মৃত্যু নিয়ে জটিলতা, স্বাস্থ্য কমিশনের দ্বারস্থ পরিবার

কলকাতা,৫ নভেম্বর (হি স): ফের মৃত্যু বিভ্রাটের অভিযোগ হাসপাতালের বিরুদ্ধে। মৃত্যুর পর নথিতে জটিলতার অভিযোগ। এবার অভিযোগ উঠল দুর্গাপুরের এক নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। হাসপাতালে বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে স্বাস্থ্য কমিশনের দ্বারস্থ পরিবার।

অভিযোগ উঠেছে,দুর্গাপুরের এক নার্সিংহোম আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট জাজের বাবার মৃত্যু হয়।

আলু পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি দেবে মমতা

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স): আলু পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি নিয়ে নাজেহাল রাজ্যবাসী। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ দাবি করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে তিনি কেন্দ্রকে চিঠি লিখে কৃষিপণ্য নিয়ে সদ্য পাস হওয়া আইন সংশোধন করার আবেদন জানাবেন বলে জানান নবান্নে।এব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার জন্য তিনি মুখ্যসচিবকে নির্দেশও দেন। বৃহস্পতিবার এক প্রশাসনিক বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, 'রাজ্যের হাত থেকে দাম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার কারণেই এই সব সবজির দাম লাগাম ছাড়া ভাবে বাড়ছে।'একইসঙ্গে পেঁয়াজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেছেন তিনি। এরপরেই রাজ্যের হাতে দাম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে অথবা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কেন্দ্রের কাছে দাবি জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন নবান্নের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। অ্যাগ্রো মার্কেটিং নিয়ে আগে একটা সিস্টেমে কাজ করতাম। এখন আমাদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। সংসদে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ে যে আইন পাশ হয়েছে, তা নিয়ে আমি কেন্দ্রকে একটা চিঠি লিখব। তাতে আবেদন জানাব যে এটা কার্যকরী হলে মানুষের কী সমস্যা হবে।"

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বেআইনি মজুতদারী নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে কারা কারা বেআইনিভাবে আলু-পেঁয়াজ মজুত করছে সেই বিষয়ে খোঁজ নিয়ে নেওয়ার জন্য জেলাশাসক-পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। বলেন, "ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৫ টাকা কেজি দরে আলু দিতে পারব। তারপর আর উপায় নেই। জোতদাব - মজুতদাব বা কালোবাজারি করছে। একদিকে, কোভিড সংকট, আরেকদিকে কালোবাজারির সমস্যা"।

প্রসঙ্গত, যেখানে জ্যোতি আলু আগে ছিল প্রতি কেজি ৩৫ টাকা তা এখন বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৪০ টাকায় চন্দ্রমুখী আলু ৪৫ টাকা প্রতি কেজি। মরসুম এখনও শেষ হয়নি। এর মধ্যেই হু হু করে বাড়ছে আলু আর পেঁয়াজের দাম। জ্যোতি আলু, যা কিছুদিন আগে ছিল প্রতি কেজি ৩৫ টাকা, তা এখন ৪০ টাকা প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে। চন্দ্রমুখী আলু ৪৫ টাকা প্রতি কেজি। পেঁয়াজের দাম ৮০ টাকা প্রতি কেজি।

কালীপুজোয় রাজ্যবাসীকে বাজি না ফাটাতে অনুরোধ আদালতের

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : কালীপুজোয় রাজ্যবাসীকে বাজি না ফাটাতে রাজ্য সরকার আগেই আবেদন করেছে। তা সবার মেনে চলা উচিত বলে মন্তব্য করল আদালত।

বৃহস্পতিবার কালীপুজো-সহ অন্যান্য পুজোগুলিতে বিধিনিষেধ চেয়ে দায়ের মামলায় এই মন্তব্য করেন বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে কালীপুজো ও দীপাবলিতে রাজ্যবাসীকে বাজি না ফাটাতে অনুরোধ করে আদালত বলে, বাজি ফাটালে বায়ুদূষণ হয়। তার প্রভাব মানুষের ফুসফুসে পড়ে।'

করোনা পরিস্থিতিতে কালীপুজো, কার্তিকপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজো, ছটপুজো ও বড়দিন পালনের বিধিনিয়ম বেঁধে দেওয়ার দাবিতে আদালতে দায়ের হয়েছে মামলা। সেই মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দুর্গাপুজোয় সংক্রমণ রুখতে আদালত যে নির্দেশ দিয়েছিল তা বাস্তবায়নে রাজ্য সরকারের ভূমিকা অনুকরণীয়। কোথাও কোথাও তার ব্যতিক্রম হলেও মোটের ওপর ভাল কাজ করেছে সরকার।' এর পর বিচারপতি বলেন, 'রাজ্য সরকারের তৎপরতার জন্যই দুর্গাপুজোর পরেও করোনা সংক্রমণ বাড়েনি।'

পশ্চিমবঙ্গে ১১ নভেম্বর থেকে লোকাল ট্রেন : রেলমন্ত্রী

কলকাতা,৫ নভেম্বর (হি স):ফের চালুর পথে লোকাল ট্রেন। বুধবার থেকেই ফের চালু হচ্ছে লোকাল ট্রেন বৃহস্পতিবার এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে রেল রাজ্য বৈঠকে। এরপরেই ”পশ্চিমবঙ্গে ১১ নভেম্বর থেকে লোকাল ট্রেন চালু ”টুইট করে এমনটাই লেখেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। টুইট করে রেলমন্ত্রী লেখেন, ” ১১ নভেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় চালু লোকাল ট্রেন। পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করা, এটি যাত্রীদের সুবিধাকে বাড়িয়ে তুলবে এবং মানুষের জন্য যাত্রাকে সহজ করবে”।
উল্লেখ্য,বৃহস্পতিবার লোকাল ট্রেন চালু নিয়ে নবান্ন রাজ্যের সঙ্গে রেলের বৈঠক ছিল। সূত্রের খবর সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী সপ্তাহ থেকেই চালু হচ্ছে লোকাল ট্রেন। সম্ভাব্য দিন হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে বুধবারকে। প্রতিদিন ১৮১ জোড়া ট্রেন চলবে। শিয়ালদা ডিভিশনে প্রতিদিন চলবে ১১৪ জোড়া লোকাল ট্রেন। হাওড়া ডিভিশনে চলবে ৫০ জোড়া লোকাল ট্রেন। খড়্গপুর ডিভিশনে চলবে ৩৩ টি ট্রেন। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব মিলিয়ে প্রতিদিন ১৮১ জোড়া ট্রেন প্রাথমিকভাবে এটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে। মানুষের ভিড় বাড়লে ট্রেনের সংখ্যাও বদলাতে পারে। প্রতি স্টেশনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। কমানো হচ্ছে গ্যালোপিং ট্রেনের সংখ্যা। ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে চলবে লোকাল ট্রেন। প্রতি স্টেশনেই দাঁড়াবে ট্রেন এখনও পর্যন্ত এটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে। নতুন টাইমটেবিল নয়, পুরনো টাইমটেবিল অদলবদল করেই চলবে ট্রেন। যত বেশি সংখ্যক ট্রেন চালানোর চেষ্টা। স্টেশনে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করলে বাড়বে ট্রেনের সংখ্যা এমনটাই খবর বৈঠক সূত্রে।

বারুইপুর থেকে উদ্ধার প্রচুর শব্দবাজি

বারুইপুর, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : এবারের দীপাবলি ও ছটপুজোয় কোনরকমের বাজি পোড়ানো যাবে না বলে বৃহস্পতিবারই নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। আর উচ্চ আদালতের সেই নির্দেশিকার আগেই অবশ্য বারুইপুর পুলিশ জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রচুর নিষিদ্ধ শব্দ বাজি উদ্ধার করল। বারুইপুর পুলিশ জেলার সোনারপুর, বারুইপুর ও জয়নগর এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর পাশাপাশি শুক্রবার থেকে বিভিন্ন বাজির বাজারে তল্লাশি অভিযান চালাবে পুলিশ। এবারের দীপাবলি ও ছট পুজোয় কোনরকম বাজি পোড়ানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে উচ্চ আদালত। ফলে মাথায় হাত পড়েছে বাজি ব্যবসায়ীদের। এরই মধ্যে যারা ইতিমধ্যেই প্রচুর বাজি মজুত করেছে তাঁরা তাঁদের সেই বাজি বিভিন্ন জায়গায় পাচারের কথা ভাবছে। সেই কারনে বারুইপুর পুলিশ জেলার বিভিন্ন রাস্তায় ইতিমধ্যেই নাকা চেকিং ও শুরু করেছে পুলিশ।

শিলিগুড়িতে ব্রাউন সুগার সহ ধৃত দুই

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : শিলিগুড়িতে ব্রাউন সুগার সহ দুইজনকে গ্রেফতার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মালদা থেকে শিলিগুড়িতে পাচার করার আগে ৯০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। ধৃতরা হল মহেশ আল ও অলোকা বেগম। দুইজন সম্পর্কে বাবা ও মেয়ে। উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য আনুমানিক ৯০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা।
জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল শিবমন্দির মেডিকেল মোড় এলাকা থেকে সন্দেহভাজন দুইজনকে পুলিশ আটক করে। ধৃতদের তল্লাশি করে তাদের কাছ থেকে ব্রাউন সুগারের দুটি প্যাকেট উদ্ধার হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে আবেদন বিজেপি-র উদ্বাস্তু সেলের

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : বাংলাদেশে দুর্গাপুজোয় ইসলামী আক্রমণ ও ফ্রান্সে ইসলামী সন্ত্রাসের সমর্থন বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সহ সব নাগরিকের প্রতি আবেদন করল ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য উদ্বাস্তু সেল।
বৃহস্পতিবার রাজ্য উদ্বাস্তু সেলের আহ্বায়ক ডঃ মোহিত রায় ও সহ আহ্বায়ক সুজিত শিকদার বলেন, “পূর্ব পাকিস্তান বা পরবর্তী বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নিপীড়নএকটি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ঘটনা। ইসলামী নিপীড়নে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা উদ্বাস্তুরা তা জীবন দিয়ে জানেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে রূপান্তরিত হবার পর আমাদের আশা ছিল যে সংখ্যালঘু হিন্দুদের আর ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হতে হবে না। কিন্তু সে আশা বাস্তবায়িত হয় নি। গত ৪০ বছরে বাংলাদেশ থেকে ১ কোটির বেশী হিন্দুকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামি মৌলবাদ দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ও সমাজে ধর্মীয় হিংসা ছড়াচ্ছে।
বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজোর প্রাক্কালে দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর করা একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠেছে। এবারও সেরকম ঘটনা ঘটেছে। ২৭ সেপ্টেম্বর রাতে হবীগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার ফুটারমাটি গ্রামের ফনিভূষণ সূত্রধরের বাড়ির দুর্গা প্রতিমা ভাঙ্গচুর করা হয়। ৪ অক্টোবর, রবিবার গভীর রাতে পটুয়াখালীর বাউফলের কেশবপুর ইউনিয়নের মমিনপুর গ্রামের হরলাল হাওলাদার বাড়ির সার্বজনীন দুর্গা মন্ডপের দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর করেছে দুর্বত্তরা।
এর সঙ্গে গত এক বছরে শুরু হয়েছে সাইবার ইসলামী মৌলবাদ। ফেসবুক হ্যাক করে হিন্দুদের ইসলাম অবমাননার নামে গ্রেফতার, নিপীড়ন, বাড়িঘর জ্বালানো সবই চলছে। এই বছরের, ২০২০র জানুয়ারী থেকে আগস্ট, এই ৮ মাসে ছাত্র ছাত্রী সহ ১৮ জন হিন্দুকে ধর্ম অবমাননার নাম করে বিভিন্নভাবে নিপীড়ন করা হয়েছে। একই প্রকারে গত ২৬ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবরের মধ্যে বাংলাদেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়জন ছাত্রছাত্রীকে ধর্ম অবমাননার দর্শানোর নোটিশ জারী করে তাদের ছাত্রত্ব সাময়িকভাবে বাতিল করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুশল চক্রবর্তীকে হত্যার হুমকী দেওয়া হয়েছে।
গত ১৬ অক্টোবর ফ্রান্সে হজরত মহম্মদকে অবমাননার অভিযোগে একজন শিক্ষককে ইসলামী সন্ত্রাসবাদী হত্যা করে। এই খুনী সন্ত্রাসীর পক্ষে সমর্থন জানাচ্ছে ভারতসহ বিভিন্ন দেশের মুসলিমেরা। পশ্চিমবঙ্গে ও কলকাতায় এই সমর্থন প্রকাশ্যে হয়েছে। বাংলাদেশে এই খুনীর সমর্থনে বিশাল মিছিল জমায়েত হচ্ছে। গত ১ নভেম্বর কুমিল্লার মুরাদপুর উপজেলার কোরানপুর গ্রামে ফ্রান্সের ঘটনার অজুহাতে ১০টি হিন্দু বাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েকশো জেহাদী জনতা এই কাজটি করে। ফেসবুক হ্যাক করে ভুয়া পোস্ট দিয়ে ধর্ম অবমাননার জিগির তুলে একই রকম আক্রমণ চালানো হয়েছে দিনাজপুরের পার্বতীপুরে।
অত্যাচার চলছে বৌদ্ধ চাকমা ও অন্যানা আদিবাসীদের উপর। ২০২০র সেপ্টেম্বর মাসে জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১১টি আদিবাসী নারীদের উপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে। ৭ জন নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে ও ২টি ক্ষেত্রে গণধর্ষণ ঘটেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নির্মম ঘটনাটি হচ্ছে একজন মানসিক ভারসাম্যহীন নারীকে ৯জন মুসলমান ধর্ষণ করে ও বাড়ীর জিনিসপত্র লুঠ করে। গত ৩ নভেম্বর ২০২০ তে ঢাকায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে হিন্দু নিপীড়নের নিম্নোক্ত তালিকা পেশ করেছে যা বিশ্বের ধর্ম নির্বিশেষে যে কোনও মানুষকে ব্যথিত করবে।
২০২০-র মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর — এই ৭ মাসে সংখ্যালঘু হিন্দু নিপীড়নের চালচিত্র নীচে দেওয়া হল —
প্রতিমা ভাঙচুর — ২৭টি
মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা — ২৩ টি
শ্মশান / ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি দখলের ঘটনা — ৫ টি
হত্যার শিকার — ১৭ জন
হত্যাচেষ্টার শিকার — ১০ জন
হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে — ১১ জনকে
ধর্ষণের / গণধর্ষণের / নির্যাতনের শিকার — ৩০ জন
ধর্ষণের চেষ্টা — ৬ জনকে
শ্লীলতাহানীর কারণে আত্মহত্যা — ৩ জন
জোরপূর্বক অপহরণ — ২৩ জন
অপহরণের চেষ্টা — ২ জনকে
নিখোঁজ — ৩ জন
বসতভিটা, জমিজমা, শ্মশান থেকে উচ্ছেদের ঘটনা — ২৬ টি
বসতভিটা, জমিজমা, শ্মশান থেকে উচ্ছেদের অপপ্রয়াসের ঘটনা — ৭৩ টি
দেশত্যাগের হুমকি — ৪ জনকে
জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ — ৭ জনকে
বসতভিটা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর, লুঠপাট অগ্নিসংযোগের ঘটনা- ৮৮ টি
দৈহিক হামলায় গুরুতর জখম — ২৪৭ জন
হজরত মহম্মদকে কটুক্তির মিথ্যা অভিযোগে আটক — ৪ জন (এর পরে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে আরও গ্রেফতার হয়েছে।
রাজ্য উদ্বাস্তু সেল এইসব ঘটনার প্রতিবাদে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু বৌদ্ধদের উপর এই নারকীয় নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে আহ্বান জানাচ্ছে। উদ্বাস্তু সেলের দীর্ঘদিনের দাবী নাগরিকত্ব আইন আজ বাস্তব হয়েছে। কিন্তু আর যাতে বাংলাদেশে কোনও উদ্বাস্তু না হয় তার দায়িত্ব নিতে হবে পশ্চিমবঙ্গকেই। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিককালে গ্রেফতার হওয়া ইসলামী জঙ্গীদের ও খাগড়াগড়, বসিরহাট ইত্যাদি সন্ত্রাসের উৎসস্থল বাংলাদেশ। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ইসলামী মৌলবাদীরা এক ও অভিন্ন। পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে ইসলামী মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। উদবাস্তু সেল আপনাদের সহায়তা করতে প্রস্তুত।

বিজেপি ছেড়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চায় যোগদান ১৭ জন কাউন্সিলরেব

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.): সামনেই একুশের জবরদস্ত লড়াই। তার আগে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আভিযোগে এনে দল বদল করল গোর্খা জন মুক্তি মোর্চা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে তা স্পষ্ট করল দলের শীর্ষ নেতা বিমল গুরুং। তিনি বলেন, ”বিজেপির সঙ্গে ১৭ বছর আছি। কিন্তু তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখেনি বিজেপি। তাই কেন্দ্রীয় শাসকদলের সঙ্গ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।” যদিও রাজ্য বিজেপির একাংশের মতে, কার্যত চাপের কাছে মাথানত করতে বাধ্য হল গুরুং।
তার এই দল বদল নতুন কিছু নয়। তাঁকে পাহাড়বাসি ইতি মধ্যেই চিনেছে। তাই এই দল বদল কোন ও ভাবেই বিজেপির ভোট ব্যাঙ্কে প্রভাব ফেলবে না। তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেত্রীত্বে বাংলায় যে জন জোয়ার আসছে তাতে সবটাই ঢাকা পরে যাবে। একইসঙ্গে এদিন গুরুং দাবি করে বলেন, ”দার্জিলিং পৌরসভার ১৭ জন কাউন্সিলর বিজেপি থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করবেন।”
এদিন বিজেপি থেকে বেড়িয়ে পাহারের ১৭ জন কাউন্সিলর আনুষ্ঠানিকভাবে ফের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দলীয় পতাকা তুলে নিল হাতে। বিজেপিকে তোপ দেগে এদিন বিমল বলেন, ”দীর্ঘ ১৭ বছর বিজেপির-র সঙ্গে থাকার পরও ওরা আমাদের দেওয়া কথা রাখেনি। বারাবার আমাদের ভোট মেশিনের মতো ব্যবহার করেছে। আর বেশিদিন এভাবে চলবে না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা রাখেন। উনি যা কথা দেন তা পূরণ করেন। ওনার শাসন ব্যবস্থার ওপর আমাদের আস্থা আছে। তাই ওঁর কাছে আমাদের প্রস্তাব পাঠিয়েছি। আশা করছি, আগামীদিনে সেগুলি পূরণ হবে। এই জন্য ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করব।”
একই কথা বিজেপি ছেড়ে সদ্য গোর্খা জন মুক্তি মোর্চাতে যোগ দেওয়া পাহারের এক কাউন্সিলর নমন রাই এর গলাতেও শোনা যায়।

নিয়োগের দাবিতে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সাংসদের অফিসের সামনে বিক্ষোভ টেট উত্তীর্ণদের

ঝাড়গ্রাম, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : নিয়োগের দাবিতে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সাংসদের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাল টেট উত্তীর্ণ ডিএলএড প্রশিক্ষিতরা। প্রায় দু ঘন্টা বিক্ষোভ দেখানোর পর তাদের দাবিপত্রটি ঝাড়গ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সাংসদের চেয়ারম্যান বিরবাহা সরেন (টুডু)র হাতে তুলে দেন টেট উত্তীর্ণ প্রশিক্ষিত ঐক্য মঞ্চ।
বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম শহরের কদমকানন এলাকায় অবস্থিত ঝাড়গ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সাংসদের অফিসের সামনে টেট উত্তীর্ণ প্রশিক্ষিত ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাদের দাবি ২০১৫ সালে টেটে উত্তীর্ণ হওয়ার পর রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন টেটে উত্তীর্ণরা ডিএলএড পাশ করার পর নিয়োগ দেওয়া হবে। কিন্তু এতদিন পরেও আমাদেরকে নিয়োগ করা হয়নি। কোর্টে কেসের দোহায় দিয়ে কোনও ভাবে প্রাইমারি নিয়োগ আটকে রাখা যাবে না। নিয়োগের জন্য দ্রুত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন টেট উত্তীর্ণ প্রশিক্ষিত ঐক্য মঞ্চ। এবং নিয়োগের প্রক্রিয়া যাতে সরলি করণ করা হয় তার জন্যও অনুরোধ জানিয়েছেন।জানা গিয়েছে শিক্ষা দফতর ধাপে ধাপে নিয়োগ করলেও এখনও ১২০০ জন টেট উত্তীর্ণ প্রার্থী রয়েছে। এবিষয়ে টেট উত্তীর্ণ প্রশিক্ষিত ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে বুবান গিরি বলেন, ’ আমরা ডিএলএড সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। ২০১৫ সালে টেটে পাশ করেছি। শিক্ষামন্ত্রী কোনও সাংবাদ মাধ্যমে বলেছিলেন আমাদের নিয়োগ ধাপে ধাপে করবেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের নিয়োগ করা হয়নি। আমরা এখন সম্পূর্ণ ভাবে বেকার। বেকারত্বের জন্য আমরা বৃদ্ধ মা বাবার মুখে দু মুঠো অন্ন তুলে দিতে পারিনি। আমাদের দুই বন্ধু বেকারত্বের জ্বালায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে যদি সুরাহ না করেন তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকেও আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হবে। না হলে আমরণ অনশন করবো।’
এবিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সাংসদের চেয়ারম্যান বিরবাহা সরেন (টুডু) বলেন, ’ টেট উত্তীর্ণ ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে একটি দাবিপত্র তুলে দিয়ে দিয়েছেন। আমি বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাবো।

মেঘালয়ে বাঙালি নির্যাতন বন্ধ করা ও কেএসইউকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবিতে কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিল

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : মেঘালয়ে বাঙালি নির্যাতন শীঘ্রই বন্ধ করতে এবং ‘সন্ত্রাসী’ কার্যকলাপে লিপ্ত খাসি ছাত্র ইউনিয়ন (কেএসইউ)-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবিতে কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিল করে মেঘালয়ের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র পাঠিয়েছে ‘আমরা বাঙ্গালী’, ‘শিবসেনা’, ‘বাংলা ভাষা একতা মঞ্চ’, ‘সারা বাংলা ছাত্র যুব সংস্থা’, ‘রিপাবলিক পার্টি অব ইন্ডিয়া’, ‘বঙ্গভাষী”, ‘দলিত ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদ’ প্রভৃতি সংগঠন।
সংগঠনগুলির নেতারা বলেছেন, বারবার মেঘালয় সরকারের কাছে আবেদন করার পরও ওই রাজ্যে বাঙালিদের উপর অত্যাচার অব্যাহত। বাঙালি ব্যবসায়ীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে তীব্র প্রতিকূলতা সৃষ্টির পাশাপাশি অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। সপ্তাহ দুয়েক আগে খাসি স্টুডেন্টসইউনিয়ন প্রকাশ্যে মেঘালয়ের রাজধানী শিলং সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আপত্তিকর ব্যানার লাগিয়ে বলেছে, ‘মেঘালয়ের সকল বাঙালি বাংলাদেশী’। এ ধরনের অসাংবিধানিক কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে আজ বৃহস্পতিবার ‘আমরা বাঙ্গালী’র ডাকে ”শিবসেনা”, ”বাংলা ভাষা একতা মঞ্চ”, ‘সারা বাংলা ছাত্র যুব সংস্থা’, ”রিপাবলিক পার্টি অব ইন্ডিয়া”, ‘বঙ্গভাষী”, দলিত ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদ’ প্রভৃতি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে কলকাতার রুবি হাসপাতাল কানেক্টর থেকে কসবায় অবস্থিত মেঘালয় ভবন পর্যন্ত পথমিছিল করেন সংগঠনগুলির কর্মকর্তারা। পথমিছিল শেষে তাঁরা মেঘালয় ভবনে কার্যনির্বাহী আধিকারিকের মাধ্যমে মেঘালয়ের রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৃথক স্মারকপত্র প্রদান করেছেন।
পরে ‘আমরা বাঙ্গালী’র কেন্দ্রীয় কমিটির সচিব বকুল রায় বলেন, ‘বাঙালি বিদ্বেষী, সন্ত্রাসবাদী খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়নকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।’ ‘আমরা বাঙ্গালী’র কেন্দ্রীয় ছাত্র-যুব সচিব তপোময় বিশ্বাস হুমকি দিয়ে বলেন, আগামী সাতদিনের মধ্যে মেঘালয়ে বাঙালিদের উপর অত্যাচার বন্ধ না হলে সারা বাংলা জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন তাঁরা। আজকের বিক্ষোভ মিছিলে পা মিলিয়েছেন চন্দন চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট আইনজীবী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, বাপি পাল, যুব নেতা কৌস্তুভ সাহা, অর্ণব কুণ্ডু চৌধুরি, দীবেন্দু চৌধুরি প্রমুখ অনেকে।

সল্টলেকে আন্তর্জাতিক কল সেন্টার খুলে বিদেশিদের সঙ্গে প্রতারণায় প্রতারকদের জেল হেফাজত

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি স): যত সময় বাড়ছে ততই যেন জালিয়াতের বাড়ছে জালিয়াতি। করোনা আবহে ফের খাস কলকাতায় সল্টলেকে খোঁজ মিলল প্রতারকদের।প্রতারকদের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় বিধান নগর মহকুমা আদালতের।
পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার সেক্টর ফাইভের ইপি ও জিপি ব্লকের দুটি অফিসে হানা দেয় বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। সেখানে খোঁজ মেলে প্রতারকদের। জানা যায় পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া সহ মোট ১৮ টি দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা ওই প্রতারকরা। বিদেশিদের ডেটা সংগ্রহ করত তারা। এরপরেই ঘটনাস্থল থেকে ৪ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর বৃহস্পতিবার ধৃতদের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় বিধাননগর মহকুমা আদালত। এই চক্রের আর কারা জড়িত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাড়ছে সুস্থতা

তিনের পাতার পর
হয়েছেন ৮৩৬জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৭২৩জন।
এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৫হাজার ৪৬৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪৭লাখ ৭৮হাজার ৯৭৫টি। এখন রাজ্যে ৯৪টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

দিল্লিতে

তিনের পাতার পর
নিয়ে করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে যে উৎসবের মরসুম এবং বায়ু দূষণের জেরে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে দিল্লিতে। ফলে পুনরায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। অক্সিজেন সিলিন্ডারের যোগান থেকে শুরু করে আইসিইউ শয্যার পরিমাণ বৃদ্ধি করা কাজ শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন।
উল্লেখ করা যেতে পারে,দিল্লিতে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৬ হাজার ৮৪২। এই নিয়ে টানা দুদিন আক্রান্তের সংখ্যা ছয় হাজার পেরিয়ে গেল। বুধবার নতুন করে আক্রান্ত হয়েছিল ৬ হাজার ৭২৫।

নিম্নমানের

● **প্রথম পাতার পর**
কংগ্রেসের ঘেরাও কর্মসূচির খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলে ঘেরাও মুক্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু আন্দোলনকারিরা কোন অবস্থাতেই মানতে নারাজ। তারা উল্টো অফিসের গেইটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। এদিনের ঘেরাও কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বকুল বিকাশ চাকমা এবং ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকার।

প্রশাসনের

● **প্রথম পাতার পর**
এনফর্সমেন্ট বাহিনীকে বাজারগুলিতে পাঠানো হচ্ছে।সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় বাজর কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। আগামী দিনগুলিতে ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ভবনে

● **প্রথম পাতার পর**
এই ভাবে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। অভিভাবকদের অনুমতি আনার বিষয়টিও বিভ্রান্তি কর। একই বিষয়ে অন্য কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা অন লাইনে পরীক্ষা দিলে কেন তাদের পরীক্ষা একই ভাবে নেওয়া হবে না। সাতটি কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের কেন অফ লাইনে পরীক্ষা নেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার দাবিতে অনড় থাকে তারা। কিন্তু দফায় দফায় আশ্বাস ছাড়া আর কিছু জোটেনি তাদের ভাগ্যে। তাই এদিন বাধ্য হয়ে ফের বিক্ষোভে সামিল হয় ছাত্র ছাত্রীরা।

উঠল

● **প্রথম পাতার পর**
দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজনে যাতায়াত করতে হচ্ছে।
এই অবস্থায় উল্লিখিত ট্রেনগুলো চালু হলে যাত্রীরা কিছুটা সুবিধা পাবেন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ধীরে ধীরে লকাল ট্রেন চালু হচ্ছে। তাই এই তিনটি ট্রেন অতি সত্তর চালু করার দাবি জানিয়েছেন শিলচর-লামডিং ব্রডগজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির কর্মকর্তারা। স্মারকপত্র প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন শিলচর-লামডিং ব্রডগজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক অধ্যাপক অজয় রায়, মলয় ভট্টাচার্য, কমল চক্রবর্তী, বিজিত কুমার সিংহ প্রমুখ।

কৃষিক্ষেত্রে

● **প্রথম পাতার পর**
বদলাতে ওই পদক্ষেপ যুগান্তকারী হিসেবে প্রমাণিত হবে, আশা প্রকাশ করে বলেন তিনি।
প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা সফরে সস্ত্রীক এসেছেন নয়াদিল্লিস্থিত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত ড় রন মলকা। আজ বৃহস্পতিবার তিনি আগরতলায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ এবং ত্রিপুরা স্টেট মিজিয়াম ঘুরে দেখেছেন। ত্রিপুরা সফরে আসার আগে তিনি অসম এবং মেঘালয় সফর করেছেন।

গ্রেপ্তার

● **প্রথম পাতার পর**
ফুটেজ দেখে সনাক্তঃ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তাতে সাফল্য মিলবে বলেও তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

করোনা সঙ্কটের মধ্যেও আর্থিক গতিবিধি এগিয়ে চলেছে : প্রকাশ জাভড়েকর
নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.): দেশজুড়ে অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যেও আশার কথা শোনালেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। বৃহস্পতিবার তিনি জানিয়েছেন, করোনা সংকটের মধ্যেও আর্থিক গতিবিধি দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। চলতি বছরের অক্টোবরে জিএসটি থেকে আয় গত বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে। রেলের পণ্য পরিষেবা ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সবই ভাল সংকেত বহন করে নিয়ে চলেছে। আগামী এক মাসের মধ্যে পরিস্থিতির আরও উন্নতি হবে। জনগণ যদি করোনা বিধি মেনে সতর্কতার সঙ্গে দিন যাপন করে তবে এই মহামারীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ঢেউ ওঠার সম্ভাবনা কম। এদিন জলবায়ু পরিবর্তনের উপর আয়োজিত ভারতের সিইও ফোরামে এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা জানিয়েছেন প্রকাশ জাভড়েকর। এদিনের সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, দেশে বিগত ছয় বছরে বনাঞ্চলের পরিধি ১৫ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্বন নিঃসরণ ৩৫ শতাংশ কম করার লক্ষ্যে ক্রমাগত কাজ করে চলেছে ভারত। জলবায়ু পরিবর্তন একটি বড় সমস্যা। প্যারিস সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বিশ্বের অন্যান্য দেশকেও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কাজ করে যাওয়া উচিত।

মহারাষ্ট্রে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণে মৃত দুই, আহত ৬ জন

রাইগড় (মহারাষ্ট্র), ৫ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের রাইগড় জেলায় রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন দু”জন। তীব্র বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন আরও ৬ জন। বৃহস্পতিবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ রাইগড় জেলার খোপোলি টাউনের সাজগাওঁ শিল্পাঞ্চলের ঢেকু এলাকায় অবস্থিত রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের পরই আগুন ধরে যায়। বিস্ফোরণ ও অগ্নিকান্ডে একজন মহিলা-সহ দু”জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৬ জন আহত হয়েছেন।
খোপোলি থানার পুলিশ কর্তারা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ তীব্র শব্দে বিস্ফোরণ হয় খোপোলি টাউনের সাজগাওঁ শিল্পাঞ্চলের ঢেকু এলাকায় অবস্থিত রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে। বিস্ফোরণের পর আগুন ধরে যায়, দমকল কর্মীরা পৌঁছে সকাল পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। বিস্ফোরণ ও অগ্নিকান্ডে একজন মহিলা-সহ দু”জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৬ জন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতাল ভর্তি করা হয়েছে।

লক্ষ্মণ আজ পশ্চিমবঙ্গে কেবল শূর্পণখার নাক কাটা বাকি : তথাগত রায়

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেত্রীর বিদায়ের দিন সমাসন্ন বলে মন্তব্য করলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে যথাক্রমে রাম-লক্ষ্মণ আখ্যা দিয়ে তথাগতবাবু টুইটে লেখেন “আজকের ভারতের অজেয় রাম-লক্ষ্মণের লক্ষ্মণ আজ পশ্চিমবঙ্গে ! শূর্পণখার নাক কাটা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা !“ উল্লেখ্য, অমিত শাহ আজ বাঁকুড়ায়। তথাগতবাবু এখানে শূর্পণখা বলতে বুঝিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে।

করোনা সঙ্কটের মধ্যেও আর্থিক গতিবিধি এগিয়ে চলেছে

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.): দেশজুড়ে অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যেও আশার কথা শোনালেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। বৃহস্পতিবার তিনি জানিয়েছেন, করোনা সংকটের মধ্যেও আর্থিক গতিবিধি দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। চলতি বছরের অক্টোবরে জিএসটি থেকে আয় গত বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে। রেলের পণ্য পরিষেবা ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সবই ভাল সংকেত বহন করে নিয়ে চলেছে।

কোহলির ধারে-কাছেও নেই টেন্ডুলকার- স্মিথ

লিওনেল মেসির ধারে-কাছেও নেই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কিংবা রোনালদোর ধারে-কাছেও নেই মেসি। এমন কথা শোনার পর কেমন লাগে?

পারফরম্যান্স ভার্নিয়ার স্কেলে মাপা গেলে হয়তো নিখুঁত করে বলা যেত, কে কত মিলিমিটার পিছিয়ে। তাই বলে ধারে-কাছেও নেই! ভক্তদের পিত্তি জ্বলে যাওয়াই স্বাভাবিক। স্টিভেন স্মিথের ভক্তদের এমন লাগতে পারে কেভিন পিটারসেনের কথা শুনে। শুধু স্মিথের ভক্তরা কেন, পিটারসেনকে ধুয়ে দিতে পারেন শচীন টেন্ডুলকারের সমর্থকেরাও। নিরপেক্ষ ভক্তদেরও ভালা লাগার কথা নয়। যদিও গুণিজনেরা বলেন, নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই! বর্তমান ক্রিকেটে সেরা পাঁচ ব্যাটসম্যানের তালিকা করলে বিরাট কোহলি এবং স্মিথকে শীর্ষ দুইয়ে রাখবেন অনেকেই। দেশটা ক্রিকেটপাগল ভারত বলেই কোহলির ওপর প্রত্যাশার চাপটা হয়তো বেশি। ওদিকে স্মিথ তাঁর অপ্রথাগত টেকনিক দিয়ে টেস্টে সব জায়গায় প্রমাণিত। এমন মাপের দুই ব্যাটসম্যানের মধ্যে তুলনা টেনেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন। স্মিথ নাকি কোহলির

ধারে-কাছেও নেই। এমনকি টেন্ডুলকারকেও কোহলির পেছনে দেখেন পিটারসেন।জিম্বাবুয়ের সাবেক পেসার, ধারাভাষ্যকার পমি মবাঙ্গার সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে লাইভ সেশনে এমন কথা বলেন পিটারসেন। অনেকে ভাবতে পারেন, ইংল্যান্ডের জার্সি পরেছেন বলেই অস্ট্রেলিয়ার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবটা থেকে গেছে তাঁর। যদিও ইংল্যান্ডের সঙ্গে শেষটা মোটেও ভালো হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকান বংশোদ্ভুত এ ক্রিকেটারের।

সে যাই হোক, পিটারসেনকে বলা হয়েছি কোহলি ও স্মিথের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে। পিটারসেন বেছে নেন এভাবে, ”কোহলি, আর কোনো কথা হবে না।সে একটা “ফ্রিকশো”। ভারতের হয়ে রান তাড়া করে তার জয়ের রেকর্ড এবং যে পরিমাণ চাপ সামলায়, স্মিথ তার ধারে-কাছেও নেই।”

মবাঙ্গা এরপর কিছুটা সামনে ঠেলে দেন পিটারসেনকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান ও সেঞ্চুরির মালিক টেন্ডুলকার ও কোহলির মধ্যে একজনকে বেছে নিতে বলেন। পিটারসেন এখানেও অনড়, ”আবারও বিরাট, কারণ তার রান তাড়া করার সংখ্যা। এটা ভীতিকর। রান তাড়ায় তার গড় ৮০। তার সব ওয়ানডে সেঞ্চুরি এসেছে রান তাড়া করে। ভারতকে সে ধারাবাহিক জয় এনে দেয়।”পিটারসেন আরেকটু ব্যাখ্যা করেন, ”এই বিষয়টা আমাকে খুব প্রভাবিত করে। ম্যাচসেরা হওয়া।কীভাবে খেলেছি, কেমন খেলেছি সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, কত গুলো ম্যাচসেরার পুরষ্কার, ইংল্যান্ডকে কতগুলো ম্যাচে জিতিয়েছি, এসব। সে ভারতের হয়ে এ কাজটাই করছে। অবাস্তব সব সংখ্যা।” সংক্ষিপ্ত সংস্করণে অনেকে এগিয়ে রাখেন কোহলিকে, টেস্টে স্মিথকে। টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এ অধিনায়ক। কোহলি দুইয়ে। ওয়ানডেতে ভারতীয় অধিনায়ক শীর্ষে, স্মিথ নেই শীর্ষ দশেও।

গিলবার্ট জেসপ: শত বছর আগেই যিনি ছিলেন বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান

তিনি উইকেটে যাওয়া মানেই ছিল ফিল্ডারদের ব্যস্ত সময়ের শুরু। মাঠের বাইরে থেকে বল কুড়িয়ে আনতেই থাকতে হতো তটস্থ! প্রায়ই বল উড়ে চলে যেত মাঠের বাইরে। কখনও গিয়ে পড়ত পাশের বাড়ির আঙিনায়, কখনও ভেঙে দিত বাইরের রাস্তায় থাকা গাড়ির কাঁচ। এখনকার এই টি-টোয়েন্টির যুগে বিধ্বংসী ব্যাটসম্যানদের কতই না কদর। কিন্তু শত বছর আগেই এমন ব্যাটিংয়ে মাঠ মাতিয়েছেন গিলবার্ট জেসপ।

অথচ তিনি মূলত ছিলেন বোলার। বেশ গতিময় ফাস্ট বোলার। এতটাই ভালো বোলার যে বোলিং দিয়েই জায়গা করে নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের টেস্ট দলে। দুর্দান্ত ছিলেন ফিল্ডিংয়েও। বুলেট গতিতে পৌঁছে যেতেন বলের কাছে, থ্রোয়ে ছিল প্রচণ্ড জোর। তবে ক্রিকেট ইতিহাস তাকে আলাদা করে মনে রেখেছে ব্যাটিংয়ের জন্যই। এখানেই তিনি ছিলেন সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে!

সময়ই আজ মনে করিয়ে দিচ্ছে জেসপকে। ১৯ মে যে তার জন্মদিন! ১৮৭৪ সালের এই দিনে গ্লস্টারশায়ারের চেল্টেনহামে তার জন্ম।

ব্যাটিংয়ে তার কাছে আক্রমণই ছিল শেষ কথা। বল ওড়াতেন এদিক-ওদিক। বল হাতে পেলে ঘায়েল করতে চাইতেন ব্যাটসম্যানকে। উইকেট শিকারেই ছিল চোখ। ফিল্ডিংয়ে কাজে লাগাতে চাইতেন প্রতিটি সুযোগ। প্রতিটি রান আটকাতে উজাড় করে দিতেন নিজেকে। এখনকার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট তো এরকম আকর্ষণীয় প্যাকেজই চায়!

গ্লস্টারশায়ারে তিনি কিংবদন্তি। ২০ বছরের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে ৪৯৩ ম্যাচে রান করেছেন ২৬ হাজার ৬৯৮। ৫৩ সেঞ্চুরির পাশে ফিফটি ১২৭টি। ২২.৭৯ গড়ে নিয়েছেন ৮৭৩ উইকেট।

ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্ট ক্যারিয়ার খুব সমৃদ্ধ নয়। ১৮ টেস্টে উইকেট মাত্র ১০টি। মোটে ৫৬৯ রান করতে পেরেছেন ২১.৮৮ গড়ে। সেঞ্চুরি কেবল ১টি।

তবে ওই সেঞ্চুরিই ফুটিয়ে তুলতে পারে জেসপের গোটা ক্যারিয়ারকে। ১০৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন মাত্র ৭৭ মিনিটে!

এটিই জেসপ। ক্যারিয়ার রান, পরিসংখ্যান, এসবে তাকে বোঝা যায় সামান্যই। ক্রিকেটে তিনি আজও স্মরণীয় ব্যাটিংয়ের ধরনের কারণেই।

পরিস্থিতি যাই হোক, নিজের সহজাত ক্রিকেটই খেলতেন জেসপ। তার ক্রিজে যাওয়া মানেই দর্শকদের জন্য ছিল আনন্দের বান। সে সময়ে তার ব্যাটিংয়ের চেয়ে বিনোদনদায়ী কিছু কমই ছিল ক্রিকেটে।

ঘণ্টায় ৭৯ রান!

ব্যাটিং গ্রেট ফ্র্যাঙ্ক উলি, ভিক্টর ট্রাম্পার সেই যুগে ঘণ্টা প্রতি গড়ে করতেন ৫৫ রান। ডন ব্র্যাডম্যান, ডেনিস কম্পটনদের গড় রান ছিল ৪৫-এর আশেপাশে। জেসপ রান তুলেছেন ঘণ্টায় গড়ে ৭৯ করে! ক্যারিয়ারে কেবল একবার তিন ঘণ্টার বেশি ব্যাট করেছেন, কিন্তু ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন পাঁচবার। তার গড়ন ছিল ছোটখাটো।

উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, ওজন ৭০ কেজির কম। কিন্তু তার ব্যাটিং ছিল ওজনদার! খুনে ব্যাটিংয়ে মন রাঙাতেন দর্শকদের।

সে সময় মাঠের সীমানা দড়ি পার হলে মিলত ৫ রান। ছক্কার জন্য বল ফেলতে হতো স্টেডিয়ামের বাইরে। সেই যুগেও ছক্কা মেরেছেন তিনি হেসেখেলে। ম্যাচ পরিস্থিতি যেমনই হোক, সামনে যে বোলারই থাকুক, জেসপ পরোয়া করেছেন সামান্যই। বোলারদের জন্য তিনি ছিলেন বিভীষিকা। বল সীমানা ছাড়া করতেন অনায়াসে। দল চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ে? জেসপ নেমে ৩০ মিনিটেই পাল্টে দিতেন চিত্র।

জেসপের ৫৩ সেঞ্চুরি ব্যবচ্ছেদ করে দেখা যায়, তিনি ক্রিজে যাওয়ার পর দলের ৭২ শতাংশ রান তার ব্যাট থেকেই এসেছে!

১৭৯ টি পঞ্চাশ ছোঁয়া ইনিংসের কেবল ২৭টিতে রান করেছিলেন মিনিটের চেয়ে কম গতিতে। গড়ে একশ রানে পৌঁছাতে সময় নিতেন ৭২ মিনিট।

‘সর্বকালের সেরা ওয়ানডে ক্রিকেটার’

সাবেক অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক ও কিংবদন্তি ধারাভাষ্যকার রিচি বেনো একবার বলেছিলেন, তার কাছে সর্বকালের সেরা ওয়ানডে খেলোয়াড় জেসপ। অথচ আন্তর্জাতিক ওয়ানডের আবির্ভাবের ১৬ বছর আগেই জেসপ বিদায় নিয়েছিলেন দুনিয়া থেকে!

অবিশ্বাস্য, কিন্তু এটিই সত্যি। জেসপের ব্যাটিংয়ের ধরণ এমন ছিল যে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তিনি কেমন করতেন, এ নিয়ে চর্চা হয়েছে অনেক।

নিজের ধরণটা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ক্যারিয়ারের প্রথম বল থেকেই। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ১৮৯৪ সালে। অভিষেক ইনিংসে যখন উইকেটে গেলেন, বোলার তখন হ্যাটট্রিকের অপেক্ষায়। জেসপ গিয়ে প্রথম বলটিই পাঠালেন বাউন্ডারিতে!

অভিষেকের সেই সম্ভাবনার প্রতিফলন ছিল তার ক্যারিয়ার জুড়ে। দুই দশকের ক্যারিয়ারে সহজাত আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে অটল থেকেছেন জেসপ।

তার ব্যাটিং স্টান্সও ছিল কৌতূহল জাগানিয়া। নিচু হয়ে থাকতেন, বল ডেলিভারি দেওয়ার সময় আরও নিচু হয়ে যেতেন। এজন্য তার নাম হয়ে গিয়েছিল ‘ক্রাউচার।’ মনে হতো, বল থেকে বাঁচার জন্য বুঝি অমনভাবে দাঁড়িয়েছেন। বল ডেলিভারির পর পাল্টে যেত চিত্র। পুরোটা সময় চোখ রাখতেন বলে। খুব দ্রুত পৌঁছে যেতে পারতেন পজিশনে। কব্জি যেন ছিল ইস্পাত দৃঢ়। সঙ্গে অসাধারণ ট্যাকটিক্যাল মস্তিষ্ক।

তার স্টান্স দেখে ফাস্ট বোলাররা প্রায়ই ঠুকে দিতেন বল। সেগুলো অনায়াসে হুক-পুল করতেন মনের আনন্দে। পায়ের কাজ এতটা দুর্দান্ত ছিল যে লেগ স্টাম্পের বলও কাট করতে পারতেন, বা অফ স্টাম্পের বাইরের বলে পুল! হাতে এতো শট ছিল যে তার সামনে ভালো লেংথ বলে কিছু ছিল না। তিনি সব সময় বলতেন, ভালো বোলারদের খেলতেই বেশি পছন্দ করেন।সত্যিকারের অলরাউন্ডার ব্যাটিংয়ের জন্যেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। তবে তার বোলিং আর ফিল্ডিংয়ের কথা তো বলা হয়েছে আগেই!

১৮৯৯ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত খেলেছেন টেস্ট। কারও কাছে তিনি ছিলেন অটোমেটিক চয়েজ, কারও কাছে জুয়া। সমুদ্র যাত্রায় অসুস্থ হয়ে পড়তেন বলে দেশের বাইরে খুব একটা খেলেননি। তিনবার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায় খেলার প্রস্তাব। খেলেছিলেন স্রেফ একবার। ক্যারিয়ারের শুরুতে ছিলেন গতিময় প্রাণবন্ত এক পেসার। ১৯০০ সালে এক মৌসুমে দুই হাজার রান ও ১০০ উইকেটের ডাবল স্পর্শ করেন।

অ্যান্ডারসনের সঙ্গে তুলনীয় স্কিল আমার নেই: স্টেইন

নিজেদের দেশের টেস্ট ইতিহাসের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি তারা। তবে জেমস অ্যান্ডারসনের সঙ্গে নিজের তুলনার কোনো সুযোগ দেখেন না ডেল স্টেইন। দক্ষিণ আফ্রিকান এই পেসারের মতে, অ্যান্ডারসনের মতো স্কিল নেই তার।

লাল বলের ক্রিকেটে বল সুইং করানোয় জুড়ি নেই অ্যান্ডারসনের। দুই দিকেই সুইং করাতে পারা এই ইংলিশ পেসারের ইনসুইংয়ের দারুণ ভক্ত স্টেইন। স্কাই স্পোর্টসের একটি আয়োজনে ৫৮৪ টেস্ট উইকেট নেওয়া অ্যান্ডারসনের সামনেই তাকে প্রশংসায় ভাসান স্টেইন।

“আমি জিমির (জেমস অ্যান্ডারসন) বোলিং দেখি, সে অসাধারণ। আমি কখনও ওইরকম বিশাল ইনসুইং করাতে পারব না এবং সে যেভাবে ক্রিজের ব্যবহার করে সেটাও না। আমি জিমির একজন ভক্ত।”

“আমার কোনো স্কিল নেই। দুইটা স্লোয়ার, একটা দ্রুত গতির বাউন্সার আর ইয়র্কার করি। চেষ্টা থাকে যত সম্ভব সঠিক জায়গায় বল করা।”

গতি আর সুংয়ের মিশেলে দারুল কার্যকর স্টেইন টেস্টে নিয়েছেন ৪৩৯ উইকেট। টেস্ট থেকে বিদায় নেওয়া এই পেসার জানান, সব সময় গতিকেই নিজের মূল অস্ত্র ভেবে এসেছেন তিনি।

“আমি খুব জোরে বল করতে পারি এবং বছর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু স্কিল বাড়াতে শুরু করি। সুইং করানোর দক্ষতা কিছুটা আয়ত্ত করি, ক্রিজের ব্যবহারও একটু করে বাড়াতে থাকি। কিন্তু আমি জানতাম, আমার আসল দক্ষতা হলো দৌড়ে গিয়ে জোরে বল করা এবং সঠিক লেংথে করা। আমার স্কিল সব সময়ই সীমাবদ্ধ ছিল।”

উইকেট সংখ্যায় পিছিয়ে থাকলেও বোলিং গড়ে অ্যান্ডারসন থেকে এগিয়ে স্টেইন। সেটাই মনে করিয়ে দেন ইংলিশ ডানহাতি পেসার। তার বোলিং গড় যেখানে ২৬.৮৩, সেখানে স্টেইনের ২২.৯৫।

পরিসংখ্যানের এই দিক উল্লেখ করে টেস্ট ইতিহাসের চতুর্থ সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি অ্যান্ডারসন পাল্টা প্রশংসায় ভাসান স্টেইনকে।

“ডেলের রেকর্ড তার হয়ে কথা বলে-যা অসাধারণ। অবিশ্বাস্য তার স্ট্রাইক রেট, গড়ও অবিশ্বাস্যঘণ্টা প্রতি ৯০ মাইল বেগে সে বল সুইং করাতে পারে, যা খেলা অনেক কঠিন। ডেল এমন একজন যাকে আমি অনুসরণ করি, বিশেষ করে লাল কোকাবুরা বলে।”

‘বীরদের জন্যে ফুটবল’ টুর্নামেন্টে রিয়াল-বায়ার্ন-ইন্টার

‘ইউরোপিয়ান সলিডারিটি কাপ—ফুটবল ফর হিরোস’ নামে ছোট পরিসরে একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ ও ইন্টার মিলান। এ থেকে অর্জিত অর্থ ব্যয় হবে স্পেন ও ইতালির স্বাস্থ্যসেবা খাতে।

প্রত্যেক ক্লাবের মাঠে হবে একটি করে ম্যাচ, অর্জিত অর্থ ইতালি ও স্পেনের স্বাস্থ্যসেবা খাতের উন্নতি জন্য ব্যয় করা হবে বলে মঙ্গলবার আলাদা আলাদা বিবৃতিতে জানিয়েছে ক্লাব তিনটি। ইউরোপের এই দুটি দেশে কোভিড-১৯ মহারারী অনেক বড় আঘাত হেনেছে।“বিষয়টিকে ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের প্রতি সমর্থনের প্রতীক হিসেবে দেখছে বায়ার্ন, যেখানে সবাই একে অপরের খেয়াল রাখে।”

কঠিন এই সময়ে নিজের জীবনের পরোয়া না করে যারা সামনে থেকে করোনাভাইরাস মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, সেই সব স্বাস্থ্যকর্মীদের ‘নায়ক’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তিনটি ক্লাবেরই বিবৃতিতে। ঘরের মাঠ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় রিয়ালের বিপক্ষে খেলবে বায়ার্ন। নিজেদের মাঠ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে ইন্টারের বিপক্ষে খেলবে রিয়াল। আর সান সিরোতে বায়ার্নের মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ইন্টার। বায়ার্নের বিবৃতিতে ২০২১ সালে টুর্নামেন্টটি আয়োজনের কথা বলা হলেও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানানো হয়নি। দর্শকসহ ম্যাচ আয়োজনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলে মাঠে গড়াবে টুর্নামেন্টটি। মহামারীর বিপক্ষে সামনে থেকে লড়াই করা স্বাস্থ্যকর্মীদের আমন্ত্রণ জানানো হবে ম্যাচগুলোয়।

ইউরোপে সবচেয়ে বেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্তের তালিকায় ব্রিটেনের পরেই ইতালির অবস্থান। দেশটিতে মারা গেছেন ৩২ হাজারের বেশি মানুষ। ২৭ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছেন স্পেনে। আক্রান্তের দিক দিয়ে অবশ্য ব্রিটেন ও ইতালির উপরে স্পেন।

তুলনামূলকভাবে জার্মানির অবস্থা অতটা খারাপ নয়। পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশটিতে মঙ্গলবার পর্যন্ত মারা গেছেন আট হাজারের একটু বেশি। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে জার্মান বুন্ডেসলিগাই মাঠে ফিরেছে সবার আগে। দুই মাসেরও বেশি সময় স্থগিত থাকার পর স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে কঠোর নিয়মের মধ্যে শনিবার শুরু হয়েছে খেলা।

৭২ দিন পর ক্লাবের অনুশীলনে রোনালদো

এ মাসের শুরুতে তুরিনে ফিরে ১৪ দিন সেলফ আইসোলেশনে কাটিয়ে ক্লাবের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন ইউভেন্তাস তারকা রোনালদো।

একটি কালো গাড়িতে করে মঙ্গলবার ক্লাবের অনুশীলন মাঠে আসেন পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার।

ইতালিতে ‘লকডাউন’ চলার সময়ে বান্ধবী ও সন্তানদের দিয়ে মাদেইরাতে ছিলেন পর্তুগিজ এই তারকা ফুটবলার। ইতালিয়ান ফুটবল মৌসুম বন্ধ হওয়ার এক দিন আগে, গত ৮ মার্চ অসুস্থ মাকে দেখতে মাদেইরায় গিয়েছিলেন তিনি।

সবশেষ রোনালদো ইউভেন্তুসের হয়ে খেলেছেন লিগে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে, ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছিল তারা।

‘লকডাউন’-এর সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় থাকতে দেখা গেছে রোনালদোকে। এসময় ফিটনেস ধরে রাখার ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন তিনি।

ইতালিয়ান সেরি আর ক্লাবগুলো গত ৪ মে থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত অনুশীলন। দলীয় অনুশীলন শুরু করার কথা ছিল সোমবার থেকে। কিন্তু ইতালিয়ান সরকারের করোনাভাইরাস টেকনিক্যাল কমিটির সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারায় তা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সেরি আর ক্লাবগুলো। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, আগামী ১৩ জুন সেরি আ মাঠে ফেরানোর পরিকল্পনা করেছিল লিগ কর্তৃপক্ষ। কয়েকটি ক্লাব প্রস্তাবিত তারিখের সঙ্গে একমত নয়। সবশেষ দলীয় অনুশীলন পিছিয়ে যাওয়ায় লিগের মাঠে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে।

ভক্তদের কাছে বিশেষ আর্জি ”ইউনিভার্স বস”-এর

দুবাইজী কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের আইপিএল শেষ হয়ে গিয়েছে রবিবার। শেষ ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হেরে প্লে-অফের লড়াই থেকে ছিটকে গিয়েছে গেইলরা। গেইলের আইপিএল শেষ হয়ে গেলেও ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে আর্জি জানালেন ইউনিভার্স বস। ভক্তরা যেন ক্রিকেট বিনোদনের ভরপুর প্যাকেজ আইপিএল দেখা না ছাড়েন।কোভিড কালের ক্রিকেট উতব এবার ওয়াচ ফ্রম হোম। মাঠে দর্শক প্রবেশের অনুমতি নেই। তাই টিভির পর্দায় চোখ রাখতে হচ্ছে কুড়ি বিশের লড়াই দেখার জন্য। এবারের আইপিএলে প্রথম সাত ম্যাচে দেখা যায়নি ক্যারিবিয়ান দৈত্যকে। তারপর মাঠে নেমে ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছেন তিনি।গেইলের টিম পঞ্জাবের আইপিএল শেষ হয়ে গেলেও টুইটারে তিনি ভক্তদের কাছে আর্জি

2nd CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been brought to the notice of the undersigned by Sri Subrata Sen, Forest Ranger, Assistant Wildlife Warden, Abhoya Wildlife Range under Trishna Wildlife Sanctuary Vide his OR No. 22/AWLR/2019-20 dated 24/02/2020 has seized a vehicle bearing Registration No. TR-07-B-1637 Manaipathar area under Manaipathar Beat on 27/12/2019 at about 07:30 PM for illegally carried Fire wood over 2.295 cum. Upon enquiries by the Forest Ranger along with the other staffs of WLPU, Joychandpur and Rajnagar Wildlife Range it was found that the said vehicle was carrying illegally Fire wood over 2.295 cum without any permission of Forest Department and without GP / IP. Then the said vehicle had been detained and brought in the safe custody as the said vehicle was involved in illegal carrying of Forest produce. WHEREAS, a claimant notice was issued vide this office order No. F.11-7/TWVLS/TR-07B-1637/OR/For-2019-20/8137-178 dated 07/03/2020 but no response had received from any one about the ownership of the above seized vehicle. NOW THEREFORE, once again it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle Registration No. TR-07B-1637 to prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (Wildlife Warden, Trishna Wildlife Sanctuary, Joychandpur), within 15(fifteen) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original regarding ownership of the vehicle. If the owner of the vehicle or their authorized representatives fails to prefer any claim for the said vehicle before the undersigned within the stipulated period the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-parte.

Issued under my seal & signature of this day on ... 2020.

ICA/D-94/2020-21

(A Debnath, IFS) Authorized Officer Wildlife Warden Trishna Wildlife Sanctuary Joychandpur

PRESS NOTICE INVITING RE-TENDER

Sealed Rate Quotations are invited on behalf of the Governor of Tripura, from interested suppliers of Tripura able to supply "Printed Poly thene Packet" for production of Bio-Fertilizer at State Bio-Fertilizer Production Centre, under State Agriculture Research Station, at Dutta Tilla, A.D.Nagar, Agartala. Quoted Rate in sealed envelope will be received on 12th November, 2020 up to 3.00 PM and will be opened on the same day at 4.00 PM, if possible in the office of the Joint Director of Agriculture (Research), SARS, A.D.Nagar, Agartala. The terms & conditions in details can be had from the office of the undersigned on all working days and also can be downloaded from the Departmental website www.agri.tripura.gov.in.

(Arun Bhattacharya)
Joint Director of Agriculture
(Res.) State Agriculture Research Station Arundhutinagar, Agartala

ICA/C-2008/2020-21

WALK-IN-INTERVIEW

With reference to letter NO.F.1(314)-DHE/EST(G)/18 dated Agartala, the 22 October,2020 of the Directorate of Higher Education, Government of Tripura, Agartala, the undersigned invites applications for engagement of Guest Lecturers at Michael Madhusudan Dutta College, Sabroom, South Tripura for the academic year 2020-2021(a,Rs.400/- per class (maximum of 180 classes) for the following subjects: BENGALI, COMMERCE, ECONOMICS, EDUCATION, ENGLISH, HISTORY, KOKBOROK, POLITICAL SCIENCE, PHILOSOPHY, PHYSICAL EDUCATION & SANSKRIT.

Essential Qualification: At least 55% marks in Master's Degree level in the relevant subject (5% relaxation for ST/SC/PH).However preference shall be given to the candidates having requisite qualifications as per UGC guidelines.

The interested cant dates are requested to appear before the interview board in the Chamber of the undersigned along with all original testimonials and relevant photocopies at 11.00 am on 17th November,2020.However, candidates earlier engaged as Guest Lecturers in this college need not have to face interview, instead they need to submit an updated bio-data on 17th November,2020.No TA/DA will be provided for facing the said interview.

ICA/D-799/2020-21

Principal-in-charge
MMD College,
Sabroom, South Tripura Principal
in-Charge M.M.D College
Sabroom,South Tripura

NACO
National AIDS Control Organisation
Tripura State AIDS Control Society

ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন’র উদ্যোগে
বিশ্ব এইডস দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে
জাতীয়স্তরে ক্যুইজ প্রতিযোগিতার রাজ্যস্তরের বাছাই পর্ব

ক্যুইজ প্রতিযোগিতার রাজ্যস্তরীয় বাছাই পর্ব, ১৩ই নভেম্বর, সকাল ১১টা।
আঞ্চলিকস্তরীয় ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, ১৮ই নভেম্বর, সকাল১১টা।
স্থান ঃ নজরুল কলাক্ষেত্র, আগরতলা।

- সরকারী, বেসরকারী মহাবিদ্যালয়, কারিগরি মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরাই ক্যুইজে অংশ নিতে পারবেন।
- কোভিড-১৯ নিয়মাবলী মেনে প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে।
- অংশগ্রহণের জন্য ৭ নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর ২০২০ইং এর মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে হোয়াটস্ অ্যাপে কিংবা অফিসে সরাসরি এসে নাম নথিভুক্ত করা যাবে।
- ক্যুইজ হবে এইডস, কোভিড সহ অতীত, বর্তমান সামগ্রিক ঘটনাবলীর উপর।
- ক্যুইজ মাষ্টারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

নাম নথিভুক্ত করা যাবে 9774031952 হোয়াটস্ অ্যাপে
এবং ত্রিপুরা স্টেট এইডস কনট্রোল সোসাইটি,
আখাউড়া রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা ঠিকানায়।

ভোটগণনায় বিলম্ব, ক্ষোভ ক্রমশই বাড়ছে আমেরিকায়

ওয়াশিংটন, ৫ নভেম্বর (হি.স.): জো বাইডেনের ঝুলিতে ২৬৪টি ইলেক্টরাল ভোট, ডোনাল্ড ট্রাম্পের দখলে ২১৪। জিততে প্রয়োজন ২৭০টি ইলেক্টরাল ভোট। ট্রাম্পকে পিছনে ফেলে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন। যদিও, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সমস্ত ভোটগণনা এখনও শেষ হয়নি। ২৪ ঘন্টারও বেশি সময় অতিক্রান্ত, ভোটগণনায় বিলম্বের জন্য ক্ষোভ ক্রমশই বাড়ছে মার্কি মুলুকের জনগণের মধ্যে। দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে হবে ভোটগণনা, এই দাবিতে নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরির বাইরে অনেকেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

সাধারণ মানুষের পাশাপাশি জো বাইডেনের সমর্থক এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকরাও রাস্তায় নামেন। বুধবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে রাস্তায় মিছিল বের করেন হাজার-হাজার জো বাইডেন সর্থকরা। তাঁদের দাবি ছিল, সমস্ত ভোট গুনতে হবে। অন্যদিকে, ট্রাম্প সমর্থকরা মিশিগানের প্রধান স্টেটে ব্যালট গণনা বন্ধ রাখার দাবি জানান। ইতিমধ্যে অবশ্য ট্রাম্পকে বড়সড় ধাক্কা দিয়েছেন জো বাইডেন। ২০১৬-য় ট্রাম্পের জেতা উইসকনসিন এবং মিশিগানে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী। যদিও, ট্রাম্প শিবিরের দাবি, মিশিগানে ব্যালট সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়া হচ্ছে না। তাই ব্যালট গণনা বন্ধ রাখার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন খান জিয়াউল হক, রক্ষা পেলেন স্ত্রী ও পুত্র

জয়নগর, ৫ নভেম্বর (হি.স.): অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন জয়নগর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য খান জিয়াউল হক। প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন তাঁর স্ত্রী ও ছেলেও। বুধবার সন্ধ্যায় স্ত্রী ও ৮ বছরের ছেলেকে নিয়ে নিজের গাড়িতে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন খান জিয়াউল হক। দক্ষিণ বারাসত বাজারে যানজট থাকার কারণে তাঁর গাড়ি দাঁড়িয়ে যায় এবং তখনই আচমকা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জিয়াউলের গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। বিপদ বুঝে গাড়ির চালক কোনও ভাবে গাড়িটিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁদের বিপদমুক্ত করেন। মুহূর্তের মধ্যে লোকজন জড়ো হয়ে যায় এবং দেখা যায় ওই ট্রাকের চালকের আসনে বসে থাকা বছর কুড়ির এক যুবক নানাভাবে ট্রাকটিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।উত্তেজিত মানুষের জেরার মুখে সে স্বীকার করে, সে ওই ট্রাকের চালক নয়, খালাসি। এর পরই খবর দেওয়া হয় জয়নগর থানায়, পাশাপাশি খান জিয়াউল হক ওই যুবকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই যুবককে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ এবং ট্রাকটিকে আটক করা হয়। গাড়ির চালক না হয়েও কি কারণে ওই রকম জনবহুল রাস্তায় ওই যুবক ট্রাক নিয়ে যাচ্ছিল এবং তাঁর গন্তব্য কোথায় ছিল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

ঘটনার পর চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা খান জিয়াউল হকের। তিনি জানান, বড় বিপদের হাত থেকে তিনি ও তাঁর পরিবার বেঁচে গিয়েছে। উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ওই যুবক যেভাবে ট্রাক চালাচ্ছিল, তাতে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো। ধৃত যুবকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমানোর জন্য অভূতপূর্ব অস্ত্রোপচার হল অ্যাপোলো হসপিটালস কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। কলকাতা, নভেম্বর ৫: এই শহরে বেভারলি হিলসসুলভ একটা ঘটনা ঘটল সম্প্রতি। দুর্গাপুজোর মরসুমে একজন ৩৭ বছর বয়সী গৃহবধূ একটা ভয়ানক অসুখকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর সমস্ত মানসিক শক্তি একত্র করে, স্তন ও ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমিয়ে ফেলার জন্য অস্ত্রোপচার করালেন। পূর্ব ভারতের এই অস্ত্রোপচার এই প্রথম করা হল, আর সেটা ঘটল অ্যাপোলো গ্লেনইগলস হসপিটালস, কলকাতায়।

ঠিক সাত বছর আগে, ২০১৩ র অক্টোবরে, হলিউড অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ঠিক এই অস্ত্রোপচারই করিয়েছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলসে। কারণ পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল তাঁর স্তন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মেদিনীপুর জেলার কুইকোটায় প্রায় ১৩,০০০ কিলোমিটার দূরে বসে থাকা মৌসুমী রায়ের উপর জোলির সিদ্ধান্ত গভীর ছাপ ফেলে। জোলির মত মৌসুমীও তাঁর মাকে স্তন ক্যান্সারের কারণেই হারিয়েছিলেন, তা-ও মাত্র দশ বছর বয়সে। পরে তাঁর মাসিও একই অসুখে মারা যান। ঘটনাচক্রে তাঁর বাবাও ক্যান্সারে মারা গেছেন।

তাই এপ্রিল মাসে যখন তাঁর বি আর সি এ পরীক্ষার ফল পজিটিভ হল, অর্থাৎ তাঁর স্তন ও ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেশ বেশি বলে জানা গেল, তখন তিনি একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েননি। সঙ্গে সঙ্গেই বাঁদিকের "নিপল স্পেয়ারিং ম্যাস্টেকটমি" (স্তন বৃন্ত অবিকৃত রেখে স্তনের টিস্যু বাদ দেওয়া) এবং ইমপ্ল্যান্ট ও পিঠের পেশি ব্যবহার করে স্তনের তাৎক্ষণিক পুনর্গঠন করতে রাজি হয়ে যান। একইসঙ্গে "ল্যাপারোস্কোপিক বাইল্যাটারাল স্যালফিঙ্গো-উফেরেকটমি" করে তাঁর ডিম্বাশয় আর ফ্যালোপিয়ান টিউব বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

এর আগে জানুয়ারি ২০২০ তে তাঁর ডান স্তনে ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। তখন অ্যাপোলো গ্লেনইগলস হসপিটালস, কলকাতার কনসালট্যান্ট অঙ্কো-সার্জেন ডাঃ শুভদীপ চক্রবর্তীর অধীনে ব্রেস্ট কনজার্ভেশন সার্জারি (যেখানে শুধু ক্যান্সারাস টিউমারটাকে কেটে বাদ দেওয়া হয়, কিন্তু বাকি স্তনের টিস্যু এবং বাইরের চেহারা বজায় থাকে) করা হয়। তখনই বি আর সি এ পরীক্ষা করা হয়েছিল, যার ফল পেতে কোভিডের কারণে দেরী হয় এবং শেষ পর্যন্ত পজিটিভ আসে।

ইংরেজিতে এম এ এবং এক সাত বছরের মেয়ের মা মৌসুমী বললেন "আমার ক্যান্সার একটা মারণরোগ। আমি এটাকে সেভাবেই দেখেছি। আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিজেকে এই রোগের হাত থেকে পুরোপুরি মুক্ত করা। আমার স্বামীই আমার জোর হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আমি অ্যাঞ্জেলিনা জোলির অপারেশনের কথা জানতাম, কিন্তু ভারতে এই অপারেশন হয় কিনা জানতাম না। ডাঃ চক্রবর্তী যখন বললেন উনি অ্যাপোলো কলকাতাতেই অপারেশনটা করতে পারেন, আমরা একটা আনন্দের সারপ্রাইজ পেয়েছিলাম।"

মৌসুমী জানালেন বাড়িতে কাজের লোক থাকলেও তিনি কিছু কিছু কাজ নিজে হাতে করতেই পছন্দ করেন। সেপ্টেম্বর ২০২০ তে অস্ত্রোপচারের এক মাস পরে বাড়ি ফেরার পর থেকে তা-ই করছেন।

তাঁর শল্যচিকিৎসক ডাঃ শুভদীপ চক্রবর্তী, অ্যাপোলো কলকাতার কনসালট্যান্ট সার্জিকাল অঙ্কোলজিস্ট, ডান স্তনে অস্ত্রোপচার করেছিলেন জানুয়ারি ২০২০ তে। তারপর কনসালট্যান্ট মেডিকাল অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ ইন্দ্রনীল ঘোষের তত্ত্বাবধানে মৌসুমীর অ্যাডজুভ্যান্ট কেমোথেরাপি হয়, আর রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ তনবীর শাহিদের তত্ত্বাবধানে অ্যাডজুভ্যান্ট রেডিয়েশন দেওয়া হয় অ্যাপোলো কলকাতাতেই। গত মাসে আবার ডাঃ চক্রবর্তীর নেতৃত্বেই একটা দল বাম স্তনের উপর অস্ত্রোপচার করে এবং ডিম্বাশয়গুলো কেটে বাদ দেয়। ঐ দলে ছিলেন ডাঃ রমণা ব্যানার্জি (কনসালট্যান্ট গায়নোকোলজিস্ট), ডাঃ সপ্তর্ষি ভট্টাচার্য (কনসালট্যান্ট প্লাস্টিক সার্জন) এবং সার্জিকাল অঙ্কোলজির ডাঃ তাপস কর।

ডাঃ শুভদীপ চক্রবর্তী বললেন "শ্রীমতি রায়ের বি আর সি এ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছিল তাঁর স্তন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা ৯০ শতাংশের বেশি। কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর সেটা এখন পাঁচ শতাংশের কমে নেমে এসেছে। তাঁর বয়সের একজন ভারতীয় মহিলার ক্যান্সার হওয়ার গড় সম্ভাবনা এর চেয়ে বেশি।"

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ক্যান্সারের বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক এবং অ্যাপোলো গ্লেনইগলস ক্যান্সার হসপিটালের সার্জিকাল অঙ্কোলজি বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ সৈকত গুপ্ত। মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল হওয়ার কারণে রোগীকে যে বিভিন্ন দিক থেকে চিকিৎসা করার সুযোগ পাওয়া গেছে, তিনি সেই ব্যাপারটা বিশেষ করে উল্লেখ করেন। "এইরকম বিশেষ ধরনের জটিল কেসের ক্ষেত্রে চিকিৎসা প্রণালী ঠিক করা হয় একটা টিউমার বোর্ডে। সেই বোর্ডে থাকেন মেডিকাল, সার্জিকাল আর রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্টরা। কোন কোন কেসে দরকার পড়লে অন্য বিশেষজ্ঞদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়।"এই কেসের চিকিৎসার অগ্রগতি ন্যাশনাল ক্যান্সার গ্রিডও সমর্থন করেছিল। ডাঃ ইন্দ্রনীল ঘোষ, কনসালট্যান্ট মেডিকাল অঙ্কোলজিস্ট, অ্যাপোলো গ্লেনইগলস ক্যান্সার হসপিটাল, বলেন "বেশিরভাগ মহিলা, বিশেষ করে অল্পবয়স্ক মহিলারা, ঝুঁকি কমানোর জন্য অস্ত্রোপচার করাতে চান না। মৌসুমী দেবী তাঁদের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবেন।"

রাণা দাশগুপ্ত, সিইও, ইস্টার্ন রিজিয়ন, অ্যাপোলো হসপিটালস গ্রুপ, মৌসুমীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। "পূর্ব ভারতে আমরা সর্বাধুনিক অস্ত্রোপচার এবং মেডিকাল প্রোসিডিওরগুলো করার জন্য তৈরি। আমাদের উপর বিশ্বাস রাখার জন্য শ্রীমতি রায়কে ধন্যবাদ জানাই। অনেককিছুই অ্যাপোলো গ্লেনইগলস ক্যান্সার হাসপাতালে প্রথম হয়েছে। সেই মুকুটে আরো একটা পালক যোগ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।"তাঁর কথার রেশ টেনে ডাঃ শ্যামাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ও রোগীর প্রশংসা করেন। পাশাপাশি তিনি ক্যান্সারের চিকিৎসায় শুরুতেই রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসা চালু করার উপর জোর দেন। তিনি বলেন "আশা করব যে মহিলাদের স্তন ক্যান্সার বা ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাঁরা শ্রীমতি রায়কে দেখে অনুপ্রেরণা পাবেন এবং ক্যান্সার জয় করার কী কী পথ আছে তা নিয়ে চিকিৎসকের সাথে কথা বলবেন। অসুখটা লুকিয়ে রেখে ওটাকে শক্তি বাড়াতে সাহায্য করবেন না।"

নতুন করে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়নি প্রবীণ অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি স): অসুস্থ বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ভর্তি বেলভিউ হাসপাতালে। নতুন করে শারীরিক অবস্থার কোনও অবনতি হয়নি, আবার উন্নতিও হয়নি বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর বেলভিউ হাসপাতাল সূত্রে।

বেলভিউ হাসপাতাল সূত্রে খবর, সঙ্কট এখনও না কাটলেও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থার অবনতিও হয়নি। শারীরিক অবস্থা যেমন ছিল এখনও সেই রকমই রয়েছে। তবে, বৃহস্পতিবার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স্নায়ু সমস্যা মধ্যে মূত্রের সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন চিকিৎসকরা। এদিন আলাদা আলাদাভাবে আলোচনায় বসার কথা নেফ্রোলজিস্ট, স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ, সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞদের।

উল্লেখ্য,গত ৬ অক্টোবর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যখন অভিনেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তখন তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন।

যদিও বর্তমানে করোনা মুক্ত অভিনেতা। তবে বেশ কয়েকদিন ধরেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই চতুর্থবার ডায়ালিসিস হয়েছে। আবারও ডায়ালিসিস করার কোনও প্রয়োজন আছে কিনা তা এখনও জানা যায়নি।

কোনও শক্তি কাউকে দেশের বাইরে করবে না : নীতীশ কুমার

পাটনা, ৫ নভেম্বর (হি. স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে বিহারবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমার। কারও কোনো ক্ষমতা নেই দেশ থেকে কাউকে বের করে দেওয়ার বলে দাবি করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার কিষাণগঞ্জ-এর এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, কারা ভ্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে চলেছে? কারা বাজে কথা বলছে? কারো ক্ষমতা নেই দেশের বাইরে কাউকে ছুঁড়ে ফেলার। সবাই ভারতের। সকলে ভারতীয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই অঞ্চলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসমাবেশ এবং প্রতিবাদ হয়েছিল।এদিনের জনসভার থেকে মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে জানিয়েছেন, শান্তি, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার কাজ করে গিয়েছে। সমাজ তখনই এগিয়ে যাবে যখন সকলে শান্তি এবং সম্প্রীতি বজায় রেখে কাজ করে যাবে। কিছু মানুষ চাইছেন সমাজ অন্তর্দন্দ্বের মধ্যে লিপ্ত থাক। এর ফলে তাদের কোন কাজ করতে হবে না।

অর্ণব গোস্বামী কান্ডে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক এবিভিপি-র

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : সর্বভারতীয় নিউজ চ্যানেলের খ্যাতনামা সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীর বিরুদ্ধে মুম্বাই পুলিশের আচরণের প্রতিবাদ জানাতে বৃহস্পতিবার প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)।

কলকাতা মহানগর সম্পাদক মৃণ্ময় দাস এই খবর জানিয়ে বলেন, পুলিশের ওই অভব্য আচরণ এককথায় জরুরি অবস্থাকে স্মরণ করায়। তাই গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের উপর যে অন্যায় আঘাত মহারাষ্ট্র সরকার করেছে তার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার কলকাতা মহানগরের পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির সামনে একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হবে।

বিহারের ভাগলপুরে নৌকাডুবে মৃত্যু একজনের, সাঁতরে বাঁচলেন অনেকেই

ভাগলপুর (বিহার), ৫ নভেম্বর (হি.স.): বিহারের ভাগলপুর জেলায় গঙ্গা নদীতে ডুবে গেল যাত্রীবোঝাই একটি নৌকা। বৃহস্পতিবার সকালে ভাগলপুর জেলার নৌগাছিয়ার তিনতাঙ্গা দিয়ারা এলাকায় গঙ্গা নদীতে ডুবে যায় একটি নৌকা। নৌকাডুবির ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের, সাঁতরে প্রাণে বেচেঁছেন কমপক্ষে ১০ জন। এছাড়াও বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। পুলিশ সূত্রের খবর, প্রায় ৫০ জন ছিলেন ওই নৌকায়। অতিরিক্ত যাত্রী থাকার কারণেই সম্ভবত নৌকাটি উল্টে যায়।

গঙ্গায় তলিয়ে যান বহু যাত্রী। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১০ জন সাঁতরে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রের খবর, গঙ্গা ওপারে কৃষি জমিতে কাজ করছিলেন বহু মানুষ। বৃহস্পতিবার সকালে আচমকাই নৌকাটি উল্টে যায়। উদ্ধারকারী দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত ১১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। গঙ্গাবক্ষে তাঁদের সন্ধান চলছে।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত মুখ্যমন্ত্রী সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

আগরতলা প্রেসক্লাব নির্বাচনে ব্যক্তি আক্রমণ স্যোশাল মিডিয়ায়, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। আগরতলা প্রেসক্লাব নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কুৎসা ও অপপ্রচারের ঘটনায় বিভিন্ন মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। স্যোশাল মিডিয়ায় কয়েকটি বিতর্কিত পোস্ট তথা ব্যক্তি আক্রমণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে থানায়। ফোরাম ফর ডেভেলাপমেন্ট এন্ড প্রটেকশন অব মিডিয়া কমিউনিটির কর্মকতারা বৃহস্পতিবার আগরতলায় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়ে বলেন, সুষ্ঠ নির্বাচন বাঞ্ছনিয়। নানা ধরনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে ফোরামের প্রার্থীদের। এই ঘটনায়ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ফোরাম। এদিন, সাংবাদিক সম্মেলনে ফোরামের প্রার্থীরা সকলে উপস্থিত ছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ মমতা, অধীর, ফিরহাদের

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার স্বাধীনতা সংগ্রামী চিত্তরঞ্জন দাসের জন্মদিনে টুইটে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসভার কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী ও রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "বন্দিত স্বাধীনতা সংগ্রামী চিত্তরঞ্জন দাসের জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। মাতৃভূমির জন্য তাঁর আমৃত্যু আত্মনিবেদন এখনও আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়।

রোজগার প্রসঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.): দেশের বেহাল আর্থিক অবস্থা, বেড়ে চলা বেকারত্ব নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্রমাগত রাজনৈতিক আক্রমণ শানিয়ে চলা কংগ্রেস এখন চাকরি পাওয়ার পরিসর কমে যাওয়া নিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে। দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী দাবি করেছেন, কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের ফলে মানুষের জীবন প্রভাবিত হয়েছে। মানুষের রোজগার করার উৎস নেই। এমনকি চাকরিও নেই। এমন পরিস্থিতির সমাধান করার বদলে সরকার ভিত্তিহীন প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে।

রোজগারের পরিসর এবং চাকরি পাওয়ার সুযোগ কমে যাওয়া নিয়ে রাহুল গান্ধী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের জন্য বেকারত্ব রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ে পরিণত হয়েছে। রোজগারের পরিসর সংকুচিত হওয়ার কারণে পরিস্থিতির ভয়াবহতা আরো বেড়ে গিয়েছে। মোদী সরকার শুধুমাত্র ভিত্তিহীন প্রতিশ্রুতি করে চলেছে। কিন্তু কোনও সমাধানের পথ তারা বাতলে দিচ্ছেন না। রোজগার নিয়ে সরকার যদি গুরুত্ব দিয়ে ভাবনা চিন্তা করত তবে লকডাউনের সময় এবং পরে পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ হতো না। নিজের টুইট বার্তার সঙ্গে রাহুল গান্ধী একটি স্ক্রিনশট পোস্ট করেছেন। যেখানে লেখা হয়েছে সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় অক্টোবরে চাকরির বাজার ৬০ শতাংশ কমে গিয়েছে। এই পরিসংখ্যান ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস পোর্টাল দ্বারা জারি করা হয়েছে।

করোনা-প্রকোপে বেসামাল আমেরিকা, মৃত্যু বেড়ে ২৩৩,২৬৫

ওয়াশিংটন, ৫ নভেম্বর (হি.স.): মার্কিন মুলুকে করোনাভাইরাসের প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না। আমেরিকায় ফের রেকর্ড সংখ্যক বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৯ হাজারের বেশি মানুষ। দৈনিক মৃত্যুও বেড়েই চলেছে, বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ২৬৫ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিগত কয়েক মাসের মধ্যে, বুধবার সারা দিনে আমেরিকায় রেকর্ড সংখ্যক মানুষ কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ৯৯ হাজারের বেশি। সবমিলিয়ে এযাবৎ আমেরিকায় করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৯.৪ মিনিয়নের বেশি মানুষ।

লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন আনা হোক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি বিজেপি সাংসদের

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.): ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে "লাভ জিহাদ"-এর ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রায় প্রতিদিনই ভারতের কোনও না কোনও রাজ্যে লাভ জিহাদের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে, তাই লাভ জিহাদ রুখতে কঠোর আইন আনার দাবি জানালেন মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সাংসদ অনিল ফিরোজিয়া। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখেছেন মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর বিজেপি সাংসদ (লোকসভা) অনিল ফিরোজিয়া। ওই চিঠিতে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন আনা হোক সংসদে।

চিঠিতে তিনি অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, "ভারতের কোনও না কোনও রাজ্যে প্রতিদিনই লাভ জিহাদের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, দিল্লি, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে লাভ জিহাদের ঘটনা সামনে আসছে। লাভ জিহাদ রুখতে বিভিন্ন রাজ্য সরকার নিজ নিজ রাজ্যে আইন তৈরি করার কথা ভাবছে, তাই অনুরোধ করছি লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন আনা হোক সংসদে। যাতে কেউ এই ঘৃণ্য কাজ করার কথা না ভাবে।

ভুল ইনজেকশনে রোগীর মৃত্যু, বিক্ষোভ উত্তর প্রদেশের রামপুরে

রামপুর, ৫ নভেম্বর (হি.স.): সর্দি, কাশিতে ভুগছিলেন রোগী। পরিবারের সদস্যরা নিয়ে গিয়েছিলেন একজন গ্রামীণ ডাক্তারের কাছে। অভিযোগ, "হাতুড়ে ডাক্তার" ভুল ইনজেকশন দেওয়ার কারণে মৃত্যু হয়েছে ওই রোগীর। ভুল ইনজেকশনে রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল উত্তর প্রদেশের রামপুর জেলার তান্ডা এলাকার মাঞ্জারা গ্রামে। প্রতিবাদে এবং ওই ডাক্তারের শাস্তির দাবিতে, বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকেই থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন পরিবারের সদস্যরা। এ প্রসঙ্গে রামপুরের জেলাশাসক এ কে সিং জানিয়েছেন, "এই মামলায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

মৃত রোগীর দাদা অনিল কুমার জানিয়েছেন, "কাশি ছিল আমার ভাইয়ের। তাঁকে ডাঃ জাভেদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওই ডাক্তার এক লক্ষ টাকা বিল করেছিল।" অনিল কুমারের অভিযোগ, আমার ভাইকে বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়েছিল ওই ডাক্তার, ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ এনে তিনি বলেন, আমরা যখন থানায় অভিযোগ জানাতে আসি, তখন থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তা আমাদের মারধর করেন। আমরা দোষীর শাস্তি চাইছি।

মুম্বইয়ে খুলল সিনেমা হল ও প্রেক্ষাগৃহ, কন্টেইনমেন্ট জোনে বন্ধই থাকছে

মুম্বই, ৫ নভেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাস অতিমারি ও লকডাউনের জন্য প্রায় ৭ মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর মায়ানগরী মুম্বইয়ে খুলে গেল প্রেক্ষাগৃহ। তবে, কন্টেইনমেন্ট জোনে আপাতত বন্ধই থাকছে প্রেক্ষাগৃহ, থিয়েটার ও মাল্টিপ্লেক্স। বৃহস্পতিবার থেকে কন্টেইনমেন্ট জোনের বাইরে থাকা সিনেমা হল, থিয়েটার ও মাল্টিপ্লেক্স খোলার অনুমতি দিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার।

বেশ কিছু শর্ত অবশ্য রয়েছে, যেমন ৫০ শতাংশের বেশি দর্শককে অনুমতি দেওয়া যাবে না, মাস্ক বাধ্যতামূলক। সিনেমা হল, থিয়েটার অথবা মাল্টিপ্লেক্সগুলি নিয়মিত স্যানিটাইজড করতে হবে। সমস্ত শর্ত মেনে বৃহস্পতিবার থেকে মায়ানগরী মুম্বইয়ে খুলে গেল সিনেমা হল, থিয়েটার ও মাল্টিপ্লেক্স। এদিন সকালে বান্দ্রায় খুলে যায় জি৭ মাল্টিপ্লেক্স। এছাড়াও মুম্বই শহরের সর্বত্র এদিন সকাল থেকেই খুলে দেওয়া হয়েছে সিনেমা হল ও প্রেক্ষাগৃহ।

হত্যা মামলায় ধৃত বিনয় কুলকার্নি, স্বাগত জানালেন কে এস ঈশ্বরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ৫ নভেম্বর (হি.স.): বিজেপি নেতা যোগেশ গৌড়া হত্যা মামলায় কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা বিনয় কুলকার্নিকে আটক করল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। ২০১৬ সালে খুন হয়েছিলেন ধারওয়ারের বিজেপি নেতা এবং তৎকালীন জেলা পরিষদের সদস্য যোগেশ গৌড়া, সেই হত্যা মামলায় বৃহস্পতিবার সকালে ধারওয়ার থেকে কংগ্রেস নেতা বিনয় কুলকার্নিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে সিবিআই। সিবিআই সূত্রের খবর, আটক করার পর কুলকার্নিকে ধারওয়ার টাউন পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁকে জেরা করা হচ্ছে। বিনয় কুলকার্নি ছাড়াও, তাঁর ভারী বিজয় কুলকার্নিকেও নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে সিবিআই। বিজয়কে শহরতলীর পুলিশ স্টেশনে জেরা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের জুন মাসে নিয়ে ব্যামাগারেরই কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল বিজেপি নেতা এবং তৎকালীন জেলা পরিষদের সদস্য যোগেশ গৌড়াকে। যোগেশের দাদার অবদানের পেক্ষিতে এই মামলার তদন্তভার তুলে দেওয়া হয় সিবিআই-এর হাতে। বিনয় কুলকার্নি আটক হওয়ায় খুশি প্রকাশ করেছেন কর্ণাটকের মন্ত্রী কে এস ঈশ্বরাপ্পা। এদিন তিনি বলেছেন, "অতীতে বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা রাজনৈতিক ও টাকার জোরে অপরাধমূলক কাজে জড়িত ছিল। এখন সময় বদলেছে। সিবিআই তাঁকে জেরা করবে, আমি খুশি।"

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।